ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্‌ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development : Bangladesh Perspective)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক	গবেষক
ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন	**মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন**
অধ্যাপক	রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ০৩/২০১৯-২০২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ	ঢাকা, বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর-২০২২

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন কর্তৃক দাখিলকৃত **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development : Bangladesh Perspective) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পি-এইচ.ডি ডিগ্রির লক্ষে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন)

অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্‌ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development : Bangladesh Perspective) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম বা এর অংশ বিশেষ কোন প্রকার ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেইনি।

(মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ০৩/২০১৯-২০২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-হামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যাঁর অসীম রহমতে **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development : Bangladesh Perspective) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। লক্ষ কোটি সালাম পেশ করছি প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি, যিনি সব নবীগণের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি– আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন-এঁর প্রতি, যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতীত এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমাকে চিরঋণী করেছে। আল্লাহ্ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রতি যারা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে সব সময় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ হচ্ছে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মৃত. আব্দুল মজিদ মোল্লাকে, যিনি আমার উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি। কৃতজ্ঞতা পেশ করছি, আমার মা রহিমা খাতুনকে, আমার এ পর্যায় পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে বেশি; আল্লাহ্ যেন তাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করেন। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্ত্রী তাহেরা খাতুনের প্রতি যে আমার পাশে থেকে সব সময় আমার এ গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এরপর ধন্যবাদ জানাই আমার সকল সহকর্মী, বন্ধু, সতীর্থ, আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি যারা এ কাজটি করার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন আমার এ গবেষণাকর্মটি দেশ, জাতি ও দ্বীনের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে আমার নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

মোহা: মেসবাহ উদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	=	অনুবাদ
(আ.)	=	আলাইহিস সালাম
আবু দাউদ	=	আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী
আল-আলুসী	=	শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী
আল-কাসানী	=	আবূ বাকার ইবন মাসঈদ আল-হানাফী
আল-কাসানী	=	আবূ বাকার ইব্ন মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী
আল-কুরতুবী	=	আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি বাকার বিন ফারাহ্ আল-আনসারী শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী
আল-বাইযাভী	=	নাসিরুদ্দীন আল-বাইযাভী
আছ-ছা'লাবী		আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আন-নিশাপুরী
আল-বাইহাকী		আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী ইবন মূসা আল-খুরাসানী
ইমাম বুখারী	=	আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী
ইমাম মালিক	=	ইমাম মালিক ইব্ন আনাস
ইবন কাসীর		আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন আমর ইবন কাসীর
ইং	=	ইংরেজি/ইসায়ী
খ.	=	খণ্ড
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর/পিএইচ.ডি.

Dhaka University Institutional Repository

তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
তাবারী	=	আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী
তাফসীর	=	আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি/পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এমন সূত্র
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
মুসলিম	=	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ
(র.)	=	রাহমাতুল্লাহ্‌ আলাইহি/ রাহিমাহুল্লাহ্‌
(সা)	=	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সং.	=	সংস্করণ
হা.	=	হাদীস
হি.	=	হিজরি
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
নং	=	নম্বর
P	=	Page
Ibid	=	In the same place

প্রতিবর্ণায়ন

[আরবী বর্ণসমূহের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন]

অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হরফের উচ্চারণে উচ্চতর গবেষণার জন্য স্বীকৃত প্রতিবর্ণায়ন রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অধিকতর প্রচলিত আরবী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত বানান ও উচ্চারণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ا	=	অ/আ	ط	=	ত্ব
ب	=	ঊ	ظ	=	য
ت	=	ত	ع	=	‘
ث	=	ছ	غ	=	গ
ج	=	জ	ف	=	ফ
ح	=	ঘ	ق	=	ক্ব/ক্
خ	=	খ	ك	=	ক
د	=	দ	ل	=	ল
ذ	=	ঐ	م	=	ম
ر	=	ও	ن	=	ন
ز	=	ঐ	و	=	ও/অ/ব
س	=	গ	ه	=	হ
ش	=	ক	ء	=	‘
ص	=	গ	ئ	=	য়
ض	=	দ্ব			

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
শব্দ সংকেত	v
প্রতিবর্ণায়ন	vii
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়ঃ ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস	৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যাংক এর পরিচয়	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন	১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা	২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য	২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও ব্যাংকিং	৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৯
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং	৪৭
প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা	৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ	৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য	৬৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংকের নানামুখী কার্যক্রম	৭২
প্রথম অনুচ্ছেদঃ ব্যাংকিং কার্যক্রম	৭২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৮৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম	৮৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলামে ওয়াক্ফ.. ৯৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফের পরিচয় ও প্রকারভেদ... ৯৬

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ফ-এর পরিচয়... ৯৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফের বৈশিষ্ট্য................ ১০০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফের প্রকারভেদ... ১০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে ওয়াক্ফের ক্রমবিকাশ.. ১০৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলাম পূর্ব যুগে ওয়াক্ফ... ১০৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামের সোনালী যুগে ওয়াক্ফ................................ ১১০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফের বিবর্তন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট......................... ১২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফের শারঈ’ বিধান... ১৩০

প্রথম অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফের হুকুম ও শর্তাবলি.. ১৩০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মুতাওয়াল্লী সম্পৃক্ত বিধান... ১৪৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ফের ক্ষেত্র, ওয়াক্ফ সীমিতকরণ ও রহিত করণ সম্পৃক্ত বিধান... ১৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ ওয়াক্ফ.. ১৫৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন........................ ১৫৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফ সম্পৃক্ত আইন ও নীতিমালা.......................... ১৬১

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ওয়াক্ফের ধরণ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিমাণ... ১৬৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং....................................... ১৭৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন.. ১৭৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা.. ১৭৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি......... ১৮১

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : টেকসই উন্নয়ন... ১৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক.. ১৯১

প্রথম অনুচ্ছেদ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকসমূহ.................................... ১৯১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সামাজিক উন্নয়নের সূচকসমূহ.................................... ১৯৪

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক নির্দেশকসমূহ............ ১৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন.. ২০৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামে উন্নয়ন... ২০৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন সূচক................................. ২১৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত............................ ২১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন.. ২২১

প্রথম অনুচ্ছেদ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং......................... ২২১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক.............................. ২৩১

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামের উন্নয়ন ভাবনা ও ইসলামী ব্যাংক.................. ২৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা ২৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্‌ফের ধরন ও পরিমাণ.... ২৪০

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চিত্র........................... ২৪১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ' এর পরিচয়. ২৪৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ' এর বৈধতা ও দৃষ্টান্ত........................ ২৫০

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের প্রয়োগ... ২৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ...................... ২৭০

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব.. ২৭০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবের নীতিমালা.. ২৭৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফের প্রয়োগিক চিত্র.. ২৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা.. ২৭৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ.......................... ২৭৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : দারিদ্র্য বিমোচনে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ.............................. ২৮০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিক্ষার বিকাশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ................................. ২৮১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : স্বাস্থ্য সেবায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফ...................................... ২৮৩

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ.......................... ২৮৪

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্ফ.............. ২৮৫

উপসংহার.. ২৯১

ফলাফল.. ২৯৩

প্রস্তাবনা.. ২৯৩

গ্রন্থপঞ্জি.. ২৯৬

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হলো। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলামে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় বিধিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা ইসলামে বর্ণনা করা হয়নি। ওয়াক্ফ ইসলামী শরী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ওয়াক্ফ হল, কোন সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্য দান করে দেয়া, যার মুনাফা বা যা থেকে উৎপাদিত পণ্য আল্লাহর বান্দারা ভোগ করবে। ইসলামী অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম একটি কার্যক্রম। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালায় ইসলামী শরী'আহর গণ্ডীতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় প্রকল্প চালু করে। এরপর ২০০৪ সালের ১লা জুলাই দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে। এরপর ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং প্রচলিত ধারার এবি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়া 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' হিসাব চালু করে। 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত সুষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংযোজিত শরী'আহ্ সম্মত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ক্যাশ

ওয়াক্ফ’ কার্যক্রমটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখে চলেছে তা যথাযথ মূল্যায়িত হলে, আরো বৃহত্তর পরিসরে এ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী শরী‘আহ্ অনুমোদিত ‘ক্যাশ ওয়াক্ফ’ সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা হওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতু ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অসংখ্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর গবেষণা সম্পাদিত হয়নি।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে নির্মোহ গবেষণা সম্পাদন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে সুনির্দিদিষ্ট কার্যপরিকল্পনার আলোকে পিএইচ.ডি. গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতির আলোকে গবেষণাকর্মটি রচিত ও প্রণীত হয়েছে। সে আলোকে এ গবেষণাকর্মের প্রারম্ভিকায় একটি ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের

প্রথম অধ্যায়ে– ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাংক এর পরিচয়; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যাংকিং ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে– বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে– ইসলামে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামে ওয়াক্ফের ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের শরঈ' বিধান চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক; তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্ফের ধরন ও পরিমাণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত এ গবেষণাকর্মটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি বাংলায় রচিত হয়েছে, তবে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্ম রচনা ও প্রণয়নে বাংলা ভাষার চলিত প্রাঞ্জল রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। সাংবিধানিক ও কোটেশনমূলক কিছু জায়গায় সাধুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানান রীতি'কে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইসলামি ও আররি পরিভাষার অনেক বানান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত ও বোধগম্য ভাষা রীতি ব্যবহারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণার শেষাংশে একটি বিশ্লেষণধর্মী উপসংহার এবং গবেষণার ফলাফল ও ফলাফলের আলোকে দৃষ্টিভঙ্গীমূলক একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভের শেষাংশে স্বীকৃত উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতির আলোকে গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটিকে তাঁর দ্বীনের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে এটিকে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাংক এর পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা

প্রথম অধ্যায়

ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস

মানব জীবনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি অর্থনীতির সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বর্তমানে ব্যাংকিং ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য অকল্পনীয়। প্রথাগত ব্যাংকিং রিবা বা সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়কে হালাল আর রিবা বা সুদকে হারাম করেছেন। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাদের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং অতি সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মূলনীতি ও কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে পরিচালিত হয়। আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলন ও উন্নয়নে শরী'আহ্ নীতিমালার অনুসরণ, আমানত গ্রহণকারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলিম উম্মাহর মুআমালাত বা লেনদেনকে হালাল করতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ অধ্যায়ে ব্যাংক ব্যবস্থার পরিচয়, ইতিহাস, ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর নানামুখি কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাংক এর পরিচয়

ব্যাংকের ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ হতে ব্যাংকিং লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন থেকেই মুদ্রার প্রচলন হয় তখন থেকে ব্যাংকিং লেনদেনেরও প্রচলন হয়। কারণ মুদ্রার প্রচলনের পর মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মূলত ব্যাংক ব্যাবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। সিন্ধু, বৈদিক, ব্যাবিলনীয়, রোমান, গ্রীক, মিসরীয়, মেসোপটেমিয়ান, পারস্য ও ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার দু'টি ধারা প্রচলিত রয়েছে। একটি সাধারণ, অন্যটি ইসলামী। ইসলামী ব্যাংকিং দেশে দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও এ ব্যাংকের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ পরিচ্ছেদে ব্যাংক এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং এর নানাবিধ কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাংক শব্দের বিশ্লেষণ

ব্যাংক ইংরেজি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো খাল বা নদীর তীর বা তটরেখা, খেতের আল, জলাশয়, ধনভাণ্ডার, কোষাগার, লম্বা টুল বা বেঞ্চ, অধিকোষ বা কোন বস্তু বিশেষের স্তুপ বা স্তুপীকৃত কোন বস্তু বা অর্থগচ্ছিত করা প্রভৃতি।[১]

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মত তুলে ধরা হলোঃ

- ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে, প্রাচীন ল্যাটিন বা ইটালিয়ান শব্দ Banco বা Bangk বা Banque বা Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকেই ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ বেঞ্চ বা বসার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল বা টুল। এ বেঞ্চ বা টুলের উপর বসেই প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা লেনদেন বা ঋণের কারবার করত। এ লম্বা টুলকে Banco বা Banca বলা হতো যা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। কোনো ব্যবসায়ী তার দেনা

---

১. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, জুন ২০০৫), পৃ.২; Zilhur Rahman Siddiqui (Edited), *Bangla Academy English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy Press, 31st Reprint, 2008), p. 59

পরিশোধে ব্যর্থ হলে পাওনাদারগণ তার বেঞ্চ ভেঙ্গে ফেলত এবং তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করত। এভাবেই দেউলিয়া বা Bankrupt শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[২]

- আবার কেউ কেউ মনে করেন, ব্যাংক শব্দটি জার্মান Back শব্দ থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ হলো, 'যৌথ মূলধনী তহবিল' বা সম্মিলিত তহবিল (Joint Stock Fund)। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে জার্মানি সম্প্রসারণবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইতালির এক বিরাট অংশ দখল করে নেয় এবং সেখানে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে Back শব্দটাকে ইতালিয় Banco শব্দে রূপান্তর করা হয়।[৩]
- কিছু গবেষকের দাবি Bank শব্দটি গ্রিক BANQUE থেকে এসেছে, যার অর্থ 'A Bench'.[৪]
- সাহিত্যেও Bank শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Bainbridge-এর সাহিত্যে দেখা যায় যে, তিনি ভেনিসের মহাজন এবং স্বর্ণকার শ্রেণি যারা অর্থ বেচাকেনার কারবার করতেন, তাদেরকে Monte বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ Monte এবং Bank জার্মান শব্দ দু'টো গোটা ইউরোপের প্রায় সবদেশেই সমার্থে ব্যবহৃত হতো।[৫]
- আবার বিশিষ্ট ব্রিটিশ লেখক চেম্বার্স প্রণীত Twentieth Century Dictionary তে দেখা গেছে ফরাসি শব্দ Banque এবং ইটালিয়ান শব্দ Banca কে বর্তমানের ইংরেজি Bank শব্দের মতই ব্যবহার করা হয়েছে।[৬]

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তিনির্ভর ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে Bank শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে একক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, উপরোল্লিখিত সমস্ত শব্দের সাথে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মোটামুটি যুক্তিনির্ভরভাবে বলা যায় যে, Banco, Bancus, Banque, Monte প্রভৃতি শব্দ থেকে পরবর্তীতে Bank শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে।[৭]

---

২. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯৫

৩. মো. ছদর আলী, *ব্যাংকিং (ট্রেনিং প্রবন্ধ)* (ঢাকা: অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংকলন, তা.বি.), পৃ. ২

৪. *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৫. Beryl Bainbridge, *The Bottle Factory Outing* (Lebanon: Da Capo Press, 1994), p

৬. Rev.Thomas Davidson (Edt.), *Chambers's Twentieth Century Dictionary of the English Language* (London: W. & R. Chambers Limited, 1901), p. 73

৭. ড. এ.আর.খান, *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: এস এস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ৫

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংক শব্দের আভিধানিক অর্থ নদী বা খালের তীর, তট, কূল, কিনার, ঢালু জমি বা মাটি, যা অনেক সময়ে সীমানা বা বিভাজন রচনা করে, ঢাল, স্তুপীকৃত বা রাশীকৃত হওয়া, বেঞ্চ বা লম্বা টুল, যৌথ মূলধনী তহবিল' বা সম্মিলিত তহবিল ইত্যাদি হলেও শব্দটি মূলত আর্থিক লেনদেনের বিশেষ এক আসর বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যা বিভিন্ন ভাষার Banc, Banque, Banco, Banke বা Monte ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

ব্যাংক এর পারিভাষিক পরিচয়

ব্যাংক একটি সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে নিয়োজিত থাকাই ব্যাংকের কাজ। ব্যাংক অন্যের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্যকেই ধার দেয়। তাই এটাকে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ব্যাংকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'ব্যাংক' এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হলোঃ

ক. ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী

- অধ্যাপক জে.সি.উড বলেন, Bank is the trader of money and loan 'ব্যাংক হলো অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী।'[৮]
- আর.এস. সেয়ার্স–এর মতে, A Bank is an institution whose debts are accepted in final settlement of other people's debts. 'ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণসমূহ অন্য লোকেদের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।'[৯]
- প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস–এর মতে, A Bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts 'ব্যাংক হলো একটি আর্থিক মধ্যস্থ কারবারী– ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।'[১০]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৯. R.S. Sayers, *Modern Banking*, উদ্ধৃতঃ ড. মো. আশরাফ আলী খান, ড. মো. আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১০. উদ্ধৃতঃ ড. এ. আর. খান, *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

উপরোক্ত সংগাসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা নিজের ও অন্যের আর্থিক মধ্যস্থ কারবারী– ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।

খ. ব্যাংক অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেন কেন্দ্র

- অধ্যাপক চেম্বারর্স-এর মতে, A Bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging etc. of money 'অর্থ সংরক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠানই হলো ব্যাংক।'[১১]
- Horace White তাঁর Money and Banking গ্রন্থে লিখেছেন- Bank in the modern sense is a manufacturer of credit and a machine facilitating Exchange" অর্থাৎ ব্যাংক হল মূলধন সংগ্রহকারী ও বিনিময় সুবিধার মাধ্যম।"[১২]
- আর.পি. ক্যান্টের মতে, A Bank is an institution the principal function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others 'ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের অলস অর্থ সংগ্রহ করা এবং অন্যদেও তা ধার দেয়া।'[১৩]

গ. সমন্বিত সংজ্ঞা

কেউ কেউ ব্যাংকের কার্যক্রম উল্লেখ করে সমন্বিত সংগা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন-

- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৫(ত) ধারা অনুসারে, 'ব্যাংক ব্যবসা অর্থ কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা, যাহা চাহিবামাত্র বা অন্য কোনভাবে পরিশোধযোগ্য এবং চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাহারযোগ্য।'[১৪]
- এস.এম. মাহফুজুর রহমান-এর মতে, 'ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা অর্থের কারবার করে, নিজ হিফাযতে অর্থ আমানত রাখে এবং আমানত হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে

---

১১. প্রাগুক্ত

১২. Horace White, *Money and Banking: Illustrated by American histor*y (Boston: Ginn & Company, 2nd edition, 1902), p. 217

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত, *ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)*(ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৩), পৃ. ৫

আমানতকারীকে অর্থ প্রদান করে, ঋণ মঞ্জুর করে, বিনিময় বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে।'[15]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, আধুনিক যুগে ব্যাংক বলতে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়- যেখানে জনগণ টাকা আমানত রাখে এবং এ টাকা মুনাফার বিনিময়ে প্রদান করে বিপরীতে বিনিয়োগ গ্রাহকের ইস্যুকৃত চেক কিংবা অন্য কোন আর্থিক দলিল যথানিয়মে পরিশোধ করে। এছাড়া মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, দলিলপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের নিরাপত্তা বিধান, সার্বিক অর্থনৈতিক লেনদেনসহ নিরাপদ অর্থ স্থানান্তরের আইনানুগ প্রতিষ্ঠানই হল ব্যাংক।

১৫. এস এম মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় শব্দকোষ* (ঢাকা: এ ওয়াই পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০০), পৃ. ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন

বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম যুগ থেকেই সমান্তরালভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে। কারণ মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মূলত ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। এ জন্য যথার্থই বলা হয় যে, 'অর্থ (মুদ্রা) হলো ব্যাংকের জন্মদাতা এবং ব্যাংক হলো অর্থের সংরক্ষক।' সুতরাং ব্যাংক ও অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে ব্যাংক ব্যবসা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ব্যাংকব্যবস্থা ক্রমশ আধুনিক জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, আমদানি রপ্তানি, সঞ্চয়-বিনিয়োগ, তহবিল স্থানান্তর, এমনকি মূল্যবান দলিলপত্র ও অলঙ্কারাদির নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এখন ব্যাংকের দ্বারস্থ হয় জনগণ। ব্যাংকের ইতিহাস মুদ্রার ইতিহাসের ন্যায়ই অতি প্রাচীন।

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যাংকিংকে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ সাম্প্রতিককালের একটা আধুনিক কর্মপদ্ধতি বলে ধারণা করেন। কিন্তু আর্থিক কার্যক্রমের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে নানাবিধ ভাবনার উদ্ভব ও সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

প্রথমত: খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইতালিতে প্রচলনের অনেক আগেই প্রাচীনকালের জ্ঞাত প্রায় সকল সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুশীলন হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম এ ধরনের কার্যক্রমকে কেবল অনুমোদনই করেনি, একে এমনভাবে উৎসাহিত করেছে, যা আগের জ্ঞাত সবকিছুকে অতিক্রম করে।

তৃতীয়ত: ইতালিয়ান ব্যাংকাররা ব্যাংকিং-এর কৌশল মুসলিম এবং মুসলিম বিশ্বের খ্রিস্টান ও ইহুদি বণিকদের কাছ থেকে শিখেছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে ইতালিবাসীর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

বর্তমানের রূপ নেয়া বাণিজ্যের সবচেয়ে বিশেষায়িত ধরন ব্যাংকিং–প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর আবির্ভাব ঘটে এবং বলতে গেলে প্রায় সকল কালে তা ছিল বিভিন্ন জাতির সমৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে। তবে, অরসিঙ্গার বলেছেন, 'এ পর্যন্ত প্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে, কখন প্রথম ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল, তার প্রকৃতিই বা কেমন ছিল অথবা এর বিকাশের ব্যাপারে ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন প্রমাণ দেয়া দূরূহ ব্যাপার।'[১৬] তাই, বার্জিয়ারের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ মনে করেন, 'ব্যাংকিংয়ের জন্ম ইতালিতে।'[১৭] এর প্রথম কারণ, 'ব্যাংক' শব্দটি ইতালিয়ান 'ব্যাঙ্কো' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ এমন কোন টেবিল বা বেঞ্চ যার উপর ইতালিয়ান মুদ্রা বিনিময়কারীরা তাদের মুদ্রা সাজিয়ে রাখত এবং নথি বা লেনদেন লেখার কাজ করত। দ্বিতীয়ত: তারা দেখান যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে 'ব্যাংক' নামের প্রথম স্থাপনাগুলো ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ও লাক্কায় স্থাপিত হয়েছিল।[১৮]

এভাবে ব্যাংকিংকে সাম্প্রতিককালের একটি আধুনিক উদ্ভাবন বলে মনে করা হলেও আর্থিক কার্যক্রমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অন্যরকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–

মিশরীয় সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ। ফারাও বা ফেরাউনদের শাসনামলে আধুনিক ব্যাংকিং-এর মত বহুবিধ কার্যাবলি সম্পন্ন হত। মিশরে মমির সাথে হাজার বছরের পুরনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অরসিঙ্গার-এর মতে, 'আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের আগে মিশরে আদিম ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মিশরে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান টলেমি এবং গ্রিসের মত এখানেও ঠিক একইভাবে এর বিকাশ ঘটতে দেখা যায়।'[১৯] মিশরে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুরু হয় সরকারি গুদামে ফসল জমা রাখার মাধ্যমে। ডাভিয়েস বর্ণনা করেন, রাষ্ট্রীয় গুদামে ফসল জমা রাখার মধ্য দিয়ে একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে উঠে। নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য যাদের শস্য

---

১৬. Roger Orsingher, *Banks of the World* (London: Macmillan, 1967), p. 1

১৭. Jean-François Bergier, *From the fifteenth century in Italy to the sixteenth century in Germany: a new banking concept* (Los Angeles: Yale University, 1979) Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, *The Dawn of modern banking* (New Haven: Yale University Press, 1979), p.1

১৮. R.D. Ruver, "*New Interpretation of the History of Banking" in Journal of World Historyt* (Hawai: University of Hawai Press, Vol. II, 1954), p. 87

১৯. Orsingher, *Banks of the World,* Ibid, p. 4

সেখানে রাখা হত, সেগুলো ফেরত নেয়ার সময় তারা লিখিত নির্দেশ দিত। এছাড়া রাজাকে ঋণ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে দেয়া শস্যও সেখানে রাখা হত। এ প্রক্রিয়া শিগগিরই কর সংগ্রহকারী, পুরোহিত ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন জনের ঋণ পরিশোধের সাধারণ পদ্ধতি হয়ে দাড়ায়। বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সরকারি শস্যাধার মিলে একসময় শস্য ব্যাংকের একটি নেটওয়ার্ক্ তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম দেয়। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের শস্যব্যাংকগুলোর রেকর্ড জমা রাখা হত। এ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক্ কাজ করতো 'ঋণ হস্তান্তর' পদ্ধতিতে। এক হাত থেকে অন্য হাতে টাকা স্থানান্তর ছাড়াই এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে 'পরিশোধ' করা যেত।[২০] খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকিং শিল্পকলায় উন্নতির শিখরে পৌছে মিশর।[২১]

মেসোপটেমীয় সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-২০০ অব্দ। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে সময়ের বিবর্তনে এখানে বেশ ক'টি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠায় একত্রিতভাবে বলা হত মেসোপটেমীয় সভ্যতা। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা ও ক্যালডিয় সভ্যতা। উপাসনালয় ভিত্তিক ব্যাংকিং চালু ছিল এ সভ্যতায়। ব্যাবিলনীয়রা তাদের উপসনালয়গুলোকে অর্থ সম্পদ জমা রাখার সুরক্ষিত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান মনে করত। তারা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০ অব্দ পর্যন্ত মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করত। ঐ সময় বিনিময়পত্র, চেক ও ব্যাংক নোটের প্রচলন ছিল। অরসিঙ্গার লিখেন, 'পুরাতাত্ত্বিক খনন কাজের মাধ্যমে ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্যের দুই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন উরুক ও শালদিয়ে মন্দির আবিষ্কৃত হয়। সেগুলোই এ যাবতকালের জানা সবচেয়ে পুরনো ব্যাংকিং ভবন। আমাদের সময়ের ৩৩০০ বছর পূর্বে সে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হত।'[২২] আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলো থেকে জানা যায়, তখনকার ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলো ছিল মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেগুলো ছিল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য রাখার নিরাপদ স্থান। জি. ডাভিয়েস উল্লেখ করেছেন, 'গচ্ছিত রাখা জিনিস কেবল আসল মালিককেই ফেরত দেয়া হত না, তৃতীয় পক্ষকেও দেয়া হত। মেসোপটেমিয়ার অনেক ব্যক্তি মালিকানাধীন আবাসও ব্যাংকিং

---

২০. Glyn Davies, *A History of Money: From Ancient Times to the Present Day* (Cardiff: University of Wales Press, 1994), p. 51-54

২১. Sami Hassan Homoud, *Islamic banking* (London: Arabian Information, 1985), p. 18

২২. Orsingher, *Banks of the World*, Ibid, p. 1

কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'[২৩] মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলোর একটাতে দেখা যায়, এক কৃষক তিল কেনার জন্য মন্দিরের যাজিকার কাছ থেকে কিছু পরিমাণ রুপা ঋণ করেন। ফসল তোলার পর ঋণ নেয়ার প্রমাণপত্র বহনকারীকে তিনি রৌপ্যমূল্যের সমপরিমাণ তিল ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করেন।[২৪]

এ সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রম এতটাই বেড়ে গিয়েছিল এবং এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে, ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হাম্মুরাবি (১৭২৮-১৬৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এর জন্য একটি মানসম্মত বিধিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ভূমির মালিকানা, কৃষি শ্রমিক নিয়োগ, ফৌজদারি বাধ্যবাধকতা, ঋণ, সুদ, অঙ্গীকার, গ্যারান্টি, প্রমাণ থাকা বা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষতি, চুরি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট প্রায় সব ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে এ বিধিমালা প্রয়োগ করা হত।[২৫] ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের কাছে স্বাধীনতা হারায় মেসোপটেমিয়া। মহানগরী হিসেবেও জৌলুস হারায় ব্যাবিলন। সে সময় সুদের হার শতকরা ৪০ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এভাবেই একটা পুরনো সভ্যতা হারিয়ে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়।[২৬]

পারস্য সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৬০০ অব্দ। এ সময়ে মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং লাভজনক ব্যবসায় ছিল। আর্ম জাতিগোষ্ঠী বিশেষভাবে মেদেসদের হাতে এ সভ্যতা স্থিতিশীল হয়। পারস্য সভ্যতার প্রথম মহানায়ক ছিলেন আখেমেনেস। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালের দিকে আখেমেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। আখেমেনীয়রা পারসেপোলিসে বিশাল এক রাজধানী শহর গড়ে তোলে। সে সময় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষ করে ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন বিজয়ের পর ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পারস্যের ব্যবসায়ীরা ব্যাবিলনীয়দের ব্যাংকিং পদ্ধতি শিখে নেয়। বণিকরা উটের কাফেলা ও সাগর পথে জাহাজে দু'ভাবেই ইরান ও ভারতের মধ্যে পণ্য আনা-নেয়া করত। পার্সিয়ান ও সাসানিয়ান যুগে বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যবসায় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার ব্যবহারের ফলে দেশটিতে মুদ্রা ও নগদ অর্থের বিনিময় শুরু হয়। কিছু লোক মুদ্রা খাঁটি কিনা তা চেনায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে। ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে আখিমেনীয় রাজা দারিউস দ্যা গ্রেট কর্তৃক লিদি বিজয়ের পর দেশটাতে

---

২৩. Davies, *A History of Money: From Ancient Times to the Present Day,* Ibid, p. 12

২৪. Sami Hassan Homoud, *Islamic banking,* Ibid, Pp. 17-18

২৫. Ibid, p. 26; Orsingher, *Banks of the World,* Ibid, p. 8

২৬. Sidney Homer & Richard Sylla, *A History of Interest Rates* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1991), p. 31

ব্যাংক নোট ও স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। সাম্রাজ্যজুড়ে ওযন ও পরিমাপ এবং বিশেষ করে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন ঘটায় আখিমেনীয়রা। যা বৈদেশিক বাণিজ্য জোরদার এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজতর করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে ব্যাবিলনের ইজিবি ব্যাংকের মত এখানেও বহু বেসরকারি ব্যাংক গড়ে উঠে। ব্যাবিলনের ব্যাংক থেকে পাওয়া রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, এটি অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে বন্ধকী ঋণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধযোগ্য ঋণ (floating loan) বিতরণ করত।[২৭]

রোমান সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১০০০ অব্দ। চেক, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফটের ন্যায় ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যবহার চালু হয় এ সভ্যতায়। হোমারের বর্ণনা মতে, রোমানরা ছিল কৃষক ও সৈনিকের জাতি। নির্মাণ, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর মত কাজগুলো তারা মূলত বিদেশীদের কাছে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রাচীন রোমান ব্যাংকারদের বেশিরভাগ নাম গ্রিক এবং তাদেরকেও ট্রাপিজিটেজ বলা হত।[২৮] অরসিঙ্গার লিখেন, 'রোমান যুগে কোন একচেটিয়া ব্যাংকিং ছিল না। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম স্বাধীনভাবে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়।'[২৯] প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রিপাবলিক ও সাম্রাজ্য এবং সম্ভবত সে সময়ের জানা বিশ্বের মধ্যেও ব্যাংকিং কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় রোম। তখন ব্যাংকারদের সংখ্যা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ট্রাপিজিটেজ ছাড়াও তাদেরকে মেনসুলারি, আরজেনতারি, মাম্মালারি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত।[৩০]

চীনা সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৬০০ অব্দ। চীনের শানসি ব্যাংক বিশ্বের সর্বপ্রথম সুগঠিত ব্যাংক। এ ব্যাংক খিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংক আধুনিক ব্যাংকের অনেক কাজ

---

২৭. Bank Tejarat, *Tejarat* (Tehran: The Internal Publication of Bank Tejarat, Issue 8, Winter 1998), p. 76; Clement Huart, *Ancient Persia and Iranian Civilization* (London: Routledge; 1st edition, 2013) p. 89.

২৮. Sidney Homer & Richard Sylla, *A History of Interest Rates*, p. 44

২৯. Orsingher, *Banks of the World*, p. 5-6

৩০. Sidney Homer & Richard Sylla, Ibid, p. 47

করত। নোট ইস্যু তন্মধ্যে অন্যতম। ১০৫ সালে চীনে কাগজের আবিষ্কার ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখে।[৩১]

গ্রিক সভ্যতায় ব্যাংক

এ সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দ। এ সময় উপসনালয় ব্যাংক (Temple Banking) ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। উপসনালয়গুলোই ছিল ব্যাংকিং লেনদেনের কেন্দ্র। গ্রিক ব্যাংকারদের ট্রাপিজিটেজও বলা হতো। গ্রিক শব্দ ট্রাপেজা থেকে এ নামকরণ। যার অর্থ টেবিল বা বেঞ্চ। এর উপর রেখে তারা মুদ্রা প্রদর্শন বা লেনদেন যেমন– বিনিময়, আমানত সংগ্রহ, বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়া, ঋণের স্বীকৃতিপত্র ইস্যু, প্রমিসরি নোট বা চেক-এর দাবি আদায় এবং এ সবের পূর্ণ বিবরণ লিখে রাখাসহ অন্যান্য কাজ করতেন। হোমার মনে করেন, 'গ্রিকদের বাণিজ্যিক মেধা এর পর আর কখনোই এতটা উচ্চ পর্যয়ে পৌঁছাতে পারেনি।' [৩২] সম্ভবত পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রিসেও মন্দিরগুলো আমানত সংগ্রহ ও ধার দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো। দেলফি মন্দিরকে একসময় গ্রিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাংক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।[৩৩]

ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংক

ইসলামী সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্ট পরবর্তী অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দী থেকে নতুনভাবে যাত্রা। বায়তুলমালের প্রবর্তন ও ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যাপক অনুশীলন, সুদ নিষিদ্ধ ছিল এ সময়ে। মুসলিমদের নেতৃত্বে বিশ্বের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছে। মুসলিম সভ্যতা দুর্বল হয়ে গেলে পাশ্চাত্যে ইহুদি-খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। আবার বিংশ শতাব্দীতে কল্যাণমুখী ধারার ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। এসময় ব্যাংক ব্যবস্থা ঋণ নির্ভরতা থেকে বের হয়ে পণ্য কেন্দ্রিক হয়ে যায়।

ইউরোপে ব্যাংকিং

৩০০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন ও ইতালি ছাড়া ইউরোপের বাকি অঞ্চল এক হতাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় পার করে। যা ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে পরিচিত। ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে আল-আন্দালুস নামে পরিচিত স্পেনে অষ্টম শতাব্দী

---

৩১. জে. ফিন্ডলিং এন্ড এফ. থ্যাকারে, *The History of China* (ওয়েস্টপোর্ট: গ্রিনউড প্রেস, ২০০১), পৃ. ১২-১৩; জি. ডাভিয়েস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩২. Sidney Homer & Richard Sylla, Ibid, p. 69

৩৩. Ibid, p. 38

থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক মহাসভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত বাণিজ্যিক অবস্থানে থাকা ইটালির সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি বণিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হত। এমনকি এক সময় মুসলিম অংশ ছিল সিসিলি ও ভেনিস। তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে ইসলামী অংশীদারিত্ব চুক্তি মুদারাবার মতো পরোক্ষ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা কমেন্ডা (commenda) বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩৪] লিয়েবার তার পর্যবেক্ষণে সম্ভবত বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'ইটালির বণিকরা ব্যবসার সুক্ষ্ম কৌশলগুলো ব্যবহারের প্রথম শিক্ষা ভূমধ্যসাগরের অপর পাশে তাদের প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এদের বেশিরভাগ ছিল মুসলিম; ইহুদি ও খ্রিস্টানও কিছু ছিল।'[৩৫] বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, হোমুদ দেখান, 'ব্যাংকের উৎপত্তির ধারণায় ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে স্থাপিত প্রথম ব্যাংকের নামকরণটি গুরুত্ব পেয়েছে। আর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে সাধারণ ধারণাটি লামবারদিয়া'র মুদ্রা বিনিময়কারীদের সঙ্গে জড়িত। তারা একটি কাঠের টেবিলের পিছনে বসে কাজ চালাত। এ টেবিলগুলোর নাম ছিল বাংকো।'[৩৬] তাই, লোপেজ মন্তব্য করেন, 'ইতালি ছিল মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায়, আর ইংল্যান্ড ছিল আধুনিকতার পথে। শিল্প বিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ডের কিছু এলাকার অর্থনীতি ও সমাজকে বদলে দেয় এবং পরে তা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু, ব্যবসা ও ব্যাংকিংসহ বাণিজ্য বিপ্লব প্রথম ইতালির কয়েকটি শহরে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।'[৩৭]

আধুনিক যুগ

১৪০০ শতাব্দী হতে ব্যাংক ব্যবস্থার আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৪০১ খ্রিষ্টাব্দে 'ব্যাংক অব বার্সেলোনা' প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাংকের কার্যাবলী বিস্তৃত হতে থাকে।[৩৮]

---

৩৪. Sidney Homer & Richard Sylla, Ibid, p. 86-88; এ.এইচ. মিসকিমিন, *The Economy of Early Renaissance Europe 1300- 1460* (নিউজার্সি: প্রেন্টিস হল, ইঙ্গেলউডস ক্লিফস, ১৯৬৯), পৃ. ১১৮

৩৫. এ.ই. লেইবার, *Eastern Business Practices and Medieval European Commerce* (লন্ডন: ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ কমিটি, ভলিউম-২১, ১৯৬৮), পৃ. ২৩০

৩৬. এস.এইচ. হোমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৭. Robert S. Lopez, Ibid, p. 291

৩৮. K. C. Shekhar and Lekshmy Shekhar, *Banking Theory and Practice* (Vikas Publishing House, 20th Edition, 2010), p. 2

১৪০৭ সালে 'The Bank of Genoa', ১৫৮৩ সালে 'ব্যাংক অব ভেনিস', ১৬১৯ সালে 'ব্যাংক অব হামবুর্গ' প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাংকিং কার্যাবলি আধুনিক হতে শুরু করে। এরপর বিশ্বের প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ১৬৫৬ সালে সুইডেনে 'ব্যাংক অব সুইডেন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই ১৬৯৪ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠার পর আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই ব্যাংক দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনসহ মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদর্শ হিসেবে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' হল পৃথিবীর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংক হিসেবে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'দি হিন্দুস্তান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮০০ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'দি ব্যাংক অব ফ্রান্স', ১৮৭৫ সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'দি রেইখ ব্যাংক', ১৮৮২ সালে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অব জাপান' এবং ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম' প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে আধুনিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৩৯] সকল যুগের ব্যাংকের মধ্যেই প্রকৃতিগত ও মৌলিক সামঞ্জস্য দেখা যায়, যদিও প্রত্যেক যুগেই ব্যাংকের কিছু কিছু কার্যগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে ব্যাংক আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনে উল্লেখযোগ্য কতকগুলো প্রাচীন ব্যাংকের নাম, স্থান ও প্রতিষ্ঠার সালসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–[৪০]

১. খ্রি.পূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্‌সি ব্যাংক (Shansi Bank)।

২. ১১৫৭ সালে ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice) বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃত।

৩. ১১৭৮ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব সান জর্জিও (Bank of San Georgia)।

৪. ১৪০১ সালে ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব বার্সিলোনা (Bank of Barcelona) সরকারি উদ্যোগে যাবতীয় সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন পালন করে গণ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে বিশ্বের প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয়।

---

৩৯. মোঃ হাফিজ উদ্দিন ও অন্যান্য, *আধুনিক ব্যাংকিং নীতি ও পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৪০. ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৫. ১৬৫৬ সালে সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় রিকস ব্যাংক অব সুইডেন (Riks Bank of Sweden)।

৬. ১৬৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে (Bank of England) বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ব্যাংকটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক নবধারার উন্মোচন করে।

৭. ১৭০০ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুস্থান ব্যাংক (The Hindustan Bank) বা ব্যাংক অব হিন্দুস্থান। এটি উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক ব্যাংক। এর মাধ্যমে ভারতে ব্যাংক ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে।

৮. ১৭৬৫ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব প্রুশিয়া (Bank of Prusia)।

৯. ১৭৮৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় দি বেঙ্গল ব্যাংক (Bengal Bank)।

১০. ১৭৮৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Central Bank of India)।

১১. ১৮০০ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব ফ্রান্স (Bank of France)।

১২. ১৮০৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব কলিকাতা (Bank of Calcutta)।

১৩. ১৮৪০ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব বোম্বে (Bank of Bombay)।

১৪. ১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব মাদ্রাজ (Bank of Madras)।

১৫. ১৮৭৫ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় র‍্যাঙ্ক ব্যাংক (Rank Bank)।

১৬. ১৮৮২ সালে জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব জাপান (Bank of Japan)।

১৭. ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System)।

১৮. দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Imperial Bank of India)। এ ব্যাংকটি ১৯২০ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯. ১৯৩৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India)।

২০. ১৯৪১ সালে ভারতের বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় হাবিব ব্যাংক লিমিটেড (Habib Bank Ltd.)।

২১. ১৯৪৭ সালে ভারতের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (Muslim Commercial Bank Ltd.)।

২২. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan)। ব্যাংকটি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্থান (The National Bank of Pakistan)। ব্যাংকটি ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪. ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড (Estern Merchantile Bank Ltd.) (বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড)। এ ব্যাংকটি ১৯৫৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৫. বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank)। এ ব্যাংকটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১]

অতএব বলা যায়, আজকের এ চলমান ব্যাংকব্যবস্থা সুদীর্ঘকালের নানাবিধ বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার ফসল। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে মানুষ যে ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত তা কোন একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সভ্যতা কর্তৃক সৃষ্ট নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা ও চিন্তাবিদদের হাতে এর বিবর্তন ঘটেছে। ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কোথায় কিভাবে এটি গড়ে উঠেছে তা আজও সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে মানব সভ্যতার আদিকালেই ব্যাংক ব্যবস্থার সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং কালের গতি প্রবাহের সাথে সাথে তা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে।

৪১. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ২১; মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা* (পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১১৬, ১১৯-১২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা

সাধারণভাবে আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ ব্যাংকের মূল কাজ হলেও বর্তমান যুগে ব্যাংকের কাজের পরিধি আরও অনেক বেশি। অর্থ সংক্রান্ত এসব কাজ ছাড়াও ব্যাংক জনকল্যাণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক অনেক কাজ করে থাকে। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা বিশেষায়িত ব্যাংক ভেদে কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে আধুনিক ব্যাংকসমূহ যেসব কাজ করে থাকে অতি সংক্ষেপে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১) আমানত গ্রহণ: ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল আমানত হিসেবে জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ গ্রহণ করা। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের সুদ বা মুনাফা দিয়ে থাকে। এভাবে ব্যাংক জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করে এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধনের সৃষ্টি করে। আমানত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়ে থাকে। যেমন- চলতি হিসাব, সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব, মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব, বিনিয়োগ হিসাব ইত্যাদি।

২) আমানতকারীদের দাবি পরিশোধ: আমানতকারীরা ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখে তারা তা ফেরত চাইলে তা ফেরত দেওয়াও ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী চাওয়া মাত্র ব্যাংক তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তবে মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী একটি পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমানতের অর্থ ফেরত চাইলে ব্যাংক ঐ আমানতের উপরে নির্ধারিত সুদ বা মুনাফা প্রদান করে না।

৩) নোট প্রচলন: প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব হলো, নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে থাকে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাজ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইস্যু করা নোট ও মুদ্রার প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করা। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ দিকে সরকার অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও মুদ্রা প্রচলন করতে পারতো।

৪) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: বর্তমান বিশ্বে শুধুমাত্র অর্থই বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম নয়, বরং অন্যান্য মাধ্যম যেমন- চেক, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট্‌, পে-অর্ডার ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বেশি

গ্রহণযোগ্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিনিময়ের এসব মাধ্যম সৃষ্টি করে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনে সহযোগিতা করে থাকে। ব্যাংকগুলো বর্তমান সময়ে ফিনটেক বা ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি ব্যবহার করে নতুন নতুন বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা করে থাকে।

৫) ঋণ দান: ব্যাংক আমানত হিসাবে বা অন্য যে কোন উৎস থেকে কম সুদে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা অন্য কোন পক্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। তাই যথার্থ খাতে ঋণ দেওয়া এবং যথাসময়ে সুদসহ ঐ ঋণের অর্থ আদায় করা ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬) বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ: ব্যবসায়ীরা বাকিতে মাল বিক্রয় করলে ক্রেতার কাছ থেকে একটি বিনিময় বিল পায় যেখানে ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সময়ে ঐ মালের দাম পরিশোধ করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের জরুরী কারণে যদি বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই অর্থের প্রয়োজন হয় তবে ব্যাংক ঐ সব বিনিময় বিল অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে নেয় যাকে বিলের বাট্টাকরণ বলে। পরে বিলের মেয়াদ পূর্ণ হলে ব্যাংক আদিষ্টের কাছ থেকে বিলের পুরো অর্থ আদায় করে নেয়।

৭) ঋণ নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো দেশের মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করলে দেশের মুদ্রা বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়ে। ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য উচ্চ ব্যাংক রেট নির্ধারণ করে এবং ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে মুদ্রা বাজারে ঋণের চাহিদা কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায়িত্ব হলো ঋণ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বোতভাবে সহায়তা করা।

৮) অর্থ স্থানান্তর: ব্যাংকগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তিতে সহযোগিতার জন্য দেশে বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক নিজ ব্যাংকের শাখা বা অন্য কোন ব্যাংকের শাখা অথবা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠায়।

৯) মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ: বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে ব্যাংকগুলো বড় ধরনের মুলধন গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০) মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ: ব্যাংকগুলো জনগণের নগদ অর্থের নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও তাদের মূল্যবান সম্পদ যেমন অলংকার, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এজন্য মক্কেলদের ব্যাংকের ভল্ট ভাড়া করতে হয়।

১১) তহবিল সংরক্ষণ: ব্যাংক সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তহবিল নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকের কাছ থেকে পাওনা সংগ্রহ করে এবং ব্যয় পরিশোধ করে। যেমন বাংলাদেশে টিএন্ডটি, ওয়াসা, পিডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিল সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

১২) সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা: সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দেয়। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারী সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, বন্ড প্রভৃতি বিক্রি করে সরকারের পক্ষে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ও পাওনা পরিশোধ করে।

১৩) বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে ও রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারের নীতি অনুসরণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করে থাকে।

১৪) ব্যবসা বাণিজ্যে সহযোগিতা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাণিজ্যেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করে থাকে। একদিকে যেমন মক্কেলের পক্ষে দেনা পাওনা নিষ্পত্তি, পে-অর্ডার বা চেকের মাধ্যমে অর্থ হস্তান্তর ইত্যাদি কাজ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহযোগিতা করে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়, প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু, অর্থ সংস্থান, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কাজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

১৫) সামাজিক দায়বদ্ধতা: বর্তমান সময়ের ব্যাংকগুলো সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

সবশেষে বলা যায়, ব্যাংকের কাজ আর আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং বিশ্বায়নের এই যুগে গ্রাহকদের বহুমুখী চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সুবিধা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও ব্যাংকিং

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণা

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অনেকটা পরে হলেও এ ব্যাংকের মৌলিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত বিচারে এর উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় ১৫০০ বছর আগে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই ছিলেন এ পদ্ধতির কৃতি উদ্যোক্তা। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শৈশবকালে অসাধারণ সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সকল গোত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য আল আমিন উপাধি লাভ করেন। একজন সেরা ও দূরদর্শী ব্যবসায়ী হিসেবেও মক্কায় তাঁর পরিচিতি ও সুনাম বিস্তৃতি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) খাদীজা (রা.) এর সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হন। ঐ ব্যবসায়িক লেনদেনই ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার সূচনা হিসেবে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ঐ ব্যবসায় খাদীজা (রা.) ছিলেন সাহিব আল-মাল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মুদারিব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অসাধারণ সততায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয় এবং তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত ব্যবসার কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা বাণিজ্যিক অবকাঠামো না থাকলেও নীতি ও পরিচালনার আদল ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এর অনুরূপ। নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর বিশেষত মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়। সেসব আয়াতের ভিত্তিতে তিনি একটি বাস্তব ও সম্পদভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। যা ইসলামী অর্থনীতি নামেই সমাদৃত। খুলাফায়ি রাশিদার যুগে রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরো ত্বরান্বিত হয়। এরপর উমাইয়্যাহ্ ও আব্বাসীয় খিলাফাতকালে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর যুগে যুগে ইসলামের অর্থনৈতিক ধারণার আলোকে আধুনিক ব্যাংকিংকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস নেয়া হয়। যার ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের ষাটের দশকে মিসরের মিটগামারে প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মানুষ ইতোপূর্বে ব্যাংক বলতে শুধু বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের সে ধারণা পরিবর্তন হতে শুরু করে। তখন থেকেই ইসলামী ব্যাংকের গ্রন্থাবদ্ধ সংজ্ঞার প্রয়োজন দেখা দেয়। সে প্রয়োজন পূরণের লক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন জন ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ অনুচ্ছেদে সেসব সংজ্ঞার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

- ও. আই. সি. কর্তৃক ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি গৃহীত ও অনুমোদিত হয়:

Islami Bank is a financial Institution whose status, rules and procedures expressly state it's commitment to the principles of Islamic shari'ah and to the banning of the receipt and payment of riba (interest) on any of it's operations. ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতিসহ সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলতে এবং তার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করতে বদ্ধ পরিকর।[৪২]

- International Association of Islamic Banks -এর সংজ্ঞা মতে:

The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people. 'ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি

---

৪২. M. Ali and A. A Sarkar, *Islamic Banking: Principles and Methodology, Thoughts on economics*, Vol-5, No-3 & 4, July-December, 1995, Dhaka, Islamic Economics Research Bureau, Pp. 20-25

নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সে জন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।'[৪৩]

- মালেশিয়া ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩-তে ইসলামী ব্যাংক-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

  Islamic Bank is a Company which carries on Islamic banking business and holds a valid licence. Islamic Banking business means banking business whose aim and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত এবং যার একটি বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় হচ্ছে এমন ধরণের ব্যবসায় যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।[৪৪]

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত Guidelines For Conducting Islamic Banking 2009 এ বলা হয়েছে,

  "Islamic bank" means such a banking company or an Islamic banking branch(es) of a banking company licensed by Bangladesh Bank, which follows the Islamic Shariah in all its principles and modes of operations and avoids receiving and paying of interest at all levels. ইসলামী ব্যাংক বলতে ঐ ব্যাংকিং কোম্পানি অথবা ইসলামী ব্যাংকিং শাখা(সমূহ) যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত, যা তার সকল নীতি ও প্রায়োগিক পদ্ধতিতে ইসলামী শরীআহ এর অনুসরণ করে এবং সর্বস্তরে সুদের লেনদেন এড়িয়ে চলে।[৪৫]

- অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন বলেন,

---

৪৩. Dr. Moustafa Mohammad Hosny: *The Role of the Religious Board, Encyclopadia of Islamic Banking and Insurance*, IIBL, London, U.K., 1995, p.

৪৪. Dr. Hashem Kamali, *Islamic law in Malaysia, Issues and developments* (Kuala Lumpur: Islamia Publishers, 2000), p. 238

৪৫ Bangladesh Bank, *Guidelines For Conducting Islamic Banking 2009*, Bangladesh Bank, Dhaka, p. 2

"মানুষের কল্যাণে ইসলামী আকীদাহ ও বিশ্বাস অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরী'আহ পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। অর্থাৎ সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও বণ্টনের সাথে সম্পৃক্ত আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে শরী'আহ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংক বলা হয়।"[৪৬]

- Islamic Banking: A Practical Perspectives গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

Islamic Banking is a financial institution which operates on the objective of implementing economic principles and Islamic finance in the banking area."
অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।"[৪৭]

উপরিউক্ত সংগাগুলো বিশ্লেষণান্তে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তার নীতি-কৌশল ও কার্যক্রমের সর্বস্তরে ইসলামী শরীআহ পরিপালন করে। বিশেষত সুদ, অবৈধ উপার্জন, নিষিদ্ধ কাজে সহযোগিতা, ফটকাবাজারি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে। অতএব ইসলামী ব্যাংকের মূল পরিচয় হবে:

- ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- এর মূল উদ্দেশ্য ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান বাস্তবায়ন;
- এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ লাইসেন্স নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে;
- এর নীতি কৌশল ও কার্যক্রমে শরীআহ বিরোধী কোনো উপাদান থাকে না;
- এর কার্যক্রমে যথাযথ শরীআহ পরিপালন করা হয়;
- যেসব কাজ ইসলামী ব্যাংকের স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে সেগুলোর ব্যাপারে এ প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সতর্ক থাকে, বিশেষ করে সুদ, অবৈধ উপার্জন, নিষিদ্ধ কাজে সহযোগিতা, ফটকাবাজারি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে।

---

৪৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো), পৃ.২৬

৪৭. Kamal A, Lokesh G, Bala S, *Islamic Banking: A Practical Perspectives* (Malaysia: Selangor Pearson, 2008), p. 22

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংক এক ব্যতিক্রমী ব্যাংক। এটি এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা, এক নতুন চিন্তা ও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম ও সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদর্শ (Ideology), বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে ভিন্নতর। ইসলামী ব্যাংক কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে গতানুগতিক ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ইসলামী ব্যাংক একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান: ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী আদর্শেরই (Islamic Ideology) ফলশ্রুতি। ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ইসলামী ব্যাংকের কাজ বলে এটি নিঃসন্দেহে একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

২. ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ইসলামী ব্যাংক অর্থের লেনদেন করে থাকে, অর্থ জমা নেয় এবং আগ্রহী গ্রাহকদের কাছে অর্থ বিনিয়োগও করে, অর্থকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এ অর্থে এটি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৩. ইসলামী ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান: ইসলামী ব্যাংক কার্যত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক উৎপাদনমুখী শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে এবং লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে। লাভ লোকসান দু'দিকের সাথে এর সম্পর্ক।

৪. ইসলামী ব্যাংক একটি সামাজিক আন্দোলন: ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক উন্নতিতেও এর অবদান অনবদ্য। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৫. ইসলামী ব্যাংক সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটায়: ইসলামী ব্যাংকের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোনো প্রকার লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমেই রিবা এড়িয়ে চলবে, চাই তা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেই হোক অথবা বা বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রেই হোক। ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করে না। রিবা বা সুদ সম্পূর্নরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৬. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশ নেয়: ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হলে এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলে ইসলামী ব্যাংক যে কোনো প্রকল্পে/ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

৭. ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্'র বিধান মোতাবেক পরিচালিত: ইসলামী ব্যাংক বলতে শরী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংককে বুঝায়। শরী'আহ্'র সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্'র নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরী'আহ্'র অনুসারী। আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, পরামর্শ পেশ, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ ব্যাংককে শরী'আহ্'র বিধি-নিষিধের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়।

৮. সুদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন: সুদের সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করা এবং একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক আপোষহীন যুদ্ধে লিপ্ত।

৯. টাকার কারবার নয়, পণ্যের ব্যবসায় নিয়োজিত: ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসায় করে না, পণ্যের কারবারে নিয়োজিত থাকে। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন বেচাকেনার পদ্ধতি যেমন: বাই' মুরাবাহা, বাই' মুআজ্জাল, বাই' সালাম, বাই' ইসতিসনা', বাই' ইসতিজরার, ইজারা বিল বাই' প্রভৃতি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। এসব বিনিয়োগ পদ্ধতির অধিকাংশতে ব্যাংক কাউকে টাকা প্রদান করে না; বরং পণ্য সরবরাহ করে।

১০. মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করা: ইসলামী ব্যাংকের পণ্যভিত্তিক বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা উৎপাদনমূলক এবং শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ব্যাংক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক।

১১. মন্দা দূর করা: ইসলামী ব্যাংকিং মন্দা দূর করতে সক্ষম। ইসলামী ব্যাংকিং এর এমন শক্তি আছে যার ফলে মন্দা দেখা দেয় না। মন্দা দূর করা ইসলামী ব্যাংকিং এর বৈশিষ্ট্য।

১২. দাতা-গ্রহীতা নয়, অংশীদারিত্বের সম্পর্ক: ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসান ব্যাংকের লাভ-লোকসানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আবার ব্যাংকের অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগের লাভ লোকসান বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ব্যবসায়িক ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।

১৩. সার্বজনীন ব্যাংক: প্রকৃতিগতভাবে ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে একটি সার্বজনীন ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ব্যাংক নয়। এটি বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক শ্রেণিরও ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংকিং গোটা মানবজাতির জন্য। এটি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ব্যাংক।

১৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: ইসলামী ব্যাংক তার নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করে এবং একই সাথে সমাজে সুবিচার ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে। আর এ জন্য ইসলামী ব্যাংক-

(১) সঞ্চয় সমাবেশ;

(২) প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার;

(৩) কৃষিখাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান;

(৪) প্রশিক্ষণ ও পুনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন;

(৫) যাকাত ও সাদাকাহ;

(৬) আয় ও সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা;

(৭) দক্ষতা ও ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন;

(৮) বাণিজ্যিক উন্নয়নমুখি ও কল্যাণমুখি ভূমিকার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দিকে গুরুত্বরোপ করে থাকে।

১৫. ইসলামী ব্যাংক মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত: মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি প্রচলিত গতানুগতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো দৃষ্টি দেয় না। প্রদেয় ঋণ সুদাসলে ফেরত আসবে কি না তা তারা বিবেচনা করে না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ। ইসলামী ব্যাংক এ দিকে খেয়াল রাখে।

১৬. জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম: ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন বা জাতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেশের গণমানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আর্ত মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্নমুখি কার্যক্রম ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করে।

১৭. যাকাত ফান্ড গঠন: ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব যাকাত তহবিল আছে। উক্ত তহবিলে ব্যাংকের সম্পদ ও আয়ের যাকাত, ব্যাংকের গ্রাহক ও জনগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যাকাত জমা হয়।[৪৮]

৪৮. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ২০১৯), পৃ. ৮১-৮৩

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী শরী'আহ্'র সামগ্রিক লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করাই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া এর অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

- সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা।
- ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহিতার সম্পর্কের পরিবর্তে অংশ গ্রহণমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ করা।
- কল্যাণমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়ানো।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও চাকুরি প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- অনুন্নত অঞ্চলে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ গঠনে অবদান রাখা।
- ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশে অবদান রাখা।[৪৯]

অতএব ইসলামী ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তার নীতি-কৌশল ও কার্যক্রমের সর্বস্তরে ইসলামী শরীআহ পরিপালন করে। বিশেষত সুদ, অবৈধ উপার্জন, নিষিদ্ধ কাজে সহযোগিতা, ফটকাবাজারি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে। এ ব্যাংকব্যবস্থার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে তা সুদী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতা লাভ করে কল্যাণমুখি ধারার ব্যাংকিংয়ে পরিণত হয়েছে।

---

৪৯. Md. Mahfuzur Rahman, BM Habibur Rahman edited, *Islamic Financial System and selected Islamic Economic Issues*, Dhaka: Welfare Publications, 2012, p. 35; মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *আল- কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, পৃ. ৮৪-৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও ব্যাংকিং

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ইসলামী জীবনদর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং ইসলামের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণমুখী, সরল, সর্বোত্তম, পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জীবনবিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের এক সুনিবিড় ও সমন্বিত সম্মিলন, রয়েছে জীবনের সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নির্দেশনা। ইসলাম একটি আদর্শিক ও গতিশীল জীবন দর্শন হিসেবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করেছে। মানুষ আল্লাহ্‌র অসীম সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করবে, পরস্পরের সাথে কিভাবে লেনদেন সম্পাদিত হবে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহ করবে এবং তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন কেমন হবে তার বিস্তারিত আলোচনা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের সে অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। নিম্নে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়সমূহ ও সেগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকিং এর আন্তসম্পর্ক তুলে ধরা হলো:

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মূলনীতি

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়সমূহ হলো:

১. **সম্পদের মূল মালিকানা:** অর্থ সম্পদের মূল মালিক ও যোগানদাতা এই পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনি বলেন, لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ "আসমানসমূহ ও যমীনের চাবি তাঁর কাছে; যার জন্য ইচ্ছা তিনি রিয্‌ক প্রশস্ত করেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন।"[৫০]

২. **ব্যক্তি মালিকানার ধরন:** মানুষ সম্পদের মূল মালিক নয়, আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মাত্র। সুতরাং সে সম্পদের উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ ব্যবহার করবে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক। আল্লাহ বলেন, اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا

৫০. *আল-কুরআন*, ৪২: ১২

جَعَلَكُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَ اَنۡفَقُوۡا لَهُمۡ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।"[৫১]

৩. **উপার্জন বাধ্যতামূলক:** ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনে উপার্জন করা বাধ্যতামূলক। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে হালাল উপার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ "অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৫২]

৪. **উপার্জনের ধরন:** উপার্জন অবশ্যই বৈধ পন্থায় ও বৈধ কাজ থেকে অর্জিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوۡا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡۤ اَنۡتُمۡ بِهٖ مُؤۡمِنُوۡنَ "আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর - যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।"[৫৩] হালাল উপার্জন প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, كسب الحلال فريضة بعد الفريضة "হালাল উপার্জন ফরযসমূহের মধ্যে অন্যতম ফরয।"[৫৪]

৫. **ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি:** আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানার অধীনে এবং তাঁর আরোপিত সীমারেখার ভেতরে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে। আল-কুরআনের বহু আয়াত থেকে এ প্রমাণ মেলে যে, নারী পুরুষ যে যা উপার্জন করবে সে তার মালিকানা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ "পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে।"[৫৫]

---

৫১ *আল-কুরআন*, ৫৭: ৭

৫২ *আল-কুরআন*, ৬২: ১০

৫৩ *আল-কুরআন*, ৫: ৮৮

৫৪ বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ইবনে মাসউদ রা. থেকে, বর্ণিত, হাদীস নং ৮৩৬৭

৫৫ *আল-কুরআন*, ৪: ৩২

৬. **ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার:** ব্যক্তি বৈধভাবে যে সম্পদের মালিক হবে তাতে সমাজের একটি অংশ থাকবে। সমাজের দরিদ্র্য, সহায় সম্বলহীন মানুষের জন্য নির্ধারিত আবশ্যিক অংশ তথা যাকাত এবং অনির্ধারিত অংশ তথা ঐচ্ছিক দান-সাদকাহ প্রদান সম্পদের মালিকের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَّ اٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیۡۤ اٰتٰىكُمۡ "আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও।"[৫৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَ فِیۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الۡمَحۡرُوۡمِ "আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"[৫৭]

৭. **অবৈধ পন্থায় সম্পদের মালিক হওয়ার নিষেধাজ্ঞা:** অবৈধ পন্থায় ও অবৈধ সম্পদ উপার্জন যেমন নিষিদ্ধ তেমন অবৈধভাবে সম্পদের মালিক হওয়াও নিষিদ্ধ। আল্লাহ অন্যায়ভাবে সম্পদের মালিকানা অর্জনের নিষেধজ্ঞা দিয়ে বলেন, وَ لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَیۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَ تُدۡلُوۡا بِهَاۤ اِلَی الۡحُكَّامِ لِتَاۡكُلُوۡا فَرِیۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ "আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না।"[৫৮]

৮. **ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সঞ্চয়ের নির্দেশ:** ভবিষ্যত বংশধরকে আর্থিকভাবে দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন রেখে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করে সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَ لۡیَخۡشَ الَّذِیۡنَ لَوۡ تَرَكُوۡا مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّیَّۃً ضِعٰفًا خَافُوۡا عَلَیۡهِمۡ ۪ فَلۡیَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لۡیَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِیۡدًا "তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে।"[৫৯]

৯. **কৃপণতা নিষিদ্ধ:** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ সম্পদের কৃপণতা, অলস পূঞ্জীভূত করণ এবং অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় নিষিদ্ধ। وَ لَا یَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ یَبۡخَلُوۡنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ هُوَ خَیۡرًا لَّهُمۡ ؕ بَلۡ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۡ ؕ سَیُطَوَّقُوۡنَ مَا بَخِلُوۡا بِهٖ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا

---

৫৬. *আল-কুরআন*, ২৪: ৩৩

৫৭. *আল-কুরআন*, ৫১: ১৯

৫৮. *আল-কুরআন*, ২: ১৮৮

৫৯. *আল-কুরআন*, ৪: ৯

تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ "আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য (খুবই) অকল্যাণকর, তারা যাতে কৃপণতা করেছে, সত্বর ক্বিয়ামাতের দিন তারই বেড়ি তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার কেবল আল্লাহরই। তোমরা যা কিছুই করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত।"[৬০]

১০. **ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয় নিষিদ্ধ:** সম্পদ অপব্যবহারের একটি রূপ হলো তা অপাত্রে প্রদান করা। সম্পদ অপাত্রে প্রদান করা নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَکُمُ الَّتِیۡ جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمۡ قِیٰمًا "এবং তোমরা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে নিজেদের মাল প্রদান করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপকরণ করেছেন।"[৬১] সম্পদ ধ্বংসের দুটি পদ্ধতি হলো অপচয় ও অপব্যয়। অপচয় করা থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, وَّ کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا وَ لَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ "এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৬২] অপব্যয় থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, وَ لَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِیۡرًا - اِنَّ الۡمُبَذِّرِیۡنَ کَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّیٰطِیۡنِ ؕ وَ کَانَ الشَّیۡطٰنُ لِرَبِّهٖ کَفُوۡرًا "এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।"[৬৩]

১১. **ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ:** ইসলামী অর্থনীতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِیۡنَ اِذَاۤ اَنۡفَقُوۡا لَمۡ یُسۡرِفُوۡا وَ لَمۡ یَقۡتُرُوۡا وَ کَانَ بَیۡنَ ذٰلِکَ قَوَامًا "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে।[৬৪]

১২. **সম্পদ পুজা ও লালসার নিষেধাজ্ঞা:** এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। একইভাবে রয়েছে মহানবী সা. এর অসংখ্য হাদীস। মহান আল্লাহ বলেন, وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَیۡرِ

---

৬০. *আল-কুরআন*, ৩: ১৮০

৬১. *আল-কুরআন*, ৪: ৫

৬২. *আল-কুরআন*, ৭: ৩১

৬৩. *আল-কুরআন*, ১৭: ২৬-২৭

৬৪. *আল-কুরআন*, ২৫: ৬৭

لَشَدِيْدٌ "আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।"[৬৫] মহান আল্লাহ আরো বলেন وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا "এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবেসে থাক।"[৬৬] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ "আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।"[৬৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ "হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬৮]

১৩. **সম্পদের উদ্দেশ্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সমন্বয়:** ইসলামী দর্শনে সম্পদ মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনের কল্যাণের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি আখিরাতে (স্থায়ী সুখভোগের) আবাস অনুসন্ধান কর, আর দুনিয়ায় তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না।"[৬৯]

১৪. **সুষম বণ্টন:** ইসলামের আর্থিক বিধান সম্পদের আবর্তনে বিশ্বাস করে। যাতে সমাজের গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে সম্পদ আবর্তিত না হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ "যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।"[৭০]

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং এর আন্তসম্পর্ক

উপরে বর্ণিত ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং এর আন্তসম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস নিলে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে উঠে। যেমন-

---

৬৫. *আল-কুরআন*, ১০০: ৮

৬৬. *আল-কুরআন*, ৮৯: ২০

৬৭. *আল-কুরআন*, ৮: ২৮

৬৮. *আল-কুরআন*, ৬৩: ৯

৬৯. *আল-কুরআন*, ২৮: ৭৭

৭০. *আল-কুরআন*, ৫৯: ৭

১. ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব প্রতিফলন হলো ইসলামী ব্যাংকিং। কেননা ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হলো ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।

২. উত্তম রিযিকের অন্বেষণের যে নির্দেশ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন ইসলামী ব্যাংক তার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. আল-কুরআন ভবিষ্যত বংশধরের জন্য সঞ্চয়ের যে উৎসাহ প্রদান করেছে তা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। কেননা ব্যাংকের অন্যতম কাজই হলো মানুষকে সঞ্চয়ে অভ্যস্ত করে তোলা।

৪. ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণে অংশিদারী ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন সম্ভব হয় ফলে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের উন্নয়ন সাধিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী ব্যাংক পরিভাষাটি সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন। বিংশ শতকের শুরুতেও ইসলামী ব্যাংক শব্দের সাথে বিশ্ববাসী পরিচিত ছিল না। মানুষ শত শত বছর সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে বর্তমানে ব্যাংক বলতে অনেকে সুদী ব্যাংককেই বুঝে। আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম হয়ে পড়ে। কিন্তু সুদ নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও শোষণ প্রকট আকার ধারণ করে। এ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক মন্দা ও সম্পদ বন্টনে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। সমাজে কিছু সংখ্যক লোক বিত্তশালী ও অগণিত বিত্তহীনের উপস্থিতি আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতার উপর দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ইসলামী বই ও পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি শুরু হয়। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাকে মূল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মুসলিম দেশগুলোর জনমনে নিজ জাতিসত্ত্বা ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক সমাজ পুনর্গঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে সুদ বর্জন এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নমূলক নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিশেষত ‘আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ হাসান আল বান্না, সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী, ‘আল্লামা হিফজুর রহমান, আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, শেখ মাহমুদ আহমদ, মোহাম্মদ ‘উজায়ের, মোহাম্মদ আল-‘আরাবী, এস. এ ইরশাদ, ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, এম মোহসিন প্রমূখের ক্ষুরধার লেখনিতে প্রধান স্থান দখল করে। কুড়ি শতকের শেষ পর্বে এ সকল মুসলিম চিন্তানায়কগণ বিশ্বব্যাপী সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতমুখী আধুনিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিকসমূহ ক্রমাগতভাবে

তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরতে থাকেন। তন্মধ্যে ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে মুসলিম চিন্তাবিদদের ক্রমাগত প্রচার মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং এ সময় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং এর একটি কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমাদ তাঁর প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ 'উজায়ের তাঁর প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৮২ সালে এম মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি বিস্তৃত কাঠামো উপস্থাপন করেন।[৭১]

খ. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যুগ

চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসন কাঠামোয় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে। উপরে উল্লিখিত তাত্ত্বিক গবেষণাসমূহ এ দাবিকে আরও জোরালো করে এবং ধীরে ধীরে এ পথ সুগম হতে থাকে।

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিশরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে Collage of Islamic Reaserch প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭২] ১৯৬৪ সালের ৭ মার্চ এ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁরা প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।[৭৩]

---

৭১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৬২; এ. কে. এম. ফজলুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ২০১৪), পৃ. ৩৩

৭২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক পটভূমি*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৯), ৮ম সংখ্যা, জুলাই, পৃ. ৪৮

৭৩. প্রাগুক্ত

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা-গ্রহণের উদ্দেশ্যে ‘Pilgrim`s Savings Corporation’ (তাবুং হাজী) নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এরপর ১৯৬৩ সালে ড. আহমাদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিশরের কায়রো থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ‘মিটগামার’ নামক এক শহরে ‘মিটগামার ব্যাংক’ নামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭৪] এ ব্যাংককে অনুসরণ করে ১৯৬৩-৬৭ সালের মধ্যে মিসরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে মিসর সরকার জনগণের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্যে ১৯৭২ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক নামে অপর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে সরকারি উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় তাবুং হাজী নামে প্রথম একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক চার্টারে স্বাক্ষর দান করেন। এ চার্টার অনুযায়ী বাংলাদেশসহ সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরী‘আহ্‌র ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত হয়। ১৯৭৭ সালে সুদানে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক এবং কুয়েতে ‘কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে জর্ডানে প্রতিষ্ঠিত হয় জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। ফলে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, মিশর, সুদান, যুক্তরাজ্য, বাহামাস, কাতার, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্ডান ও বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ক্রমাগতভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম দেশ যথা- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও জার্মানীতেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ শতকের পরবর্তী দশকগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সংহত হয়েছে এবং তা আধুনিক বিশ্বের কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় অর্ধশত দেশে তিন শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের শাখা সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরী‘আহর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শরী‘আহর নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

---

৭৪. প্রাগুক্ত

ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা

নিম্নে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্রমধারা সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

- ১৯৬০ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক "সেভিংস ব্যাংক অব মিশর"। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চিন্তানায়ক ছিলেন ড. আহমদ আল নাজ্জার।
- ইসলামী নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মায়য়েশিয়ায় Pilgrims Savings Corporation (তাবুং হাজী) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংকে রূপ নেয়।[৭৫]
- ১৯৭০ সালে ও. আই. সি. দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের স্যোসাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৩ সালে ও. আই. সি. দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৪ সালে ও. আই. সি. দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামী ক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে International Association of Islamic Banks' (IAIB) গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংক ব্যাবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।[৭৬]
- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে তার সামগ্রিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়।

---

৭৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩), পৃ. ১৭

৭৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

(ক) **প্রথম ধাপ-১৯৭৯-১৯৮২:** গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।

(খ) **দ্বিতীয় ধাপ- ১৯৭৯-১৯৮৬:** এ পর্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরি করা হয় এবং এ নতুন সিস্টেমকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(গ) **তৃতীয় ধাপ- ১৯৮৬:** এ সাল থেকে ইসলামী সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে এ খাতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা হয়।

- ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল, ডেনমার্ক, কোপেনহেগেন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৪ সালে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক নাইজার, মিয়ামী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৪ সালে বাহরাইনে আল-বারাকা ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সাফল্যে উৎসাহী হয়ে বহু সুদী ব্যাংক এবং বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম দেশ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও ভারতে ইসলামী ব্যাংকিং ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং বর্তমানে এ অগ্রযাত্রা অব্যহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক সারা পৃথিবীর প্রায় শতাধিক মুসলিম-অমুসলিম দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এ ক্রমবিস্তারের প্রতি ইঙ্গিত করে সাইপ্রাসভিত্তিক আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্যাপিটাল
ইন্টেলিজেন্স' এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, "সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত ক্রমবিকাশ ঘটছে। বহু দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।[৭৭]

৭৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শরী'আহ্ অনুযায়ী ব্যাংকিং পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সেসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি নিম্নরূপ:

- ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে 'The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions' (AAOIFI) বা 'আওইফি' একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর আগে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অ্যাকাউন্টিং, আডিটিং, গভর্ণেস, ইথিকস্ এবং শরী'আহ্ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৮]
- শরী'আহ্ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামী আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান The Islamic Financial Services Board' বা IFSB। আইডিবি, আইএমএফ এবং 'আওইফি'র সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অর্থরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে IFSB যাত্রা শুরু করে।[৭৯] এ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এর জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল হচ্ছেন প্রফেসর রিফাত আহমদ আবদুল করিম। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৫।[৮০]
- বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন

---

৭৮. মুহাম্মদ মুনীরুল হক, AAOIFI পরিচিতি, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর বুলেটিন, ২০০৫), দ্বিতীয় সংখ্যা, মে, পৃ. ৬

৭৯. http//:www.ifsb.org

৮০. *Ten new members for the IFSB (Report)*, Islamic Business and Finance, issue- 42, May 2009, p.10.

এণ্ড ইসলামিক ফাইন্যান্স বা 'ইনসেইফ' (INCEIF)। ইনসেইফ শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[৮১] ইনসেইফ দি গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স নামে মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। মালয়েশিয়ার উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইনসেইফকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদান করায় সেখানে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের পাশাপাশি অর্নাস, মাষ্টার্স ও ডক্টরাল প্রোগ্রাম চালু হয়েছে।[৮২]

- ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ্ রিসার্চ একাডেমী ফর ইসলামিক ফাইন্যান্স (ISRA) প্রতিষ্ঠা করেছে। শরী'আহ্ এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে ফলিত গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ISRA প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ইনসেইফের অংশ হিসেবে কাজ করছে।
- ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া (BNM) দুবাই ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার (MIFC)।[৮৩]
- দি ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইনান্সিং ইনস্টিটিউ, মালয়েশিয়া (IBFIM), ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনায় মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট এর সফলতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর মাস্টার প্লানের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Islamic financial hub ও হওয়ার পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে, তা হলোঃ Institutional capacity building, Financial infrastructure development Ges Regulatory framework development।[৮৪]

---

৮১. http//:www.inceif.org

৮২. সম্পাদকীয়, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮৩. http//:www.mifc.com

৮৪. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা, ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা ৭, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ১৪

- বাহ্‌রাইন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স (BIBF) গবেষণা কেন্দ্র ২০০৬ সালে বাইরাইন মনিটরি অথরিটি (BMA) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে এবং শিক্ষামূলক কোর্স চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সার্টিফাইয়েড শরী'আহ্ স্কলার (সিএসএস), সার্টিফাইয়েড শরী'আহ্ অডিটর (সিএসএ) এবং সার্টিফাইয়েড ইসলামিক এ্যাকউন্ট্যান্ট (সিআইএ) কোর্স।[৮৫] এছাড়াও অন্যান্য দেশেও একই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন-দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিডারশিপ ইন ফাইন্যান্স (ICLIF), দি ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ সেন্টার (IERC)- কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব ইত্যাদি।
- দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বাইরাইনে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট (GCIBFI)। এর চেয়ারম্যান হচ্ছে শায়খ সালেহ কামেল।[৮৬]
- এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রেটিং এজেন্সী (IIRA),
- দি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস (IIFM) IIFM এর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হচ্ছেন ইজলাম আহমদ আলভী।
- দি ইসলামিক লিক্যুইডিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (ILMC) ইত্যাদি।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক একটি ভিন্নতর ব্যাংকব্যবস্থা। যা ইসলামের আর্থিক দর্শন থেকে তাত্ত্বিক শক্তি সংগ্রহ করে আধুনিক ব্যাংকিং এর পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশলকে কাজে লাগিয়ে কল্যাণমুখি ও মানবতাবাদী ব্যাংকিং ধারার অনুশীলন করে থাকে। ফলে বিশ্বব্যাপি এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সম্ভব হচ্ছে।

---

৮৫. সম্পাদকীয়, *ইসলামিক ফাইন্যান্স* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন, ২০০৬), সংখ্যা-আগস্ট, পৃ. ১০

৮৬. ওয়েবসাইট http//:www.gcibfi.org

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকের নানামুখি কার্যক্রম

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মুঘল আমল থেকে শুরু করে বৃটিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলেও এ অঞ্চলের গুরুত্ব অক্ষুন্ন ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও অধিক পরিমাণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কয়েক শতাব্দী পূর্বেই এ অঞ্চলে ব্যাংকিং চালু হয়। সে সময় থেকে মূলত এদেশে কনভনশনাল বা সুদী ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে ঐতিহাসিকভাবে এ দেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ হওয়ায় তারা সব সময় তাদের সকল লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুদী কারবার থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের আগ্রহ বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত আশির দশকে সুদের কুফলে মানুষ যখন অতিষ্ঠ তখনই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর জোর তৎপরতা চলে। ফলে তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম মুসলিম ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় এদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শুরু হয়। এ অধ্যায়ে ব্যাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা, ক্রমবিকাশ ও হালনাগাদ অবস্থা আলোচনা করা হবে। সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকের নানামুখি কার্যক্রমও তুলে ধরা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ, সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা পেতে এ অঞ্চলের মুঘল, ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে নিম্নে মুঘল আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো:

মুঘল আমলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা (১৫২৬-১৮৫৭)

মুঘল শাসনামল প্রায় ৬০০ বছর স্থায়ী ছিল। এর মধ্যে ২৫০ বছর মধ্যযুগ এবং বাকি ৩৫৭ বছর আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুঘল আমলকে মধ্যযুগ হিসেবেই গণ্য করা হয়। এ সময় ব্যাংকিং খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মুঘল আমলের প্রধান ব্যাংকিং কাজগুলো নিম্নরূপ:

- সরকারি কোষাগার বা খাজাঞ্চিখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সরকার আশরাফী নামে বিভিন্ন মূল্যমানের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করে।
- এ সময় প্রবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থানীয় কয়েকটি পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে জগৎশেঠ পরিবার প্রধান। এছাড়া মাড়োয়ারি, মুলতানি, শেঠ, কাবলিওয়ালা, জোদ্দার, শাহুকারগণ ব্যাংক ব্যবসা করতো।
- দেশীয় ব্যাংকারগণ হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পয়সা আদান প্রদান করতো। তখন হুন্ডিতে বিনিময় পত্র সর্বত্র প্রচলিত ছিল।
- ১৭২৪ সাল হতে বাংলা অঞ্চলের রাজস্ব মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ পরিবারের মারফতে হুন্ডি করে দিল্লিতে পাঠানো হতো।
- ১৭৭০ সালে তাদের চেষ্টার ফলসরূপ উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক "দি হিন্দুস্তান ব্যাংক" কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৭]

সুতরাং মোঘল আমলে ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। বর্তমানের মতো সুসংগঠিত পদ্ধতিতে না হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতভাবে অর্থ আদান-প্রদান কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালিত হতো।

---

৮৭. আ.ফ.ম. শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস-২০০৩), পৃ. ০১

বৃটিশ শাসনামলে বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজয় বরণের পর থেকে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। তারপর থেকে ইংরেজরা বিভিন্ন কলা-কৌশলে এ অঞ্চলের শাসনভার কেড়ে নেয় এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। এসব কাজে ইংরেজদের সহযোগী ছিল মীর জাফর গং। তাদের কারণেই জগৎশেঠের ঐতিহ্যবাহী ব্যাংক ব্যবসায়ের পতন তরান্বিত হয়। সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাদের প্রতিপত্তি হারিয়ে যায়। ইংরেজরা তাদের দেশীয় অনুচর দ্বারা গোটা উপমহাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে দেশীয় ব্যাংকারগণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময়ে জগৎশেঠের ব্যাংক ব্যবসা তথা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং একের পর এক তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য ইংরেজদের উদ্যোগেই "ইংলিশ এজেন্সি হাউস" প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা তাদের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে সকল ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা নিম্নরূপ:

- ১৭৭০ সালে ভারতে "দি হিন্দুস্তান ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে বোঝানো হয়।[৮৮]
- ১৮৩২ সালে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান "মেসার্স আলেক্সান্ডার এন্ড কোম্পানি" এর একটি শাখা হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। কলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো।
- ১৭৮৪ সালে এখানে "দি বেঙ্গল ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্রথম আধুনিক ব্যাংক সদর দপ্তর ছিল ঢাকা ব্যাংকের; যা ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮০৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন মূল্যমানের এবং ওযনের রৌপ্য মুদ্রা চালু করে এবং "ব্যাংক অব কলিকাতা" প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৯]
- তাছাড়াও ১৮৪০ সালে "ব্যাঙ্ক অব বোম্বে" এবং ১৮৪৩ সালে "ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ" নামে ৩টি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৮৮. Md Ashraful Islam & Syed Masud Hossain, *"Banking in Bangladesh: A Historical Perspective"*, Vol. XXII, No.2, Dec.2001

৮৯. "About Us - About Us"| www.sbi.co.in| সংগ্রহের তারিখ 10-11-2020

- ১৯২০ সালে পরবর্তী পর্যায়ে "ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে Bengle Provincial Enquiry Committee-এর মোট আমানতের ৫৪% এবং ঋণের ৩৭% তৎকালীন বেঙ্গল প্রদেশেই সংঘটিত হতো। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে।[৯০]

মোটকথা, এরপর পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান এবং তৎপরবর্তীতে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে গোটা উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এ বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবসায় সংকটের সম্মুখীন হয়। হিন্দুদের কারণে এ অঞ্চলের অনেক ব্যাংকের শাখা বন্ধ হয়ে যায়।

- ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই "দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান" নামে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে "দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান" নামে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে উঠেছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সাল নাগাদ অনেকগুলো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র দুটি ব্যাংক "ইস্টার্ন ব্যাংক কর্পোরেশন" বর্তমান (উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড) এবং "ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" বর্তমান (পূবালী ব্যাংক লিমিটেড) এর হেড অফিস পূর্ব পাকিস্তান অংশে অবস্থিত ছিল।
- এগুলো ব্যতীত ৩৪টি ব্যাংকের হেড অফিস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে এ অংশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই পিছিয়ে পড়েছিল।[৯১]
- ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকিং সেক্টরে অগ্রধারা বজায় ছিল। দিন দিন ব্যাংক শাখা, তাদের আমানত ও ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

---

৯০. GP sysmes Scutt. *The History of the Bank of Bengal*, 1994, p. 99

৯১. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স-২০০০), পৃ. ১৫

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা আর আজকের ব্যাংক ব্যবস্থা এক নয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানা সরকারের কাছে ছিল। স্বাধীনতার পর ১২টি ব্যাংকিং কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা করেছে, তাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ করে। সরকারি মালিকানায় থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ সাফল্য দেখাতে পারেনি বিধায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৮১ সালে ব্যাংকিং সেক্টরে বেসরকারি মালিকানা নীতি ঘোষণা করে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের প্রায় ৬০ টি বেসরকারি ব্যাংক কাজ করছে। বাকি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোরও একই অবস্থা ঘটে। উল্লিখিত ঐ একই কারণে বাকিগুলো ২০০৭ সালে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপ পায়।[৯২]

১৯৭১ সালে বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যাংক নিয়ে বাংলাদেশ সরকার যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থাপনাজনিত সংকট উত্তরণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং সুসংগঠিত ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ২৬-এর অধীনে এ অঞ্চলে ৩টি বিদেশি ব্যাংক ছাড়া ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা করে। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১২৭-এর অধীনে "স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের" পূর্ব পাকিস্তানের শাখা অফিসকে "বাংলাদেশ ব্যাংক" নামকরণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যেটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে ৬০টি তালিকাভুক্ত ও ৫ টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক নিয়ে এদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার পরিচালিত হচ্ছে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে ৬টি রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩ টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯ টি বিদেশি ব্যাংক।[৯৩]

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। দেশের অধিকাংশ ব্যাংক হচ্ছে শাখা ব্যাংক যারা তাদের প্রধান কার্যালয়ের অধীনে থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন

---

৯২. মুহা. কামরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৯৩. "*Financial System*" bb.org.bd| Collected: 6.11.2020

দেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শাখাগুলোর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। তারা প্রধান কার্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এবং প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের বিদেশস্থ শাখাগুলোকে বিদেশি রাষ্ট্রের আইনের সাথে নিজ দেশীয় আইনও মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দেশীয় সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ-এর নিকট পাবলিক লি. কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রি করিয়ে কোম্পানির অনুকূলে Certificate of Incorporation সংগ্রহ করতে হয়। অপরদিকে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের অনুমতি পেতে হয়। মালিকানাভিত্তিক শ্রেণি বিভাজনের আওতায় বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বিদেশি এবং মিশ্র এ সকল শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর শতভাগ মালিনাকানা বাংলাদেশ সরকারের।[৯৪]

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	১২২৫	৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৯৫৮	৯/ডি, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৩	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৫৭৭	৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৪	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৯১৫	১১০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৮	৭২	১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯	৪৬	৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

সারণি- ১.১: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর তালিকা[৯৫]

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর বেশিরভাগ বা সমস্ত শেয়ার বা মালিকানা রয়েছে ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে।

---

৯৪. "*Financial System*"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

৯৫. '*বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*' । bn.wikipedia.org । সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

সাধারণ

বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে যেসব ব্যাংক প্রথাগত বা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে।[৯৬] প্রথাগত ব্যাংকগুলোর তালিকা:

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৫৯	৪৮২	২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৬৫	২৩৯	৯০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৩	এবি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮২	১০৩	৩০-৩১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৪	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৪৮	৬১ পুরানা পল্টন, ঢাকা
৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৮৯	৩৪ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৬	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৩২	১৩৬, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৭	এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৫	১২১	এনসিসি ব্যাংক ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯২	৮৫	১০০ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৯	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৯৫	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১০	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১০১	৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১১	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৪৬	১১৯-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১২	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১২৪	২৬ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
১৩	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৩৭	৫২-৫৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৮	৬৭	ইউনূস ট্রেড সেন্টার, ৫২-৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৫	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১০৫	৪৬, কাওরান বাজার, ঢাকা
১৬	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১১৩	৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৭	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	২০৯	১৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৮	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১১৬	৪২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা
১৯	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১৯৯৯	১২৯	৩২-৩৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
২০	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৪৯	৬১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২১	ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৮৭	দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা
২২	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৪১	২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৩	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৭৫	১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৪	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৪৬	৮৯, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২৫	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৫৭	৪২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২৬	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	২৩	৬৫-৬৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৭	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৩৪	৪০/৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা
২৮	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৪৭	৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
২৯	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৮৮	৩৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

৯৬. "*Financial System*"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

৩০	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২০১৬	১৮	সীমান্ত সম্ভার, বীর উত্তম ম. এ. রব সড়ক, সীমান্ত স্কয়ার, ঢাকা
৩১	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২০১৯	১০	পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান ১, ঢাকা
৩২	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০২০		অনুমোদনপ্রাপ্ত

সারণি- ১.২: বাণিজ্যিক ব্যাংকের তালিকা[৯৭]

বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৯৮] ইসলামিক ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩	৩৫৭	৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৭	৩৩	১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৮০	৬৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা
৪	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে	১৯৯৫	১৬১	৯০/১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৫	এক্সিম ব্যাংক	১৯৯৯	১৩১	১৪২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৮৪	প্লট#৩, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৭	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৩৪	প্লট#৪, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৯০	৭২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৯	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৩৮	১২২-১২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৬৯	৯৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ

সারণি-১.৩: ইসলামী ব্যাংকের তালিকা[৯৯]

বাংলাদেশে ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মরত রয়েছে। এ বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় খুলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

---

৯৭. '*বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*' । bn.wikipedia.org । সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

৯৮. "*Financial System*"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

৯৯. '*বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*', bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	আঞ্চলিক কার্যালয়
১	সিটিব্যাংক এনএ	১৮১২	৩	৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২	এইচএসবিসি	১৮৬৫	৭	১৮৬ বীর উত্তম মীর শওকত আলী সড়ক, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ঢাকা
৩	ওরি ব্যাংক	১৮৯৯	৬	৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৪	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন	১৯২০	১৪	সড়ক-৫০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা
৫	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৯৪১	৭	সড়ক-৩, গুলশান-১, ঢাকা
৬	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৯৪৮	২৩	৬৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৪৯	৪	৬৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৮	ভারতীয় স্টেট ব্যাংক	১৯৫৫	৬	৫৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৯	ব্যাংক আল ফালাহ	১৯৯৭	৮	১৬৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা

সারণি- ১.৪: বিদেশি ব্যাংকের তালিকা

বাংলাদেশে ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের হাতে। ব্যাংক তিনটি আলাদা আলাদা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠন করা হয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর তালিকা[১০০]

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৯৭৩	১০৩৮	৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৮৭	২৬	২৭২, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১০	৬৪	৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা

সারণি- ১.৫: বিশেষায়িত ব্যাংকের তালিকা[১০১]

বাংলাদেশে ৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক রয়েছে।[১০২] আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা

ক্র.	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠা	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	জুবিলী ব্যাংক	১৯১৩	১	জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
২	গ্রামীণ ব্যাংক	১৯৮৩	২৫৬৮	গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
৩	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৯৬	২৩৩	১৪, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা
৪	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১৯৯৮	২৪৫	১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
৫	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	২০১৪	৪৮৫	৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

সারণি- ১.৬: অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক[১০৩]

১০০. '*বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*', bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

১০১. "*Financial System*", bb.org.bd, সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

১০২. প্রাগুক্ত

১০৩. '*বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*' I bn.wikipedia.org I সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো মাদার অব আদার ব্যাংক্স। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানেই সকল ব্যাংক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে, পাশাপাশি সকল ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য। তাই সকল ব্যাংক ও তাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানার পূর্বশর্ত হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হলো:

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো- "বাংলাদেশ ব্যাংক"। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের ২৬ নং আদেশ বলে "বাংলাদেশ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত আদেশবলে "স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের" পূর্বাঞ্চলের সমস্ত দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সমস্ত মূলধনের মালিক দেশের সরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্নর হচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান। তাছাড়া আছেন আরও দুজন ডেপুটি গভর্নর এবং ৮জন পরিচালক, নিয়মিত কার্য পরিচালনার জন্য আছেন কার্যনির্বাহী কমিটি। এরা হলেন গভর্নর, দুজন ডেপুটি গভর্নর এবং একজন পরিচালক। গভর্নর প্রধান নির্বাহী হিসেবে বোর্ডের সমস্ত কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিচালনা বোর্ডের সদস্যরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হন।[১০৪]

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি

একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

১. নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন

২. মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখা

৩. সরকারের ব্যাংক

৪. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

৫. নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন

---

১০৪. "About BB"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

৬. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি

৭. মুদ্রাবাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভিভাবক

৯. ঋণ প্রদান, ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল

১০. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

১১. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ

১২. গবেষণা

১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ক্যাশিয়ার

১৪. সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

১৫. রাষ্ট্রের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা

১৬. সরকারের নির্দেশে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর

১৭. দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনে সহায়তা

১৮. সরকারি সিকিউরিটি বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়

১৯. জনগণের নিকট হতে ব্যবহারের অযোগ্য নোটসমূহ ফেরৎ নেয়া

১৯. নোট প্রচলনের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা

২০. মুদ্রার ও নোটের আয়তন, মান ও মূল্যের সমতা বিধান করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ

মুসলিম দেশ হিসেবে যেকোনো দেশে ইসলামী ব্যাংকিং অপরিহার্য বিষয়। মুসলিমদের জন্য শরিয়াহ মোতাবেক বাধ্যতামূলক কাজগুলোর মাঝে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম। সুদমুক্ত রিযিক অন্বেষণ ও ভক্ষণ করা ফরয।[১০৫] অন্যথায় ইবাদত কবুল হয় না। ফলে চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসন কাঠামোয় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হতে থাকে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। এছাড়াও এদেশের মানুষ অত্যধিক ধর্মপ্রাণ হওয়ার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং তাদের নিকট প্রয়োজনীয় ও ভালোবাসার জায়গা হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং এ দেশের মানুষ সুদের প্রতি সর্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করে; তারা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিষোদাগারে রূপ নেয় এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের মাধ্যমেই জাগ্রত হতে থাকে। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশী মুসলমানদের অন্তরে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কয়েক গুণে বৃদ্ধি পায়। এমনই সন্ধিক্ষণে ১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণ মানুষের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক চার্টারে স্বাক্ষর দান করেন। এ চার্টার অনুযায়ী বাংলাদেশসহ সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরী'আহ্র ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত

---

১০৫. ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, *মিশকাতুল মাসাবিহ* (দিল্লী: আশরাফিয়া লাইব্রেরি, তা.বি.), বাব- কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং. ২৭৮১

হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে।[১০৬] ইসলামী ব্যাংকিং এর এ সূচনার পিছনে নানা ধরনের উদ্যোগ ও কার্যক্রম ভূমিকা রেখেছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ তুলে ধরা হলো:

ক. সরকারি প্রচেষ্টা

- সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ মহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের (১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) অনুরূপ একটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুপারিশ করেন। এ চিঠির সাথে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনও তিনি সংযুক্ত করে পাঠান।
- ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়।
- ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক এ.এস.এম ফখরুল আহসান বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস (IAIB)-এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে তিনি তার প্রতিবেদন পেশ করেন। এতে তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।
- ১৯৮০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।[১০৭]
- ১৯৮১ সালের মার্চে ও. আই. সি. দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের সম্মেলন সুদানের খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তন এবং তার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করা এবং এ উদ্দেশ্যে একটি অভিন্ন কর্মকাঠামো পেশ করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর ব্যাপারে গৃহীত ইতিবাচক

---

১০৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

১০৭. M. Azizul Huq (Edited), *Readings in Islamic Banking*, BIBA, Vol-1, 1983, & 1984

পদক্ষেপসমূহের বিবরণ উক্ত প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সম্মেলনে পেশকৃত প্রতিবেদনে জানান, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

- ১৯৮২ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব মোঃ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক জেলা পর্যায়ে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং চালু করবে। এগুলো প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৃথক শাখা বা বুথের মাধ্যমে হবে। এর পূর্বেই বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিবে এবং জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা/বুথ খোলার লাইসেন্স ইস্যু করবে।[১০৮]
- ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। এ প্রতিনিধি দল ঢাকায় আট দিন অবস্থানকালে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। সফর শেষে তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)-কে উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের সুপারিশ করেন।[১০৯]

খ. সেমিনার সিম্পোজিয়াম

- ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নূরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।[১১০]

---

১০৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত, *ইসলামিক ফাইন্যান্স* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ), ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১০, পৃ. ১৪

১০৯. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ড., *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১১০. *Thoughts on Islamic Economics, Special Issue on Banking*, (Dhaka: IERB, Ferbruary, 1982), editorial page

- ১৯৮১ সালের জুন মাসে জেনেভায় ইসলামী ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন।
- মিশরের রাজধানী কায়রোতে ২৯ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক এক উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশের চারজন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়।

গ. প্রশিক্ষণ ও জনবল তৈরি

- ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল **ইসলামিক** ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড (বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড) -এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল এম আযীযুল হক এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।
- ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. বেসরকারি উদ্যোগ

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিবা), মুসলিম বিজনেস ম্যান এ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট এ্যান্ড বিজনেস ম্যান এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি।[১১১]

বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও

১১১. এম কামালউদ্দিন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি*, (ঢাকা: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জুলাই, ২০০৪); মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৬

সরকারী সংস্থা এবং সৌদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।[১১২]

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে এ দেশে আরও কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (১৯৮৩), আইসিবি ইসলামী ব্যাংক (১৯৮৭) [পূর্বনামঃ আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড], আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১৯৯৫), সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১৯৯৫), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (২০০১), এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (কনভেশনাল থেকে কনভার্শন-২০০৪), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (কনভার্শন-২০০৯), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (২০১৩), স্টার্ন্ডাড ব্যাংক (২০২১) এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (২০২১)-এ ১০টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ব্যাংকগুলোর মোট শাখা ১০,৫৮৮টি ও এজেন্ট ব্যাংকিং ৮৭৬৪টি।[১১৩] যমুনা ব্যাংকও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং-এ রুপান্তরিত হওয়ার অনুমোদন লাভ করেছে। এ ব্যাংকটির মোট শাখা ৪৬টি, উপশাখা ২৫টি ও এজেন্ট ব্যাংকিং ২টি।[১১৪] এছাড়াও প্রচলিত ধারার (কনভেনশনাল ব্যাংকিং) বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ১৯টি শাখা ও ১৬৬টি উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১১৫]

এভাবেই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। মানুষের মাঝে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি ভালোবাসা ও চাহিদা পূরণের কারণেই বাংলাদেশসহ সাড়া বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং একটি দ্রুত বর্ধমানশীল সেক্টরে পরিণত হয়েছে।

---

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১১৩. বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট (জুন, ২০২০) পৃ.৬৪

১১৪. 'All Branch', Jamuna bank, Collected:08/02/2021,https://jamunabankbd.com/ front/ allbranch

১১৫. বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট, *Developments of Islamic Banking in Bangladesh* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, জুন, ২০২০), পৃ. ৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। এদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর সফলতার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক। তাছাড়া কিছু কনভেনশনাল ব্যাংক শাখা বা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১১৬]

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ও রূপান্তরিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিবছর ব্যাংকসমূহের মূলধন, আমানত, বিনিয়োগ, পরিসম্পদ, পরিচালনগত মুনাফা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শাখা উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক সফলতার পাল্লা অধিকতর ভারী। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহ যেমন: কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রতিবছর সন্তোষজনক হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাতেও এ ব্যাংকগুলো অগ্রগতি লাভ করেছে।

দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ১০৫২৮টি শাখার মাঝে ১০টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক ১২৭৪ টি শাখা নিয়ে সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি নয়টি কমার্শিয়াল কনভেনশনাল ব্যাংক ১৯টি শাখা এবং ১২টি কমার্শিয়াল কনভেনশনাল ব্যাংক ১৫৫ টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো নিয়ে

১১৬ "Financial System"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। নিম্নে মোট ১০টি ইসলামী ব্যাংক- এর সার্বিক কার্যক্রমের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের প্রবাহ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২০২০-২১ অর্থ বছরে কী পরিমাণ বা কী অনুপাতে আল-ওয়াদিয়া হিসাবে জমা পেয়েছে তার একটি চিত্র দেয়া হলো:

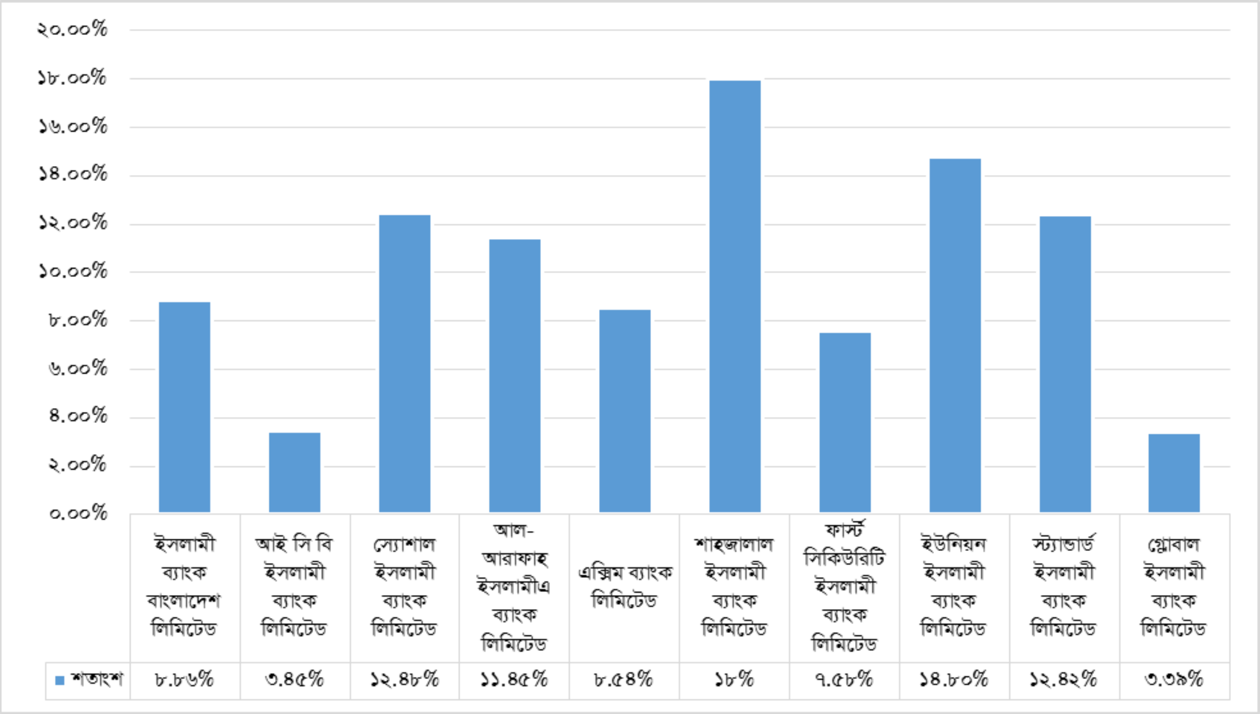

চিত্র: ১.১ চলতি হিসাবে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ[১১৭]

এ অর্থ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৬৯৯,৮৪৭,৩ ৪১,৯৫৮ টাকা আল ওয়াদিয়া আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। সংগ্রহের ক্ষেত্রে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৮% আল-ওয়াদিয়াতে পেয়েছিল। ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৪.৮০%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২.৮৪%, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২.৪২%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১১.৪৫%, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের সংগৃহীত আমানতের ৮.৮৬%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৮.৫৪%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৭.৫৮%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩.৪৫% ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩.৩৯% ডিপোজিট সংগ্রহ করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের মাঝে আল-ওয়াদিয়াতে উপরিউক্ত অনুপাতে আমানত পেয়েছিল।

১১৭. প্রতিটি ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০

মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের প্রবাহ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২০২০-২১ অর্থ বছরে কী পরিমাণ বা কী অনুপাতে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা পেয়েছে তার একটি চিত্র দেয়া হলো:

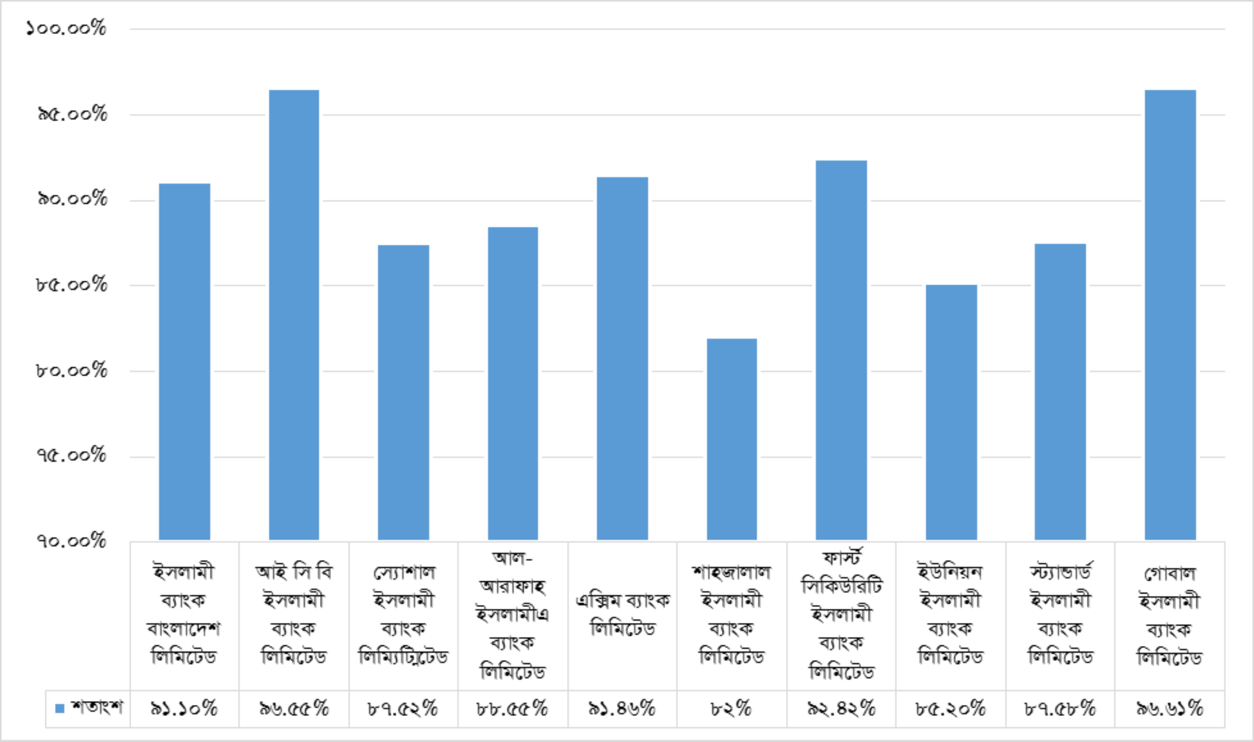

চিত্র: ১.২ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের স্থিতি[১১৮]

এ অর্থবছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৫,৫২৮,২২ কোটি টাকা মুদারাবা আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। সঞ্চয় হিসাবে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯৬.৬১% তাদের সংগৃহীত আমানতের মুদারাবাতে পেয়েছিল। আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯৬.৫৫%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৯১.৪৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯২.৪২%, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৯০.১০%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৮.৫৫%, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৭.৫৮%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৭.৫২%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৫.২০% ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮২% ডেপোজিট কালেক্ট করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের মাঝে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবে উপরিউক্ত অনুপাতে আমানত পেয়েছিল।

---

১১৮. স্ব স্ব ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত

বিনিয়োগ প্রবাহ

ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০২০ সালে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করেছিল তার চিত্র নিম্নরূপ:

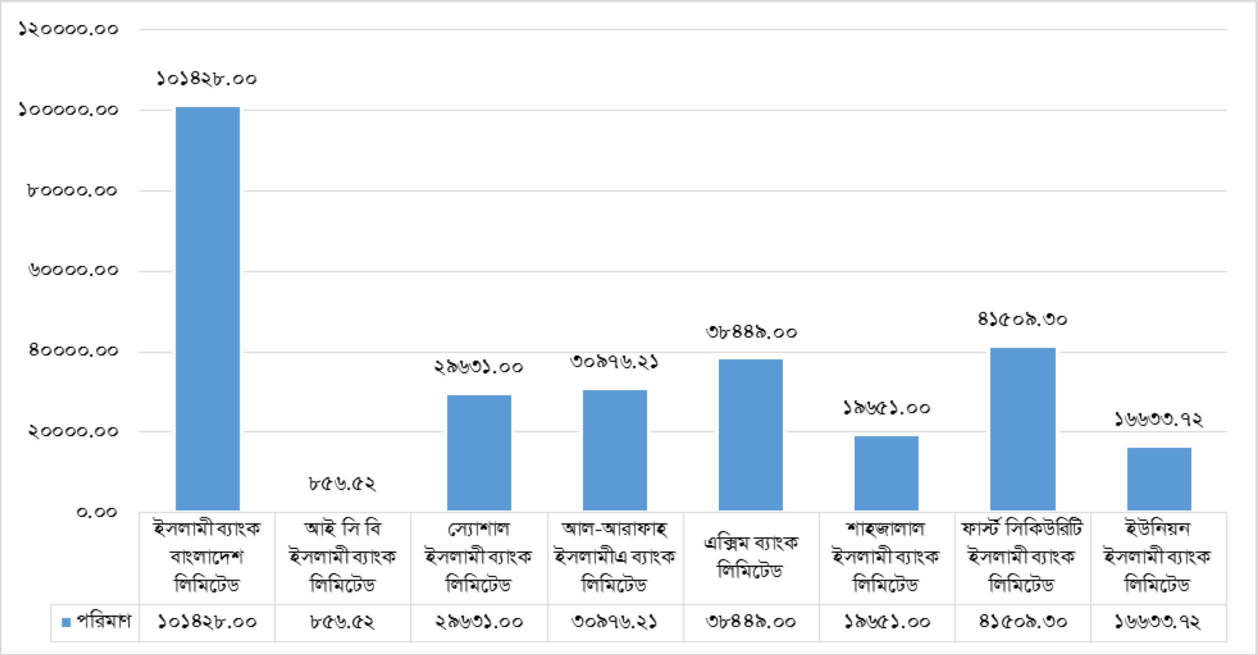

চিত্র ১.৩: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ[১১৯]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১০১৪২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগের ৩৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪১৫০৯.৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৫%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৩৮৪৪৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৪%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৯৬৩১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১১%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩০৯৭৬.২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১১%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৫১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৭%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৬৬৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৬% ও আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৫৬.৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ০.০১% দখল করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের উত্তম ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মোডে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

আমদানি

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমদানি বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[১২০]

---

১১৯. *বার্ষিক ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম রিপোর্ট-২০২০* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০২০), পৃ. ১

১২০. প্রাগুক্ত

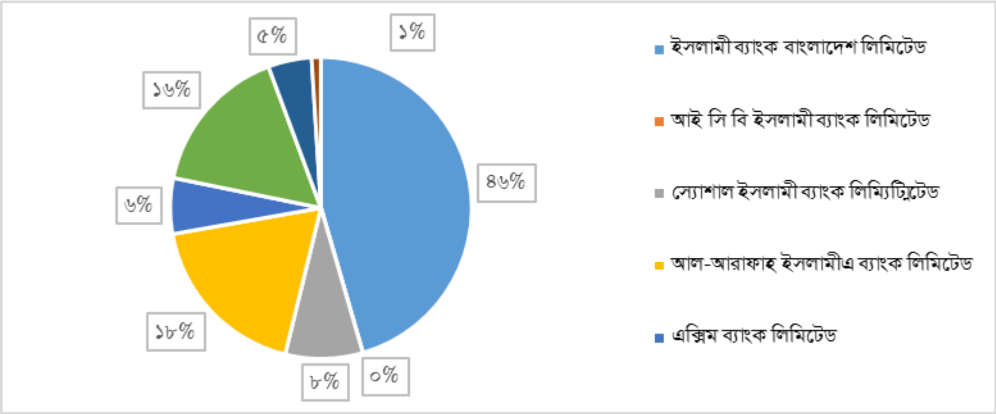

চিত্র ১.৪: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি[১২১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৪৬%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০১%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৮%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৬%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৫%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১% আমদানি বাণিজ্য করেছিল।

রপ্তানি

নিচে ব্যাংকগুলোর রপ্তানি বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

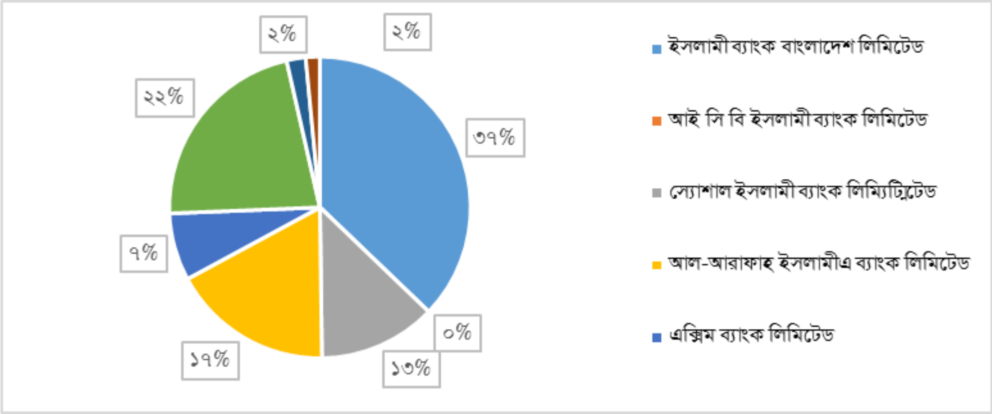

চিত্র ১.৫: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের রপ্তানি[১২২]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩৭%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০১%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৩%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৭%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৭%, শাহজালাল ইসলামী

১২১. প্রাগুক্ত

১২২. প্রাগুক্ত

ব্যাংক লিমিটেড ২২%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২% রপ্তানি করেছিল।

রেমিটেন্স

ইসলামী ব্যাংকগুলোর রেমিটেন্স সংগ্রহের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[১২৩]

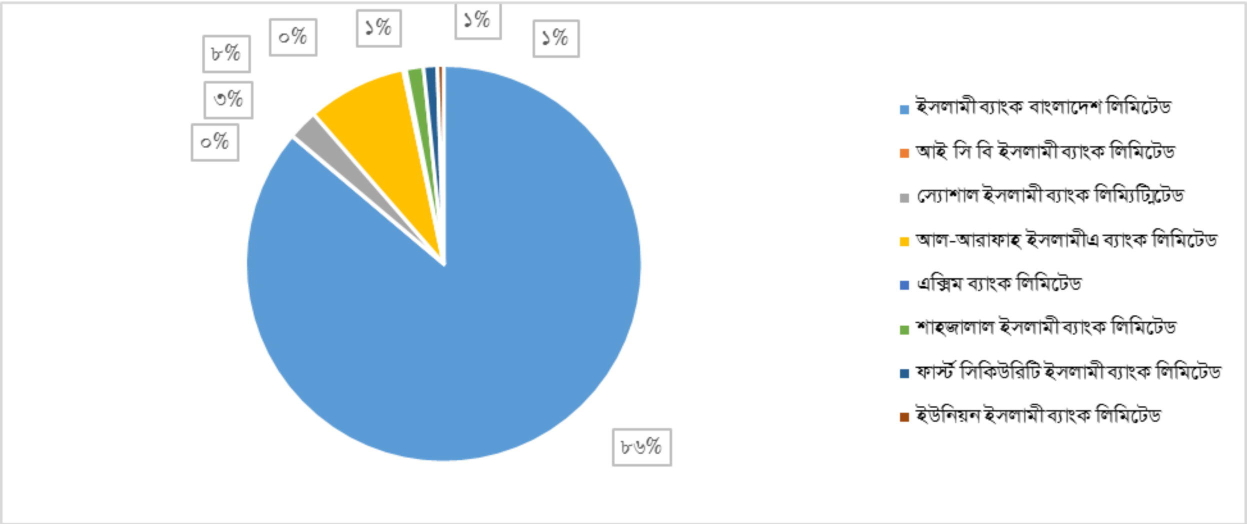

চিত্র ১.৬: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেমিটেন্স[১২৪]

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট ৫৫০০২.৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। তবে এর মাঝে ৮৬% বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দখল করে রেখেছে। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০০১%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ০.০০১% রেমিটেন্স সংগ্রহ করেছিল।

ব্যাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকের রেমিটেন্স সংগ্রহের চিত্র চুলে ধরা হলো:

---

১২৩. প্রাগুক্ত

১২৪. প্রাগুক্ত

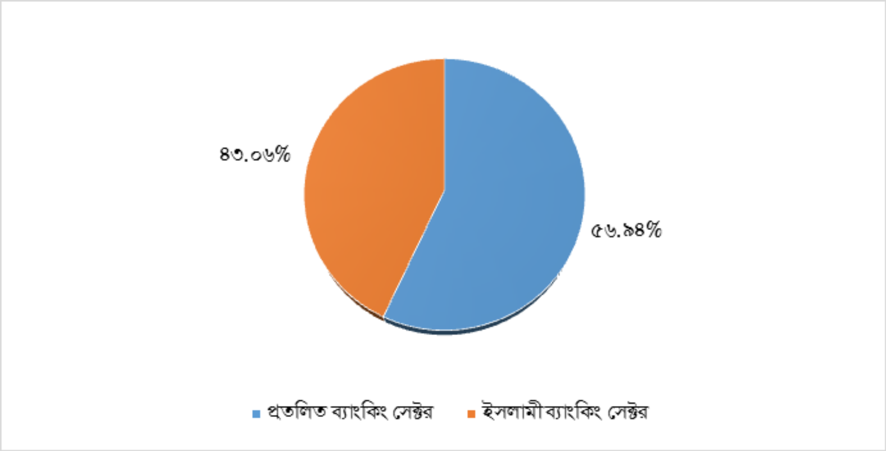

চিত্র ১.৭: ব্যাংকিং সেক্টরের রেমিটেন্স সেবা[১২৫]

বাংলাদেশে আগত রেমিটেন্স সংগ্রহে ইসলামী ও কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৪৩.০৬% রেমিটেন্স সংগ্রহ করে, অন্যান্য কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ ৫৬.৯৪% রেমিটেন্স সংগ্রহ করে।

শাখা বৃদ্ধি

ইসলামী ব্যাংকগুলো দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলেও ইসলামী ব্যাংগুলোর শাখা বাড়ছে। নিচে সারণিতে তার একটি পরিসংখ্যাণ তুলে ধরা হলো:

	Name of the Bank	Urban	Rural	Total
A)	**Full-fledged Islamic Banks**	**759**	**515**	**1274**
1	Islami Bank Bangladesh Limited	240	117	**357**
2	ICB Islamic Bank Limited	32	1	**33**
3	Social Islami Bank Limited	85	76	**161**
4	Al-Arafah Islami Bank Limited	95	89	**184**
5	EXIM Bank Limited	71	60	**131**
6	Shahjalal Islami Bank Limited	71	61	**132**
7	First Security Islami Bank Limited	122	67	**189**
8	Union Bank Limited	43	44	**87**
B)	**Islamic banking branches of Conventional banks**	**18**	**1**	**19**
1	The City bank Limited	1	0	**1**
2	AB Bank Limited	1	0	**1**
3	Dhaka Bank Limited	2	0	**2**
4	Premier Bank Limited	2	0	**2**
5	Prime Bank Limited	5	0	**5**
6	Southeast Bank Limited	4	1	**5**
7	Jamuna Bank Limited	2	0	**2**

১২৫. ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক (জুলাই-সেপ্টেম্বার-২০২১), পৃ. ১০

8	Bank Alfalah Limited	1	0	**1**
C)	**Islamic banking windows of Conventional banks**	**143**	**12**	**155**
1	Sonali Bank Limited	58	0	**58**
2	Janata Bank Limited**			**0**
3	Agrani Bank Limited	15	0	**15**
4	Pubali Bank Limited	12	0	**12**
5	Trust Bank Limited	15	0	**15**
6	Standard Bank Limited	3	1	**4**
7	Bank Asia Limited	5	0	**5**
8	Standard Chartered Bank	1	0	**1**
9	NRB Global Bank	17	8	**25**
10	Mercantile Bank***	7	3	**10**
11	Midland Bank***	2	0	**2**
12	NRBC Bank***	8	0	8
D)	**Total=A+B+C.**	**920**	**528**	**1448**

সারণি- ১.৭: ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের শাখা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। যার পিছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে ব্যাংকিং সেক্টর। ব্যাংকিং সেক্টরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। দেশের ব্যাংকিং খাত সফলতার সাথে অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রেখেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামী ব্যাংকের নানামুখী কার্যক্রম

বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো গ্রহকদেরকে বেশি সুবিধা প্রদান ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার নিমিত্তে নানামুখী ব্যাংকিং সেবা দিতে কর্মকর্তাদেরকে সচেষ্ট রাখে। সে লক্ষ্যেই ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে আমানাত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, অর্থ স্থানান্তর, রেমিটেন্স সংগ্রহ, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ নানামুখী ব্যাংকিং সেবার প্রচলন করেছে। তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রহকদের পাশাপাশি সমাজের সকল মানুষ যেন উপকৃত হয় সেজন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রচার ও সামাজিক কল্যাণমূলক অনেক কাজ করে থাকে। এ পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নানামুখী কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদকে ৩টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্যাংকিং কার্যক্রম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: সমাজসেবামূলক কার্যক্রম

প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্যাংকিং কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রহকরা যেন তাদের আর্থিক সকল লেনদেনের সুবিধা ব্যাংক থেকে পেতে পারে, সে দিকে ব্যাংক যথেষ্ঠ সচেষ্ট থাকে। তাদের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে ও প্রতিনিয়ত সেবার পরিধি বাড়াচ্ছে। নিচে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলো:

আমানত সংগ্রহ

ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো আমানত সংগ্রহ করে বিনিয়োগ প্রদান করা এবং এ থেকে আগত মুনাফা বণ্টন করা। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমও এ থেকে পৃথক নয়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দুই ধরনের হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে থাকে।

১. **চলতি হিসাব:** ইসলামী ব্যাংকসমূহে আল-ওয়াদিয়া[১২৬] চুক্তির আলোকে চলতি হিসাব পরিচালনা করে।

এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে এবং আমানতকারী চাওয়া মাত্রই তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। ব্যাংক গ্রাহক থেকে এ হিসাবের অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং মুনাফা অর্জন করলে বা লোকসানের সম্মুখীন হলে একাই তা বহন করে।

২. **সঞ্চয়ী হিসাব:** ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা[১২৭] নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন সঞ্চয়ী ও স্কিম হিসাব খুলে গ্রাহকের অর্থ জমা নেয় এবং উদ্যোক্তা হিসেবে তা বিনিয়োগ করে কোনো মুনাফা পেলে উভয়ের মধ্যে নির্ধারিত হারে বণ্টন করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবসমূহকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- সাধারণ সঞ্চয়
- মেয়াদী সঞ্চয়
- বিশেষ নোটিশ হিসাব
- পেনশন সঞ্চয় হিসাব
- স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব
- ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব

বিনিয়োগ প্রদান

বিনিয়োগ ব্যবস্থা হলো ব্যাংকের প্রাণশক্তি। বিনিয়োগের মাধ্যমেই ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। গ্রাহক আকর্ষণের মূল বিষয় হলো মুনাফা। মুনাফা না পেলে তারা আমানত তুলে নিলে ব্যাংক অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। তবে ইসলামী শরীআহ পরিপালনের কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দিতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রডাক্টসমূহ নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

---

১২৬. আল-ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ গচ্ছিত রাখা। শরীআতের পরিভাষায় নিজের সম্পদ ব্যবহারের অনুমতিসহ অন্যের হেফাজতে অর্পণ করাকে ওয়াদিয়া বলা হয়। উদ্ধৃত: মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য [সম্পাদিত], *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১), পৃ. ২২৫

১২৭. মুদারাবা বা মুকারাদা বলতে এমন এক অংশীদারী কারবারকে বুঝায় যাতে একপক্ষ মূলধন প্রদান করে ও অন্য পক্ষ শ্রম প্রদান করে। যিনি মূলধন যোগান দেন তাকে সাহিবুল মাল ও যিনি শ্রম দেন তাকে মুদারিব বলা হয়। উদ্ধৃত: শরীআহ স্টান্ডার্ড নং ১৩

- **বাই' মুরাবাহা:** ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুরাবাহা' বলা হয়, ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যুক্ত করে বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাকে।[১২৮] তবে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বাই' মুরাবাহা বলতে এমন চুক্তিকে বুঝায় যার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহকারী থেকে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করে পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন।
- **বাই' মুয়াজ্জাল:** আরবি বাই' মুয়াজ্জাল অর্থ বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়। পরিভাষায় বাই' মুয়াজ্জাল এমন এক ধরণের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা হয়।[১২৯]
- **বাই' সালাম:** বাই' সালাম অর্থ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। পরিভাষায় বাই সালাম হলো, অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতের সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই সালাম বলে।[১৩০]
- **বাই' ইসতিসনা:** ইসতিসনা শব্দের অর্থ পণ্য তৈরীর ফরমায়েশ। পরিভাষায় ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে পণ্য সামগ্রী তৈরি করে দেয়ার শর্তে অগ্রিম কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে বাই ইসতিসনা বলে।[১৩১]
- বাই' সরফ:

খ. ভাড়া ভিত্তিক পদ্ধতি:

- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক: এ পরিভাষাটিকে আরবিতে 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' বলা হয়। এটি মূলত ইজারা (ভাড়া), বাই' (ক্রয়-বিক্রয়) ও শিরকাতুল মিল্‌ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব) তিনটি চুক্তির সমাহার।

গ. অংশীদারিত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি

- মুদারাবা
- মুশারাকা

---

১২৮. ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়াহ* (বৈরূত: দারু-ইয়াহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ. ৩, পৃ. ৫৬

১২৯. আলী হায়দার আফিন্দী, *দুরাব আল-হুক্কাম শরহে মাজাল্লাতিল আহ্কাম* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১১৪

১৩০ আউফি স্টান্ডার্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৩১ আবুল মুজাফফার মহিউদ্দীন আলমগীর, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী* (দেওবন্দ: যাকারিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৭

মুনাফা বন্টন

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা সঞ্চয়ী ও অন্যন্য হিসাব রক্ষিত আমানতের বিপরীতে নির্দিষ্ট অনুপাতে গ্রাহককে মুনাফা বন্টন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মুনাফা বন্টনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো:

ক. ওয়েটেজ পদ্ধতি

খ. আইএসআর পদ্ধতি

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু

'ব্যাংক গ্যারান্টি' হলো কোনো দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত।

ঋণপত্র বা প্রত্যয় পত্র (Letter of Credit) ইস্যু

আমদানী বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক আমদানীকারক ক্রেতার অনুরোধে কোন ব্যাংক কর্তৃক রফতানীকারক বিক্রেতার অনুকূলে যে পত্র দেয়া হয় তাকে ঋণপত্র (Letter of Credit) বলে।[১৩২] মূল্য পরিশোধের এ মাধ্যমটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আজকাল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মাধ্যমটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। AAOIFI-এর মতে:

ক্রেতার (আবেদনকারী অথবা আদেশদাতা) অনুরোধে অথবা ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে কোন ব্যাংক (ইস্যুকারী ব্যাংক) বিক্রেতাকে (বেনিফিশিয়ারী) যে লিখিত অঙ্গীকার দেয়, তাকে দলিল সম্বলিত ঋণপত্র বলে। এ লিখিত অঙ্গীকারের উদ্দেশ্যে নির্দেশানুযায়ী দলিলপত্র দাখিল সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালামালের মূল্য হিসেবে সীমিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদে অথবা স্বীকৃত কিংবা বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে পরিশোধ করা। সংক্ষেপে চুক্তির শর্তানুযায়ী দলিলপত্রের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার দলিল সম্বলিত ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র বলা হয়।

---

১৩২. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব: প্রয়োগ পদ্ধতি* (ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০০৮), পৃ ১১৮

ঋণপত্রের পক্ষসমূহঃ

১. আমদানীকারক (Importer): যার পক্ষে এবং অনুরোধে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খোলা হয় তাকে আমদানীকারক বা ক্রেতা বলা হয়।

২. রফতানীকারক (Exporter Beneficiary): যার অনুকূলে ঋণপত্র খোলা হয় তাকে রফতানীকারক বা বিক্রেতা বা Beneficiary বলে।

৩. ইস্যুকারী ব্যাংক (Issuing Bank): যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খোলা হয় তাকে ইস্যুকারী ব্যাংক বলে। অর্থাৎ ক্রেতা বা আমদানীকারকের অনুরোধে বা তার থেকে নির্দিশিত হয়ে যে ব্যাংক পণ্য বিক্রেতা বা রফতানীকারককে ঋণপত্রের শর্ত পূরণসাপেক্ষে তার পাওনা পরিশোধের অঙ্গীকার প্রদান করে তাকে ইস্যুকারী ব্যাংক বলে।

৪. এ্যাডভাইজিং ব্যাংক (Advising Bank): যে ব্যাংকের মাধ্যমে রফতানীকারক বা ক্রেতার কাছে ঋণপত্রটি পৌঁছানো হয় তাকে এ্যাডভাইজিং ব্যাংক বলে।

৫. নেগোশিয়েটিং ব্যাংক (Negotiating Bank) বা আদায়কারী ব্যাংকঃ ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিল যে ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় হয় তাকে নেগোশিয়েটিং বা আদায়কারী ব্যাংক বলা হয়। অনেক সময় এ্যাডভাইজিং ব্যাংক নেগোশিয়েটিং বা আদায়কারী ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে।

৬. পেয়িং ব্যাংক (Paying Bank): পেয়িং ব্যাংক বলতে বুঝায় যে ব্যাংকের ওপর ক্রেতা কর্তৃক Draft করা হয়েছে। এটি যে কোনো ব্যাংক হতে পারে। যেমন- Issuing Bank, Advising Bank বা অন্য কোন ব্যাংক।

৭. কনফার্মিং ব্যাংক (Confirming Bank): এ ব্যাংক সাধারণত পণ্য রফতানিকারকের দেশে হয়ে থাকে। যে ব্যাংক ক্রেতার ব্যাংকের পক্ষ হয়ে বিক্রেতাকে তার পাওনা পরিশোধে অথবা ঋণপত্রের অধীনে ড্রাফট গ্রহণের নিশ্চয়তা বা দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করে তাকে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যাংক বলে।[১৩৩]

রপ্তানি বাণিজ্য

প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকও বিদেশে পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা তথা রপ্তানি বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ঋণপত্র এডভাইজ করা, রপ্তানিকারকের বিল, নেগোশিয়েটকরণ ও তা থেকে কমিশন অর্জন এবং বিনিময় হারের পার্থক্য থেকে লাভ অর্জন করে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক বিল পারচেজ, বিল কালেকশন এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ

---

১৩৩. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, ২০১০), পৃ. ৩২৫, ৩২৬

ইত্যাদি ব্যাংকিং সেবা ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করে থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'ভাবে ফাইন্যান্সিং হয়ে থাকে।

- পণ্য বোঝাইপূর্ব অর্থায়ন বা প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি;
- পণ্য বোঝাইত্তোর অর্থায়ন বা পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি।

তবে ইসলামী ব্যাংক সাধারণত প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট, মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট এবং সালাম প্রি-শিপমেন্ট এর যে কোনো একটি অবলম্বন করে। নিম্নে এগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

(১) মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট

রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য রপ্তানিকারকের মূলধন বা অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণদাতা কিংবা যে কোনো অর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত সকল পদ্ধতিই সুদি পদ্ধতি। সুদ বিহীন পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট পদ্ধতি তথা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। পূর্বে আলোচিত পদ্ধতি মোতাবেক লাভ হলে লাভ এবং লোকসান হলে লোকসান উভয়ের মাঝে তাদের পুঁজি অনুপাতে ভাগ করে নেবে। এ জাতীয় পদ্ধতিকে মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়।[১৩৪]

(২) মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট

রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য রপ্তানিকারক যদি সম্পূর্ণরূপে অসামর্থ্য হয় তাহলে ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে মুদারাবা ভিত্তিতে অর্থ সরবরাহ করে। অতঃপর রপ্তানিকৃত মালামাল থেকে যদি লাভ হয় তাহলে পূর্বে নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ব্যাংক ও রপ্তানিকারক উভয়ের মধ্যে বন্টিত হয়। আর লোকসান হলে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংক এককভাবে লোকসানের দায়ভার বহন করে থাকে। এ পদ্ধতিকে মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়।[১৩৫]

(৩) সালাম প্রি-শিপমেন্ট/ইসতিসনা

রপ্তানিযাগ্যে পণ্যসামগ্রী রপ্তনিকারকের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে (রপ্তানিমূল্যের চেয়ে তুলনামূলক কম মূল্যে) ক্রয় করার শর্তে ব্যাংক সালাম পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেয়। ব্যাংক চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য গ্রাহককে একত্রে কিংবা

---

১৩৪. *Text Book on Islamic Banking*, Islamic Economics Research Bureau 2003, p. 205

১৩৫. Ibid, p. 206

কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ করে। আবার আংশিক মূল্য পরিশোধ করতে পারে। রপ্তানিকারক ব্যাংকের এ অর্থ দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের মালিকানায় লিখিতভাবে পণ্য হস্তান্তর করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করে। এতে পণ্যের উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক নিজেই বিদেশের নির্ধারিত আমদানিকারকের নিকট পণ্য রপ্তানি করে।[১৩৬]

এ পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করার পর উক্ত পণ্যের শিপিং ডকুমেন্টস ব্যাংক পুনরায় ক্রয় করতে পারে না। রপ্তানিকারক যখন ব্যাংকের নিকট ডকুমেন্টস দাখিল করবে, পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকই এর মালিক হবে। যেহেতু পণ্যের মূল্য আগেই সালাম/ইসতিসনা পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়ে গেছে। তবে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য যদি আগে পরিশোধ না হয়ে আংশিক পরিশোধ হয়ে থাকে তাহলে চুক্তির শর্তানুযায়ী ডকুমেন্টস দাখিল করার পর অবশিষ্ট মূল্য ব্যাংক গ্রাহককে পরিশোধ করে দিবে এবং আরো অবশিষ্ট অর্থ যদি থাকে বিদেশি আমদানিকারকের পেমেন্ট পাওয়ার পর পরিশোধ করে দিবে। এভাবে ব্যাংক সালাম/ইসতিসনা পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিকে সালাম প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়। সালাম পদ্ধতিতে পূর্ণমূল্য আগেই দিতে হয়। ইসতিসনা পদ্ধতিতে পূর্ণমূল্য বা আংশিক মূল্য আগাম পরিশোধ করা যায়।

রেমিট্যান্স কার্যক্রম

রেমিট্যান্স হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। বিনিময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন বা ফি আদায় করে। সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরিয়াহসম্মত। তবে ড্রাফট, বাট্টাকরণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের মিশ্রণ হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না, কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে শুধুমাত্র অর্থ স্থানান্তরে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক দু'ধরনের অর্থ আদান-প্রদান করে থাকে। যথা:

১. অন্তর্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান;
২. বহির্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান।

এক. অন্তর্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি), টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি), ট্রাভেলার্স চেক (টিসি) ইত্যাদির সাহায্যে বিদেশি ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে অর্থের আগমনকে অন্তর্মুখী রেমিটেন্স বলে। বিদেশ থেকে আসা এ জাতীয় রেমিটেন্স ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে গ্রহণ করে এবং তা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদান করে থাকে।

---

১৩৬. Ibid

দুই. বহির্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে বিদেশি এজেন্টের উপর ডিডি, টিটি, এমটি ইত্যাদি ইস্যু করে বাইরে প্রেরণ করে। এ জাতীয় অর্থ প্রেরণকে বহির্মুখী রেমিটেন্স বলে। এর বিনিময়ে ব্যাংক সেবা মূল্য গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, গ্যারান্টি প্রদান ও বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব সংরক্ষণ করার কাজ করে থাকে। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

১. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়

বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা তথা ডলার, পাউন্ড, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি হাতে হাতে নগদ ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। এভাবে হাতে হাতে নগদ ক্রয় বিক্রয় ইসলামী শরিয়তে বৈধ।

২. ট্রাভেলার্স চেক

ট্রাভেলার্স চেক ও ইসলামী ব্যাংক ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, ভাঙ্গানো ও তা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করে থাকে এবং এক্ষেত্রে কমিশন আদায় করে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব সংরক্ষণ

আল-ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে অর্থ জমা রাখে। যে কোনো বিদেশি নাগরিক, মিশন, দূতাবাস, এনজিও, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশি চাকুরিজীবী নাগরিকগণ এ ধরনের হিসাব খুলে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারে।

৪. আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান

আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহ নগদ বা সহায়ক জামানত নিয়ে অথবা জামানত ছাড়াই আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান, ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যাবতীয় খরচাদি আদায় করে থাকে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়

বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ও ইসলামী ব্যাংক দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে গ্রাহকের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে এবং যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে বিক্রয় করে। অত্র আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেল, ইসলাম আমানত সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন তথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, সালাম ও ইসতিসনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট শরয়ী ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ব্যবসায়ের এ পদ্ধতি খুবই পুরাতন। কিন্তু সুদি ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিকতা ও ইসলামী প্রেবেশের অভাব দেশবাসীকে

এ সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণভাবে বেখবর রেখেছে। তবে আধুনিক বিশ্বে এ পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা

বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন হয়। ঝুঁকি এড়াতে ও আয়ের পরিধি বাড়াতে সুদভিত্তিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন করছে। এক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ্য একটি ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানোর জন্য শরিয়াহসম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সাথে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রা-বাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডিরাইভেটিভ প্রডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচা-কেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। অর্থনৈতিক তৎপরতায় অগ্রসর দেশগুলোতে মুদ্রাবাজারের বিভিন্ন দলিল (Money Market Instrument) কেনা-বেচা হয়। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজার দলিলের (Instrument) মধ্যে ট্রেজারি বিল (T-Bill), হস্তান্তরযাগ্যে সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate), বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper), ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতাপত্র (Bankers’ Acceptance) ইত্যাদি বেশি প্রচলিত।[১৩৭]

সুদভিত্তিক মুদ্রাবাজার দলিল (Instrument)-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বেশকিছু আকর্ষণীয় ইসলামী দলিল (Instrument) উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে অংশগ্রহণমূলক মেয়াদী সার্টিফিকেট (Participatory Term Certificate), মুদারাবা বন্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুশারাকা সার্টিফিকেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ইসলামী আর্থিক দলিল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এ লেনদেনে প্রকৃত সম্পদ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রোডাক্টের সফল প্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে তার পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

মার্চেন্ট ব্যাংকিং

মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা ব্যাংকিং জগতে তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণা। তবে ইতোমধ্যেই এর কার্যপরিধির ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু

---

১৩৭. কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

করা, মূলধন বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ, অবলেখন (Under Writing) ইত্যাদি। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাইরে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও তারল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ডের সহজ ও ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছে। পুঁজিবাজারে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও শরীয়ার আপত্তি নেই। তবে বাজারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার স্বার্থে এক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মান সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

লকার ভাড়া

মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাযতের জন্য লকার ভাড়া দেয়া ব্যাংকিং সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি আদায় করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার আল-আমানাহ নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকের দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে হেফাযত করার দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক লকার ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধিবিধান অনুসরণের কথা চিন্তা করে না।

বিল বাট্টাকরণ

রফতানি বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রফতানি বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনে নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এ ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে। ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক এ বাট্টাকরণের কাজে অংশ নেয় না। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক রপ্তানিকারকদের বাই-সালাম বা মুশারাকা পদ্ধতিতে প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কলমানি মার্কেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি দেখা দিলে সে ব্যাংক অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংকের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তার ঘাটতি মুকাবিলা করে। এক্ষেত্রে তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের বিপদের সুযোগ নিয়ে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক ইচ্ছামতো চড়া হারে সুদ আদায় করে। বিপদাপন্ন ব্যাংকের সংকট যত গভীর হবে, সুদের হার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। কখনো কখনো কলমানি মার্কেটে সুদের

হার স্বাভাবিক বাজারের সুদের হারের চার-পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে শক্তিমান প্রতিবেশী তার ঘরের পাশের দুর্বল পড়শিকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাতে একটুও লজ্জাবোধ করে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুযোগ নেই। এর ইসলামী বিকল্প হলো 'কর্যে হাসানা' অথবা শরিয়াহ অনুমোদিত দলিলের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন। বর্তমানে অধিক তারল্যের অধিকারী ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত অন্য ইসলামী ব্যাংকের তারল্য ঘাটতিপূরণে সহযোগিতা করতে তাদের মুদারাবা অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখে। জমাকারী ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণকারী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে স্বাভাবিক নিয়মে সাহিব আল-মাল হিসেবে অংশ নেয়। এ ধরনের জমার মাধ্যমে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের সাময়িক তারল্য চাপ মুকাবিলায় সহায়তা করে। এ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সে তার বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ পায়। একের বিপদে অন্যের সহায়তা ও সহমর্মিতাও প্রকাশ পায়। বিপদের সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়ার মুনাফাখোরি প্রবণতা এরূপ আন্তঃব্যাংক লেনদেনে সৃষ্টি হয় না।

সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়

সুদের বিনিময়ে সরকারি ট্রেজারি বিল (T-Bill) কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক সুদযুক্ত সরকারি টি-বিল কেনা-বেচা করে না। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত 'মুদারাবা' চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন এই বন্ডে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ প্রদান করে। এজেন্সি চুক্তির অধীনে থেকে কোনোও ব্যাংকের এজেন্ট সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় নিজস্ব লোকবল নিয়োগ অথবা নিজস্ব শাখা স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যাংকসমূহ তাদের সেবা বিস্তৃত করতে পারে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য নিজ এলাকায় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করার জন্য উপযোগী। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। গ্রামীণ এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং তাদের সেবা গ্রহীতা- উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত: দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং

ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।[১৩৮]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দ্বীনের দিকে দাওয়াত। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদ ও সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আহ্বান ও তাঁর প্রদত্ত একমাত্র জীবনব্যবস্থা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিজ্ঞান সম্মত কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। সুতরাং মানুষকে প্রজ্ঞা ও কৌশল, হৃদয়ে সাড়া জাগানোর উত্তম নসিহত, যেকোনো বিষয়ে সর্বোত্তম নীতির মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন করাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম কাজ। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যেমন মুনাফা করে থাকে। এটা তাদের অন্যতম কাজ, ঠিক একইভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের অর্থ ও জনশক্তিকে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকগুলো কিছু না কিছু দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে সে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো:

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশের প্রথম ও সার্বিক বিবেচনায় সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংক হচ্ছে আইবিবিএল। তাই তাদের কার্যক্রমও অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় সুসংগঠিত ও অধিক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী দা'ওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ও প্রদানের জন্য ব্যাংকের অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল শাখাসমূহে প্রতিদিন বাদ আসর এ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। এতে প্রতিদিন পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্য হতে নির্দিষ্ট অংশের দারস পেশ করা হয়। এছাড়া আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকও হাতে নিয়েছে দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম। বাদ জোহর ও বাদ আসর এবং প্রতি সোমবার মাগরিবের নামাজের পর এ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরা ফাতেহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন।

---

১৩৮. *বার্ষিক রিপোর্ট (২০২০)*, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

দারসুল হাদিস

অনুরূপভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় দারসুল হাদিসের প্রোগ্রামও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সহীহুল বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন ও রাহে আমলের গুরুত্ব দেয়া হয়। এ দারসে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা হয়ে থাকে।

মাসআলা-মাসায়েলের চর্চা

ইসলামী ব্যাংকে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হয়, যা ইসলামী দা'ওয়াহ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ গ্রাহকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনীতিতে ইনসাফ ও পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি তাদের মাঝে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সহীহ বুঝ পেশের জন্য গ্রামীণ গ্রাহকদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপ গঠন করে। এ রকম ৫/৬ টি গ্রুপ মিলিত হয়ে প্রতি মাসে চারটি বৈঠক করে থাকে। এ বৈঠকে ব্যাংকিং বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি কুরআন-হাদিস থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ

ইসলামী ব্যাংক তার অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ব্যাংকিং বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেমন কুরআন ও হাদিসের দারস তৈরি, তাওহীদ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা এবং সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে শরয়ী' মাসয়ালা-মাসায়েল প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

ইসলামী ব্যাংক তার সঙ্গে সদস্যদেরকে দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ইসলামের নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

- ✓ Islamic Modes.
- ✓ Manners and Etiquette in Islam.
- ✓ Economic Development in Islam and the role of Zakat in poverty Alleviation.
- ✓ Riba, Bai, Profit and Rent.

- ✓ Fiscal and Monetary policy in Islam.
- ✓ Theory of consumption in Islamic Economics.
- ✓ Role of Market in Islamic Economy.
- ✓ Theory of Distribution and social Justice in Islam.

এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। এ উপলক্ষে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে নিজস্ব IBTRA ভবন।[১৩৯] প্রতিষ্ঠানে সারা বছরই ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে সর্বনিম্নস্তরের জনশক্তিকে বিভিন্ন কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যা ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৪৭, গ্রীন রোড, ঢাকায় ইংলিশ মিডিয়াম 'ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ' নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ স্কুল শিশুদের মন মানসিকতায় ইসলামী দাওয়াহর চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।[১৪০]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও দাওয়াহ বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩২, তোপখানা রোড, চট্টগ্রাম ভবনের ২য় তলায় কোলাহলোমুক্ত নিরিবিলি ও ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে গড়ে তুলেছে এক বিশাল লাইব্রেরি। প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরি ২০০০ সাল থেকে সকল স্তরের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। প্রায় ২৩,০০০ এরও বেশি দেশি-বিদেশি পুস্তক সম্বলিত এ লাইব্রেরিতে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের পাঠক, গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাংকার, ডাক্তার, লেখক, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, অনুবাদক এবং শিশু-কিশোরের সমাগম ঘটে। লাইব্রেরিতে ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, কম্পিউটার, ব্যাংকিং, ব্যবসায় প্রশাসন, সমাজ-বিজ্ঞান, ইংরেজি ও আরবি ভাষা, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি ভাষায় রচিত দেশি ও বিদেশি এমন কিছু বিরল গ্রন্থ রয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্য লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। লাইব্রেরিতে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের সমাবেশ থাকলেও পুস্তক

---

১৩৯. *IBTRA*: Islami Bank Training and Research Academy (Dhaka, Mohammadpur, 132/2A, Block: B, Babar Road).

১৪০. *ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর, ২০০০), পৃ

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ তৈরির প্রতি জোর দেয়া হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে এ লাইব্রেরি প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার ইসলামী সামাজিক জীবন ব্যবস্থার আলাকে রচিত ফিল্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলামী ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে। এখানে ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।[১৪১]

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম (Internship Program)

এ প্রোগ্রাম হলো উচ্চ শ্রেণির কোনো ছাত্র বা নতুন স্নাতকোপাধিক ছাত্র কোনো অর্থিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহায়তায় আর্থিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সহায়ক প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের হাজারো শিক্ষার্থী তাদের মেধাকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইষ্টওয়েস্ট, নর্থসাউথ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিবছর ইসলামী ব্যাংক এ সুযোগ প্রদান করে থাকে ।

গ্রামীণ গ্রাহকদের মাঝে দ্বীনের দা'ওয়াত উপস্থাপন

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনীতিতে ইনসাফ ও পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি তাদের মাঝে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সহীহ বুঝ পেশের জন্য গ্রামীণ গ্রাহকদের নিয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপ গঠন করে। এ রকম ৫/৬ টি গ্রুপ মিলিত হয়ে প্রতি মাসে চারটি বৈঠক করে থাকে। এ বৈঠকে ব্যাংকিং বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি কুরআন-হাদীস থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

শরী'আহ্ মিটিং-এর মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং প্রচার

এছাড়াও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিচারক, আইনবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ব্যাংকার, সাহিত্যিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ, অডিও-ভিজুয়্যাল ক্যাসেট বিতরণ এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

আল-আরাফাহ ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের সুমহান শিক্ষা, দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও সাম্যের আন্তর্জাতিক আদর্শে গড়ে তোলা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামসম্মত পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে জনসম্পদ তৈরি ও ব্যাপকার্থে মানব কল্যাণে অবদান রাখার লক্ষ্যে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

১৪১. *এ্যানুয়াল রিপোর্ট* ২০০৩ (ঢাকা: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩), পৃ . ৩৭

ফাউন্ডেশন একটি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯৯ সালে ঢাকার ২১, সি জিগাতলা, ধানমন্ডিতে আল আরাফাহ ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ও লেভেল পর্যন্ত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এটাই প্রথম।[১৪২]

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও নৈতিকতা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে শরী'আহ্ বিধি মেনে চলার বিষয়ে ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠেছে আগের বছরের তুলনায় আরও ফলপ্রসূভাবে। [১৪৩]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: সমাজসেবামূলক কার্যক্রম

মৌলিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নে পিছনে অর্থ ও জনবল কাজে লাগিয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ব্যাংকিং-এর মৌলিক কাজের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক অনেক সামাজিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

আয়-বর্ধন প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়; এছাড়া পোলট্রি, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি যোগান দেয়া হয়। রিক্সা, সেলাই মেশিন ও দুধের গাভী সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র

পল্লী অঞ্চলের অসহায় ও দরিদ্র মহিলোাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা এবং তাদের তৈরি তাঁতের কাপড়, হস্তশিল্প, পোষাক ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য রাজধানী নগরীতে মনোরম নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মহিলাদের যাতে শরিয়তের সীমার মধ্যে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে এবং সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া

১৪২. *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ২০০৩, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৪৩. *এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ২০২০, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, পৃ. ১৩৮

হয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলোদের জন্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক উদ্ভাবন, নারী সমাজ যাতে ইসলামী নীতিমালার মধ্যে রুচিশীল পোষাক পরতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং উৎসাহবোধ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা নগরীর সোনারগাঁও রোডে একটি বহুমুখী শপিং কমপেক্স চালু করা হয়েছে।

সার্ভিস সেন্টার

ফাউন্ডেশন উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ী সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেন্টারগুলো সমন্বিত সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্ররূপে কাজ করতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কম খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ হাসপাতালগুলোতে মেডিসিন, গাইনি, সার্জারি, শিশু, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌন, ইউরোলজি, নিউরোসার্জারী, অর্থোপেডিকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সার্বক্ষণিক ইমার্জেন্সি সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এবং মেডিসিন ষ্টোর খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের রয়েছে।[১৪৪]

ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল

বিভাগীয় শহরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমন্বিতভাবে কম খরচে সার্বিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ সৃষ্টি, ব্যাপক জনগাষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া, শিক্ষিত তরুণ ডাক্তারদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে জেলা ও থানা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিতকরণ, জনগণের মধ্যে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানব সেবার মহান আদর্শ সমুন্নত রাখা। বর্তমানে সাতক্ষীরা ও মানিকগঞ্জে ২ টি কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরো ৬ টি স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক

---

১৪৪. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর, ২০০০)

অনুমোদন হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য এলাকায়ও পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের রয়েছে।[১৪৫]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সি. এস. আর. ব্যবহার করে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং যাকাত তহবিল বিতরণের জন্য "ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- বৃত্তি, পুরস্কারের মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান;
- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- মানবিক সহায়তা প্রদান;
- দেশের সংস্কৃতি, খেলাধুলার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মতো অনুদানের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তহবিলের উৎস রয়েছে:

১) জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত যাকাত

২) ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ, শেয়ার প্রিমিয়াম, সাধারণ রিজার্ভ, ধরে রাখা আয় ইত্যাদির শেষ ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে যাকাত অবদান।

৩) ফিতরা

৪) মান্নাত

৫) কাফফারাহ

৬) ব্যবহারকারী

৭) সন্দেহজনক আয়

৮) মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ থেকে অতিরিক্ত আয় (সুদ হিসাবে বিবেচিত)

৯) বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদ

১০) প্রচলিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিদেশে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদ।[১৪৬]

---

১৪৫. প্রাগুক্ত

শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা

শিক্ষা ও চাকরি কেন্দ্রিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৩০%। প্রতি বছর এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি. এবং সমমানের ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগে অবদান

অলাভজনক সংস্থা হিসেবে চলমান হাসপাতালগুলোতে প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা ২০% অনুদান।

জলবায়ু ঝুঁকি

পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ১০% সিএসআর এর অর্থ বৃক্ষরোপণ, ঘূর্ণিঝড়ে ঘর মেরামত (সর্বশেষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় করা হয়েছিল), বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ইত্যাদি।

অন্যান্য

তাজরিন ফ্যাশন বিপর্যয়, রানা প্লাজা বিপর্যয়, নেপালের বিশাল ভূমিকম্প, রোহিঙ্গা সহায়তা ইত্যাদির সময় উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগে সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে কম্বল বিতরণ এবং নগদ অবদান ইত্যাদি।

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্নভাবে দেশের মানুষের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম করে থাকে। যেমন:

দুর্যোগ মোকাবেলা

ব্যাংক CSR কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচতে সহায়তা করছে। এ কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতায় এক্সিম ব্যাংক বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিগ্রস্থ এবং শীত-পীড়িত লোকদের জন্য নগদ অর্থ ও ত্রাণ প্রদান করে। এ CSR কার্যকলাপের লক্ষ্য হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের অস্থায়ী অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা। যেমন: ২০২০ সালে এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের শীতার্ত দরিদ্র মানুষের মাঝে ৪ লাখেরও বেশি কম্বল বিতরণ করেছে।

১৪৬. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ওয়েবসাইট

এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল

হাসপাতালের উদ্দেশ্য হল, সাশ্রয়ী মূল্যে যত্ন সহ পরিসেবা প্রদান করা। হাসপাতালে একজন আবাসিক পরিচালকের নেতৃত্বে অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের ২৪ ঘন্টা পরিসেবা ইউনিটগুলি হল প্যাথলজি, রেডিওলজি ও ইমেজিং, ফার্মেসি, ইমার্জেন্সি, মেডিসিন, সার্জারি, ইএনটি, শিশু ও মাতৃত্বের যত্ন, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি। উপরন্তু, এক্সিম ব্যাংক হাসপাতালে রয়েছে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ডেন্টাল কেয়ার ইউনিট। চিকিৎসা পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালে অনেক খ্যাতিমান এবং অভিজ্ঞ পরামর্শক ডাক্তার রয়েছে।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

SJIBL-এর ব্যাংক ফাউন্ডেশন আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে এবং বাংলাদেশেকে টেকসই সম্প্রদায় এবং পরিবেশে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দাতব্য, দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা, অনুদান, স্পনসর ক্রীড়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা করে আসছে। COVID-১৯ এর কারণে, ২০২০ সালটি CSR কার্যক্রমের জন্য আলাদা ছিল। তবুও, SJIBL একটি দায়িত্বশীল ব্যাংক হিসাবে দরিদ্র এবং যারা কোভিড -১৯ এর কারণে তাদের চাকরি হারিয়েছে তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল এবং সারা দেশে যথেষ্ঠ ত্রাণ বিতরণ করেছে। ব্যাংক প্রাথমিক সুরক্ষা হিসাবে জনগণকে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছে।

SJIBL দেশের অগ্রগতির জন্য দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের তাদের পড়াশোনা শেষ করার জন্য HSC থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান করে। উপবৃত্তি ছাড়াও আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ব্যাংকটি। SJIBL সারাদেশে স্কুল ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য সহায়তা করেছে এবং এ স্কুলরুমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করে। গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত স্কুলগুলিতে কম্পিউটার এবং প্রিন্টারও দান করেছে।

SJIBL ২০২০ সালে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছে। একটি হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে এবং একটি দাতব্য সংস্থাকে একটি অ্যাম্বুলেন্সও দান করেছে। ফাউন্ডেশনটি কেস-টু-কেস ভিত্তিতে গুরুতর স্বাস্থ্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে দরিদ্র লোকদের উদারভাবে সহায়তা করেছে। ২০২০ সালে, সারা দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যারা তাদের

ঘরবাড়ি হারিয়েছে তাদের জন্য SJIBL ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৪৫টি আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হিমাঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যাংক একটি তহবিলও দান করেছে। SJIBL এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫.০০ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি উদ্যোগকে সহায়তা করেছে।

স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক ফাউন্ডেশন

৩ জুন ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, SBL মানবতার মহৎ উদ্দেশ্যে সক্রিয় ছিল। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এসবিএল সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং শুধু ব্যাংক থেকে নয়, ব্যাংক ফাউন্ডেশন থেকেও সহায়তা প্রদান করে। একটি তেজি বাজার ছাড়া একটি ব্যবসার উন্নতি হতে পারে না, একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবেশ ছাড়া একটি ব্যবসা তার অবস্থানকে ভাগ্যবান করতে পারে না, শক্তিশালী নেতা ছাড়া সুস্থ উদ্যোগ থাকতে পারে না। সুস্থ জনসংখ্যা ছাড়া নেতৃত্ব নেই। এর চূড়ান্ত বিয়োগ হলো, ব্যবসা জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যবসায় টিকিয়ে রাখার জন্য অবদান রাখে, তাই আমরা আমাদের CSR কার্যক্রমকে বিস্তৃত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার সুবিধার জন্য আমাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১. **আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্যঃ** স্থিতিশীল মুনাফা তৈরির মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগে ন্যায্য রিটার্ন নিশ্চিত করে।

২. **আমাদের গ্রাহকের জন্যঃ** আমাদের প্রতিটি ব্যবসায় সবচেয়ে বিনয়ী এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সবচেয়ে যত্নশীল ব্যাংক হয়ে ওঠা।

৩. **আমাদের কর্মচারীর জন্যঃ** কর্মীদের সদস্যদের মঙ্গল প্রচার করে।

৪. **আমাদের সম্প্রদায়ের জন্যঃ** জাতীয় নীতি এবং উদ্দেশ্যগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আনুগত্যের মাধ্যমে একটি বাস্তব উপায়ে আমাদের সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল কর্পোরেট সত্তা নিশ্চিত করা। CSR কার্যক্রম "স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ফাউন্ডেশন" দ্বারা সম্পাদিত হয়।

স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সর্বদা দেশের সামাজিক কল্যাণে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানবতার সেবা করার লক্ষ্যে ব্যাংকটির একটি নিবেদিত সিএসআর ডেস্ক রয়েছে। ব্যাংক বিশ্বাস করে যে কোনো ধরনের সামাজিক ও জনহিতকর কার্যক্রম দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

SIBL দেশে CSR কার্যক্রমে অগ্রগামী। এর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ব্যক্তিগত দুস্থ মানুষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণ পর্যন্ত। এটি মানুষের সুস্থতার জন্য প্রতি বছর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করে। SIBL সর্বদা নতুন ক্ষেত্র খোঁজে যেখানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে। SIBL বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডের যেকোনো মানবিক সংকটে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ নিয়ে ছুটে যায়। ধারাবাহিকভাবে SIBL সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে একটি বড় পরিমাণ অর্থ দান করেছে। প্রচণ্ড শীতে সারাদেশের দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে SIBL। SIBL ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার: স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে শুধুমাত্র অসহায় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য। রোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকের রয়েছে উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম। এ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার কোভিড-১৯ রোগীদের আরও ভালো স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে চলেছে।[১৪৭]

সুতরাং ইসলামী ব্যাংগুলো অধিকাংশ ব্যাংক তাদের নিজস্ব ব্যাংক ফাউন্ডেশন বা নির্ধারিত বডির মাধ্যমে সমাজের কল্যানে ও তাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সেবা চালু করে থাকে এবং সামাজিক উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

১৪৭ স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকের ওয়েবসাইট

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে ওয়াক্‌ফ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াক্‌ফ-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে ওয়াক্‌ফের ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াক্‌ফের শরঈ’ বিধান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে ওয়াক্‌ফ

গবেষণার এ অধ্যায়ে ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর বিধান প্রসঙ্গে প্রামাণ্য আলোচনা করা হবে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনা করা হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম অনুচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হবে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামে ওয়াক্‌ফের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম অনুচ্ছেদে ইসলাম পূর্ব যুগে ওয়াক্‌ফ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইসলামের সোনালী যুগে ওয়াক্‌ফ এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের বিবর্তন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের বিধান আলোচনা করা হবে। প্রথম অনুচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের হুকুম ও শর্তাবলি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মুতাওয়াল্লি সম্পৃক্ত বিধান ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্র, ওয়াক্‌ফ সীমিত ও রহিতকরণ সম্পৃক্ত বিধান প্রসঙ্গে প্রামাণ্য আলোচনা করা হবে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত আইন ও নীতিমালা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফের ধরন ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াক্ফের পরিচয় ও প্রকারভেদ

ইসলাম ন্যায়বিচার এবং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনের নির্দেশনা প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামে সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলাম তার অনুসারীদের ওপরে যাকাত ও ওশরের মতো বিধানকে আবশ্যক বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর সাথে সাথে সাধারণ কিছু দান-সাদাকাকে অনুমোদিত, বিধিবদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। ওয়াক্ফ তারই অন্তর্ভুক্ত। অভিসন্দর্ভের এ পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে ওয়াকফের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ওয়াক্ফ-এর পরিচয়

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফের বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্ফের প্রকারভেদ

প্রথম অনুচ্ছেদ: ওয়াক্ফ-এর পরিচয়

ওয়াক্ফ-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

'وقف' শব্দটি একবচন, এর বহুবচন 'আওকাফ' (أوقاف)। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন শব্দে ওয়াক্ফের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হল:

১. ইমাম সারাখ্সীর মতে এর অর্থ প্রতিরোধ করা বা বিরত রাখা, নিবৃত্তি বা আটক রাখা, বাধা দেয়া, সংযত করা, দান করা ইত্যাদি।[১৪৮]

২. ইমাম আবূ বকর বুরহানউদ্দীন (র.) বলেন, 'وقف' অর্থ আবদ্ধ করা (الحبس)।[১৪৯]

১৪৮. শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সাহল আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৮), খ. ১২, পৃ. ২৭

৩. বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে, ওয়াক্‌ফ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ চুক্তি বা উৎসর্গ। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত কোন সম্পত্তি নিরাপদে হিফাযত করা।[১৫০]

৪. বাংলা একাডেমী অভিধানে ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান; এক প্রকার উইল (ওয়াক্‌ফ করে মানবসেবায় বিলিয়ে দেয়া) আল্লাহ্‌র নামে প্রদত্ত দানপত্র বা দলিল।[১৫১]

৫. ইংরেজিতে বলা হয়, Grant for religons purpose (অর্থ্যাৎ দীনি উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করাই ওয়াক্‌ফ)।

৬. Ahmed Raissouni-এর মতে, "Waqf means forbidding movement, transport or exchange of something"[১৫২]

৭. মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ সম্পত্তির আয়কে কোন পবিত্র কাজে উৎসর্গ করা, রক্ষা করা, এটিকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাধা দেয়া।[১৫৩]

৮. তবে 'মাওকূফ' (موقوف) বা 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি' অর্থে শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত।

অতএব বলা যায়, ওয়াক্‌ফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ আটক রাখা, বন্দীকরা, বের হতে না দেয়া, থেমে থাকা, অবস্থান করা, ধরে রাখা, কবজা করা, হাঁটা থেকে থামা, দাঁড়িয়ে থাকা ও অবস্থান করা, ইত্যাদি। তবে শব্দটি এক ধরনের বিশেষ দান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ওয়াক্‌ফ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

ওয়াক্‌ফ-এর কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হল–

- ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, 'কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা আবদ্ধ রেখে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।'[১৫৪]

---

১৪৯. সাইয়্যিদ আমীর আলী, *আইনুল হিদায়া* (লাহোরঃ কানূনী কুতুবখানা, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ২৪১

১৫০. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খ. ২, পৃ. ৯৪৬

১৫১. সম্পাদক মণ্ডলী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৯৯

১৫২. Ahmed Raissouni, *Islamic waqf Endowment Scope and Implications, ISESCO* (Rabat, Morocco: 2001), p. 13

১৫৩. শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাহল আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৫৪. আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল, *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ্‌* (বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০; মুহাম্মদ উবাইদ আল-কুবাইসী, *আহকামে ওয়াক্‌ফ ফিস শরী'আতীল ইসলামিয়া* (বাগদাদঃ ১৯৭৭), খ. ১, পৃ. ৬৬

- ইমাম আবু ইউসূফ র. ও ইমাম মুহাম্মদের (র.) অভিমত হল, 'ওয়াক্ফ হচ্ছে কোন সম্পদের স্বত্ব আল্লাহ্র মালিকানায় এভাবে আবদ্ধ করা যে, ঐ সম্পদের মুনাফা দাতার পছন্দ অনুযায়ী আল্লাহ্র বান্দারা ভোগ করবে।'[১৫৫]
- আল্লামা ওবায়দুল্লাহ্-এর মতে, কোন সম্পদ আল্লাহ্র নামে নির্দিষ্ট করে দেয়াই ওয়াক্ফ।[১৫৬]
- ইসলামী বিশ্বকোষে ওয়াক্ফের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'ওয়াক্ফ বলতে এমন বস্তু বুঝায় যার মালিক ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব ও আয় এ শর্তে ত্যাগ করে যে ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকবে এবং তার উৎপন্ন আয় শরী'আহ্ সম্মত সৎকাজে ব্যয় হবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এ ধরণের দান সম্পাদিত হয় প্রকৃতপক্ষে তাকেই ওয়াক্ফ বলা হয়।'[১৫৭]
- 'কোন মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তির কোন অংশ এমন কাজের জন্য স্থায়ীভাবে দান করা যা মুসলিম আইনে 'ধর্মীয়, পবিত্র বা সেবামূলক' হিসেবে স্বীকৃত।'[১৫৮]
- রোমান আইনে 'সম্পত্তি অর্পণ' এবং হিন্দু আইনে 'দান' ওয়াক্ফ এর সমতুল্য।[১৫৯]
- ইসলামী পরিভাষায় ওয়াক্ফ-এর অর্থ হল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন সম্পত্তি ব্যবহার করে তার আয় থেকে উপকৃত বা লাভবান হওয়া এবং মূল সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে বিরত থাকা।[১৬০]

আইনের এ ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, ইসলামী আইন অনুমোদিত কোন ধর্মীয় কাজে অথবা যে কোন সৎ ও দাতব্য উদ্দেশ্যে একজন মুসলমান কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী সম্পত্তি হল ওয়াক্ফ।

সুতরাং 'কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত কল্যাণে অথবা সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত প্রকল্প অথবা প্রতিষ্ঠান লাভজনক তথা আয় উৎপাদক কোন কিছু দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।'[১৬১]

সুতরাং ওয়াক্ফের সংজ্ঞা হল ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে সম্পদের উপযোগ অপরের জন্য দান করা।

---

১৫৫. প্রাগুক্ত

১৫৬. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ, *শারহুল বিকায়া* (দেওবন্দ: মাক্তাবাতে রহমানিয়া, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০

১৫৭. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ২৪১

১৫৮. The Indian statute, *Mussalman Wakf Validating Act* of 1913 defined a wakf as:"... a permanent dedication by a person professing the Mussalman faith of any property for any purpose recognized by the Mussalman law as religious, pious or charitable." (Fyzee, A., *Outlines of Muhammadan Law*, 4th Ed. (Delhi, Oxford University Press, 1974), p. 274

১৫৯. *বাংলাপিডিয়া*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১৬০. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ১১১

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে শরী‘আহ্ আইনের মৌলিক ভাষ্য

আল-কুরআনে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে ভূমি সম্পদ থেকে যা উৎপাদিত হয়, তা থেকে এবং মানুষের প্রিয়বস্তু আল্লাহর জন্য ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

‘ওহে মুমিমনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর-[১৬২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

‘তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। [১৬৩]

গ. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

‘কে আছ এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন।’[১৬৪]

ঘ. আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলেন,

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।[১৬৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে ওয়াক্‌ফ তথা আল্লাহ্ তা‘অলার রাস্তায় জমি, সম্পদ অথবা অর্থ নিঃশর্তভাবে দান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১৬২. *আল-কুরআন*, ২: ২৬৭

১৬৩. *আল-কুরআন*, ৩: ৯২

১৬৪. *আল-কুরআন*, ২: ২৪৫

১৬৫. *আল-কুরআন*, ২২: ৭৭

আল-হাদীসে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ

আল-হাদীসে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক একাধিক ভাষ্য বর্ণিত আছে। যেমন, ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে রাসূলুলুল্লাহ্ (সা.) উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‘তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াক্‌ফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদাকা করতে পার।’[১৬৬]

খ. ওয়াক্‌ফের বিধান প্রসঙ্গে হাদীসে আরো এসেছে,

مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإنَّ شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।”[১৬৭]

এর আরও প্রমাণ সাহাবীগণের কৃত ওয়াকফ রাসূলের (সা.) কর্তৃক অনুমোদন, যেমন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) রুমা কূপ কিনে সেটা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।’[১৬৮]

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা ও হাদীস ইসলামী শরী‘আহ্’র ওয়াক্‌ফ আইনের মূল প্রতিপাদ্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্য

ওয়াক্‌ফ-এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাযহাবের আইনবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নে বর্ণিত হলো :

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহারের ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ হল,

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة.

‘কোন বস্তুকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উপযোগকে দান করা।’[১৬৯] এ মত অনুযায়ী কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলে তা ওয়াক্‌ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে না এবং উক্ত সম্পত্তিতে

১৬৬. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, খ. ২, হাদীস নং ২৭৭২, পৃ. ২৯৭

১৬৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮৫৩

১৬৮. ইমাম আহ্‌মাদ নাসায়ী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬০৮

১৬৯. কামালুদ্দীন ইব্‌ন হুম্মাম, *শারহু ফাত্‌হুল কাদীর* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ্, ১৪১৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৬

মালিকের মালিকানাও নিঃশেষ হবে না। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে মালিকানা নিঃশেষ হতে পারে, যেমন সম্পত্তি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলে অথবা তা আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান করলে অথবা যদি ওয়াক্ফকারী তার মৃত্যুর সাথে ওয়াক্ফকে সম্পৃক্ত করে। যেমন এভাবে বলে, আমার মৃত্যুর পর এ ঘরটি অমুক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করলাম।[১৭০]

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, حبس العين على حكم ملك الله تعالى. 'কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দেয়া।[১৭১] 'কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে দিয়ে দেয়া যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ-এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তাঁদের মতে ওয়াক্ফ সম্পাদন করার সাথে সাথেই তা অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই তা আর বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও বণ্টন করা যায় না।[১৭২]

মালিকী মাযহাব

মালিকী ফকীহগণের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ হল,

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلته لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبِّس.

'ওয়াক্ফকারীর ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত হকদারকে কোন বস্তুর উপযোগ অথবা তার উৎপাদন প্রদান করা, যদিও তা বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে হয়।'[১৭৩] মালিকী মাযহাবের এ নীতির আলোকে প্রদত্ত হয়েছে যে, ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান শর্ত নয়। সুতরাং এ মাযহাবের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও ওয়াক্ফ করা যায় এবং মেয়াদ শেষে এর মালিকানা পুনরায় ওয়াক্ফকারীর ওপর প্রত্যানীত হয়। চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান শর্ত না হওয়ার আবশ্যিক দাবি হল, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় বহাল থাকে।[১৭৪]

---

১৭০. আবূ বকর বুরহানউদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, ১৪১০ হি. খ. ৩, পৃ. ১৫; শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাহল আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২০১৩), খ. ১২, পৃ. ৩১

১৭১ ইব্‌ন নুজাইম, (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২০০২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২০২

১৭২. আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ্ ফী মাজহাবিল ইমামিল আ'জাম আবি হানিফা আন-নু'মান* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০

১৭৩. আল-দারযীর, (প্র.বি., ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৯৭

১৭৪. প্রাগুক্ত

শাফিয়ী মাযহাব ও হাম্বালী মাযহাব

শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাবের আলিমগণের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ হল,

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

'মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা।'[১৭৫]

ওয়াক্ফ-এর এ সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞা থেকে ব্যাপক; এতে ওয়াক্ফ আবশ্যক নাকি শুধুমাত্র বৈধ? ওয়াক্ফকৃত সম্পদের মালিকানা কার? ইত্যকার প্রশ্নসহ ওয়াক্ফ সংশ্লিষ্ট গৌণ বিধি-বিধানের ব্যাপারে মতভেদ তৈরির সুযোগ থাকে না। এ কারণে আমরা ওয়াক্ফ-এর সংজ্ঞা হিসেবে এটিকে প্রাধান্য দিতে পারি। এ প্রাধান্যের পিছনে যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. এ সংজ্ঞাটি ওয়াক্ফ-এর মূলনীতি সম্পর্কে মহানবী সা.-এর বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি। উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াক্ফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার।"[১৭৬]

খ. সংজ্ঞায় ওয়াক্ফ-এর প্রকৃত প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই।

গ. সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি বিষয় তথা 'সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ' ও 'এর উপযোগীতা দান করা' সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াক্ফের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদে উপকারভোগী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার থেকে শুধু উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নেই, এই জন্য তা বিক্রিও করা যায় না, বন্ধকও রাখা যায় না, হেবা করা যায় না বা মিরাছের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যায় না[১৭৭]।

ইখতিলাফের কারণ

ওয়াক্ফের প্রকৃতি, ধরণ ও সংশ্লিষ্ট কিছু বিধানের পার্থক্যের কারণে এ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যেমন কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ করলে তা ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে কি না, ওয়াফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে কি না, ওয়াক্ফের মেয়াদ সাময়িক নাকি

---

১৭৫. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং ২৪০; আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুদামা আল-মিকদাসী, *আল-মুগনী*, (রিয়াদঃ রিয়াসাত ইদারাত আল-বহুস আল-'ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়া আল-দাওয়াহ্ ওয়া আল-ইরশাদ, ১৪২১ হি.), খ. ৭, পৃ. ২২৮

১৭৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং ২৭৭২, পৃ. ২৯৭

১৭৭. আবূ যাহরা, মুহাযারাত ফিল ওয়াক্ফ (কায়রো দারুল ফিক্র আল আরবি, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯

চিরস্থায়ী? হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিতে কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলে তা ওয়াক্‌ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যিক হবে বিধায় ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ বাতিল করতে পারবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া ওয়াক্‌ফ বহাল রাখা আবশ্যিক নয়। ওয়াফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে কি না এর বিধানে ইমাম আবু হানীফা ও মালিকী ফকীহগণের মত হল, ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ওয়াক্‌ফের মেয়াদ সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী এ প্রশ্নে ইমাম আবূ হানীফা ও মালিকী ফকীহগণ মনে করেন, ওয়াক্‌ফের মেয়াদ সাময়িকও হতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ সাময়িক হতে পারে না চিরস্থায়ী হতে হবে।[১৭৮]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ

ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ নিয়ে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। আর এ বৈপরিত্য শব্দগত, ভাবগতভাবে অভিন্ন। নিম্নে ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি অভিমত সন্নিবেশিত হল:

অভিমত-১

কারো মতে, ওয়াক্‌ফ তিন প্রকার। যথা:

১. ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ্: যে সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, ঈদগাহ, কবরস্থান ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী: যার আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে ব্যয় হয়।

৩. ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী: যার আয় ওয়াক্‌ফকারীর বংশধরদের মধ্যে সমুদয় বা আংশিক ব্যয় হয়।

অভিমত-২

আবার কিছু সংখ্যক ইসলামী পন্ডিত বলেন, ওয়াক্‌ফ তিন প্রকার। তা হল:

১. ধর্মীয় ওয়াক্‌ফ (ওয়াক্‌ফ লি-আল্লাহ): ধর্মীয় আওকাফ বা ওয়াক্‌ফ লি-আল্লাহ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য রাজস্ব প্রদান করেন।

---

১৭৮. আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদায়ী'উস-সানায়ী' ফী তারতীব আশ-শারায়ী'* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ তাবি.), খ. ৬, পৃ. ২১৮

২. মানবিক ওয়াক্‌ফ (আল-ওয়াক্‌ফ আল-খায়রি): মানবিক আওকাফ বা আল-ওয়াক্‌ফ আল-খায়রা কেবলমাত্র ধর্মীয় আওকাফের চেয়ে তাদের পরিসরে বিস্তৃত: তারা দরিদ্রদের সুবিধার জন্য, পাশাপাশি মৌলিক সামাজিক পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার মতো বিস্তৃত জনস্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত। লাইব্রেরি, রাস্তা এবং সেতু, পার্ক এমনকি প্রাণীদের যত্নের জন্য।

৩. পারিবারিক ওয়াক্‌ফ (ওয়াক্‌ফ লি আল-আওলাদ): ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ তখন অস্তিত্ব লাভ করে যখন কেউ কেউ শুধু অভাবীদের সুবিধার জন্য আওকাফ তৈরি করতে শুরু করে, কিন্তু এমন একটি শর্তও অন্তর্ভুক্ত করে যে তাদের নিজের সন্তান এবং বংশধরদের ওয়াক্‌ফ রাজস্বের অগ্রাধিকার থাকতে হবে শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত দিয়েই দরিদ্রদের উপকার হবে।

যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বার্ষিক আয়ের পঞ্চাশ ভাগের বেশি জনসাধারণের কল্যাণার্থে, ধর্মীয় ও দাতব্য খাতে ব্যয়িত হয়, সে সমস্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট লিল্লাহ্ ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হয়। আর যে সমস্ত এস্টেটের আয় ধর্মীয় উদ্দেশ্যসহ ওয়াকিফের পরিবার ও বংশধরদের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়, সে সমস্ত এস্টেটকে ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৭৯]

অভিমত-৩

কেউ কেউ ওয়াক্‌ফকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. গণওয়াক্‌ফ

২. আধা গণওয়াক্‌ফ ও

৩. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ।

১. জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ

উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হতে মুনাফা ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হলে তাহাকে জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তির আয় হতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৎসংলগ্ন এতিমখানা পরিচালনার জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল । এই ধরণের উৎসর্গকে জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ বলা যায়। জনসাধারণের নিমিত্তে এরূপ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির আয় কোন ব্যক্তি বা পরিবারের ভরণপাষেণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় না।[১৮০]

---

১৭৯. Office of the Bangladesh Waqf Administrator, 4, New Eskaton Road Dhaka–1000, Citizen Chapter: www. waqf.gov.bd

১৮০. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য* ২০২০ (খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা), পৃ. ৩

২. ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ

ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি কোন ব্যক্তি বা পরিবারবর্গের জন্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে তা হলে তাকে ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ বা ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ বলা হয়। এই ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় সাধারণতঃ ওয়াকিফের পরিবার বা বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ পূর্বে বৈধ ছিল না, পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে ওয়াক্ফ বৈধকরণ আইন এর মাধ্যমে তা বৈধ করা হয়েছে।[১৮১]

৩. স্মরণাতীতকাল হতে ব্যবহৃত ওয়াক্ফ

স্মরণাতীতকাল হতে কোন সম্পত্তি ধর্মীয় কাজে যথা মসজিদ পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ বা কবরস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসতে থাকলে উৎসর্গের প্রমাণ ব্যতীত তা ওয়াক্ফ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এই ধরণের ওয়াক্ফকে স্মরণাতীতকাল হতে ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ওয়াক্ফ বলা হয় ।[১৮২]

অভিমত-৪

কারো কারো মতে ওয়াক্ফ প্রধানত দু'প্রকার:

১.ওয়াক্ফ লিল্লাহ্

২.ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ

১. ওয়াক্ফ লিল্লাহ্

ওয়াক্ফ লিল্লাহ্ বা জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ আবার দু'প্রকার।

ক) ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ওয়াক্ফ। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্তান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরি, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা। এরূপ ওয়াক্ফ থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে।

খ) কেবল দরিদ্রের জন্য ওয়াক্ফ। অর্থাৎ এটি সমাজের শুধুমাত্র দরিদ্র, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য ওয়াক্ফ।

১৮১. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য*, পৃ. ৩

১৮২. মো: নিজাম উদ্দিন, *বাংলাদেশে ওয়াক্ফ: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ১৯৯৪, সিনিয়র ষ্টাফ প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থাপিত সেমিনার পেপার), পৃ. ৮

২. ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ

ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ। অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তির পরিবার ও বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা। সাধারণত এ ধরণের ওয়াক্‌ফের সাথে কল্যাণকর কাজে ব্যয়ের কথাও থাকে।[১৮৩]

অভিমত-৫

ওয়াক্‌ফের শ্রেণিভেদ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবীদ ড. মনজের কাহ্‌ফ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সময়ে ওয়াক্‌ফের কোন শ্রেণি বিভাগ না থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামী পণ্ডিতগণ ওয়াক্‌ফকে তিন শ্রেনিতে ভাগ করেন। তিনি বলেন,

> "Through there was no division or categorization of awqaf in the Prophetic period. But subsequently it was categorized into three types by the scholars of Islam: the religious waqf (Waqf li-Allah), the philanthropic waqf (al-Waqf al-Khayrī), and the family waqf (Waqf li al-awlad)."[১৮৪]
>
> 1. Religious awqaf or Waqf li-Allah establish mosques and provide revenues for the maintenance and operation of mosques.
> 2. Philanthropic awqaf or al-Waqf al-Khayrī are broader in their scope than merely religious awqaf: they are established for the benefit of the poor, as well as for wide-ranging public interests such as basic social services, education, health care, libraries, roads and bridges, and parks - and even for the care of animals.
> 3. Quite supposedly, the third type of waqf or waqf alal awlād came into existence when some started to create awqaf not only for the benefit of the needy, but also included a condition that their own children and descendants should have priority to the waqf revenues, with only the surplus going to benefit the poor.[১৮৫]

---

১৮৩. প্রাগুক্ত

১৮৪. Monzer Kahf, '*Waqf and its sociopolitical aspects*' (1992) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com

১৮৫. Andrew White, *The Role of the Islamic Waqf in Strengthening South Asian Civil Society: Pakistan as Case Study*, International Journal of Civil Society Law, Volume IV, Issue 2, April 2006, p.17

উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট যে, ওয়াক্‌ফ মূলত তিন প্রকার। (১) ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্ (২) ওয়াক্‌ফ লিল খাইরি (৩) ওয়াক্‌ফ লিল-আওলাদ। ইসলামী আইনবিদগনের ভাষ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলেও মূল ভাবগত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত দিক দিয়ে সবই অভিন্ন বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে ওয়াক্‌ফের ক্রমবিকাশ

'ওয়াক্‌ফ' ইসলামী শরী'আহ্-এর অন্যতম একটি বিধান। প্রাক-ইসলামী যুগেও ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এমনকি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই ওয়াক্‌ফ রীতির প্রচলন ছিল। তবে তা অন্য কোন পরিভাষায় পরিচিত ছিল। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকগণের মতে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর সময় কালেই সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলাম পূর্ব যুগে ওয়াক্‌ফ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামের সোনালী যুগে ওয়াক্‌ফ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের বিবর্তন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলাম পূর্ব যুগে ওয়াক্‌ফ

ইসলামপূর্ব যুগে ওয়াক্‌ফ বা ভূ-সম্পত্তি দানের রীতি প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তবে তা ওয়াক্‌ফ পরিভাষায় পরিচিত ছিল না।[১৮৬] এ প্রসঙ্গে Duff বলেন, জাহেলী যুগ এবং এর পূর্ব যুগেও বিভিন্ন উপসনালয় বিদ্যমান ছিল, যার কোন একক মালিকানা ছিল না এবং ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিচ্ছবি এগুলোর মধ্যে প্ররিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু আরবগণ বিজিত দেশসমূহে জনকল্যাণে গির্জা, মঠ, অনাথ আশ্রম এবং দুস্থ মানবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বহু দত্ত- সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখতে পান। খ্রিস্টানগণ স্বীয় ধর্মানুযায়ী দাতব্য কাজের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এ সকল দত্ত-সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেত না; বরং বিশপের তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালক এর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।[১৮৭] এছাড়া বিশ্বনবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে বায়তুল্লাহ বা কাবাঘর ও মসজিদে আকসার অস্তিত্ব এর বাস্তব প্রমাণ। ওয়াক্‌ফ-এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে ড. মনজের কাহফ বলেন,

---

১৮৬. গোলাম আব্দুল হক, মুহাম্মদ, *আহ্‌কামে ওয়াক্‌ফ* (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, তাহ্‌কীকে ইসলামী, ১৯৯৯), পৃ. ২

১৮৭. Duff, *The charitable foundation of Byzantium in cambridge bgal essays*, 1926, p. 83.

> The tradition of making waqf was in vogue before Isla(mv.) The first waqf known to the Arab was the construction of the Mosque which has been declared by Allah to be the first mosque built for the pure purpose of His worship.[188] This was the place even in the ancient. Arabia where people of all social strata and country could gather for divine purpose and they were supposed to be hospitalized by the people in Makkah. The Jews, the Christians, the Romans, and the followers of other religions were also in the habit of making donation for some religious purposes. The 'idea of the waqf is as old as humanity.[১৮৯]

এসব পবিত্র স্থানের মুনাফা এবং এগুলো ভোগ-ব্যবহারের অধিকার একক কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল না; বরং সকল মানুষই তাতে শরিক ছিল। সুতরাং এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ওয়াক্ফের অস্তিত্ব ও প্রতিচ্ছবি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে। এমন বহু রীতিনীতি রয়েছে যেগুলোর প্রচলন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের বহু পূর্ব হতেই চালু ছিল। ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে এটা ঠিক যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের পর এসব রীতিনীতি পূর্ণতা পেয়েছে এবং সুন্দর ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছে। ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা বাতলে দিয়ে এগুলোর মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের সীমারেখো টেনে দিয়েছে। মুহাম্মদ আবু যাহরা ওয়াক্ফের উৎপত্তি পর্যালোচনা করে বলেন, ইসলাম ওয়াক্ফকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। ওয়াক্ফকে কেবল উপসনালয় ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দরিদ্র, আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণের মত বিশাল অঙ্গনে অর্থদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।[১৯০] প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মনজের কাহফ বলেন,

> "Islamic endowments are not confined to religious one, but incorporate other areas. According to the waqf of that Rumah Well by

১৮৮. *আল-কুরআন*, ২: ১২৭

১৮৯. Monzer Kahf, 'Waqf and its sociopolitical aspects' (1992) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com

১৯০. মুহাম্মদ গোলাম আব্দুলহক, *আহ্কামে ওয়াক্ফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Uthman (r) is the first civil waqf which was then augmented by Umar (r) through his famous waqf of land in Khaybar.[১৯১]

সম্ভবত প্রাক-ইসলামিক যুগের ওয়াক্ফর সবচেয়ে পরিচিত ও স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফ। এটি প্রথম ইসলামী ওয়াক্ফ, যা নবীদের পিতা এবং মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ) তৈরি করেছিলেন। এটি পবিত্রতম এবং জন নিরাপত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আজও দেদীপ্যমান। পরবর্তীকালে আরবরা এই ঘরের অধিকার গ্রহণ করে এবং এটিকে ইবাদতের জন্য ব্যবহার করে। এক সময় কাবাঘরের ভেতরে ও বাইরে তারা মূর্তি স্থাপন করে এগুলাকে তাদের ইবাদত ও ধর্ম পালনের নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে[১৯২]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামের সোনালী যুগে ওয়াক্ফ

'ওয়াক্ফ' রাসূল কারীম (সা.) এর আমলে ব্যাপকভাবে ওয়াক্ফ প্রথার প্রচলন ঘটে। এর পূর্বে ওয়াক্ফের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান থাকলেও ওয়াক্ফ নামে কোন ব্যবস্থা চালু ছিল না। তখন ঘরবাড়ী ও জমাজমি ওয়াক্ফ করা হত না।[১৯৩] হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রমাণ রয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেছিলেন।[১৯৪]

মহানবী (সা.)-এর সময়ে ওয়াক্ফ

মহানবী (সা.)-এর সময়ে ওয়াক্ফ-এর প্রমাণ রযেছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হল:

১. মাসজিদ কুবা

মহানবী (সা.)-এর সময়ের প্রথম ওয়াক্ফকৃত ভূমির ওপর মাসজিদে কুরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মনজের কাহফ বলেন, 'ইসলামী ইতিহাসে, প্রথম ধর্মীয় ওয়াক্ফ হল মদিনায় কুবা মসজিদ যা ৬২২ সালে নবী মুহাম্মদের আগমনের পর নির্মিত হয়েছিল [এবং যা এখনও] একই জায়গায় একটি নতুন এবং বর্ধিত কাঠামোর সাথে দাঁড়িয়ে আছে।"[১৯৫] মসজিদে কুবা প্রসঙ্গে মুস্তফা আয্-যারক্বা

---

১৯১. Monzer Kahf, Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty: A Case for ZakahAwqaf-Based Institutional Setting of Micro-Finance', Ibid

১৯২. ইকবাল কবীর মোহন, *ওয়াক্ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সাপোন* (গুডওয়ার্ক্ প্রকাশনী বাংলাবাজার ঢাকা), পৃ. ৬৬

১৯৩. ইমাম শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, খ. ৩, পৃ. ২৭৫

১৯৪. আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *আল-বাদাইউস-সানায়ী ফী তারতীবিশ-শারায়ী'*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬

১৯৫. Monzer Kahf, '*Waqf and its sociopolitical aspects*' Ibid, http://monzer.kahf.co(mv.)

বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হয়েছিল সেটি হল 'মসজিদে কুবা' যা রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন, যখন তিনি মদীনায় প্রবেশের পূর্বে 'কুবা' নামক স্থানে অবস্থান করে আমর ইব্ন আওফ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কুলসুম ইব্ন হাদমের মেহমান হয়েছিলেন।[১৯৬] এ প্রসঙ্গে হাদীসে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করে মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বানু নাজ্জার গোত্রের নিকট থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করতে চাইলে তারা এর মূল্য বা বিনিময় নিতে অস্বীকার করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এটি দান করতে চাই।[১৯৭] অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে সেটি গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এটিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তি যা মসজিদে 'কুবা' নামে খ্যাত।[১৯৮]

২. মসজিদ নববী

মহানবী (সা.)-এর সময়ের দ্বিতীয় ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে 'মসজিদ নববী' যা মাদীনা মুনাওয়ারাহ'য় বিশ্বনবী (সা.) নির্মাণ করেন।[১৯৯] মাসজিদে নববীর জমিটির ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে মনজের কাহফ বলেন,

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অনেক আমলও এই অনন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সুস্পষ্ট রেফারেন্স দেয়। আওকাফের মধ্যে ধর্মীয় সেবা ও দাতব্য সেবা/উপার্জনের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই সঠিকভাবেই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে মুহাম্মদ (সা) এর প্রথম ওয়াক্ফ-র সৃষ্টি জমি কেনা এবং তাঁর মসজিদ নির্মাণ ছিল। মদিনায় (আল-মসজিদ আল-নাবাবি)। এ ছাড়া মসজিদটি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আগমনের পরে যা করেছিলেন তা অন্যতম। ইসলামের উপর প্রথম শতাব্দীতে মদীনায় আকাবাফ সম্পত্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন অনেক ঐতিহাসিক মসজিদ এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন: নবীর মসজিদ, মসজিদ কুবা, মসজিদ বানী হারাম, মসজিদ বানু দানির, মসজিদ বানু তুফরাহ, মসজিদ আল-জুমাহ, মসজিদ আল-রিয়াহ, মসজিদ আল সাবাক, এবং মসজিদ আল সাজদা ইত্যাদি।[২০০] এসব মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফ-এর আওতাধীন ছিল।

---

১৯৬. মুহাম্মদ গোলাম আব্দুল হক, *আহ্কামে ওয়াক্ফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৯৭. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী, *আস-সহীহ্*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

১৯৮. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০০), পৃ. ১৪

১৯৯. মুস্তফা আয্-যারক্বা, *আহ্কামুল আওকাফ* (সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭), পৃ. ৮

২০০. Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty: A Case for ZakahAwqaf-Based Institutional Setting of Micro-Finance*, p. 12

৩. উমর (রা.)-এর প্রাপ্ত খায়বরের এক খণ্ড জমি ওয়াক্ফ প্রসঙ্গ

উমর (রা.)-এর প্রাপ্ত খায়বরের এক খণ্ড জমি ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার পিতা উমর (রা.) খায়বারে এক খণ্ড জমি পেয়েছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লার রাসূল! খায়বারে উত্তম এক খণ্ড জমি পেয়েছি, যা ইতোপূর্বে কখনো আমি পাইনি। এটি সাদাকাহ্ করার বিষয়ে আপনি আমাকে পরামর্শ দিন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তুমি চাইলে জমির মালিকানা আটক রেখে এর মুনাফা বা উপযোগ ওয়াক্ফ করে দিতে পার। তখন উমর (রা.) জমিটি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে দিলেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করাও হবে না। তিনি এর উপযোগ ফকির, মিসকিন, মুসাফির, দাসমুক্তি, মেহমান ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকরীদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন এবং বলেন, মুতাওয়াল্লি ভরণ-পোষণ বাবদ এর থেকে খরচ করতে পারবেন ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতেও পারবেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে স্বীয় কন্যা হাফসা (রা.) কে এর মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার অসিয়ত করেন এবং অতপর 'উমরের (রা.) বংশের কাউকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার অসিয়্যত করেন।[২০১] উমর (রা.)-এর 'ছাগ্‌মা' নামক একটি উত্তম খেজুর বাগান ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা উমর (রা.)-এর 'ছাগ্‌মা' নামক একটি উত্তম খেজুর বাগান ছিল। তিনি রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী বাগানটি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে দিলেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না, এবং মিরাসের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যাবে না।[২০২] হাদীসের অপর এক বর্ণনায় আছে, উল্লেখিত সম্পত্তি ছিল 'ছাম্‌গ্' নামক খেজুর বাগান। উভয় হাদিসে খায়বারের এক খণ্ড জমির উল্লেখ রয়েছে, যার নাম ছাম্‌গ্ বা 'ছাগ্‌মা'।[২০৩]

৪. আবু দারদা (রা.)-এর বাগান ওয়াক্ফ

আবু দারদা (রা.)-এর বাগান ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হল, ***'কে আছ এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবে।'*** *আল-কুরআন*, আল-বাকারা (২): ২৪৫। তখন আবু দারদা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌পাক কি সত্যি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর

---

২০১. মুহাম্মদ গোলাম আব্দুল হক, *আহ্‌কামে ওয়াক্ফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২০৩. শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাহল আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১২, পৃ. ৩১।

তো ঋণের কোন প্রয়োজন নেই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে জান্নাত দান করতে চান। এ কথা শুনে আবু দারদা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্কে ঋণ দিলাম। তাঁর আবেগময় কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, একটি বাগান আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দাও এবং অপরটি নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। অতপর আবু দারদা (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম, যাতে ছয়শত ফলন্ত খেজুর গাছ রয়েছে, সেটি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক এর বিনিময়ে তোমাকে জান্নাত দান করবেন।"][২০৪]

৫. 'মুখায়্যিরীক' নামক এক ইহুদী'র ওয়াক্ফ

বিশ্বনবী (সা.)-এর সময়কালে 'মুখায়্যিরীক' নামক এক ইহুদী'র ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা রয়েছে। আয্-যারক্বা ইমাম আবু বকর আল-খাস্সাফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'মুখায়্যিরীক' নামক এক ইহুদী রাসূল (সা.) এর প্রতি বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতেন। রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালবাসার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অংশ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিহত হন। যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তিনি অসিয়্যত করে গিয়েছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার সব সহায়-সম্পত্তির মালিক হবে রাসূল (সা.)। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করবেন।"[২০৫] অসিয়্যত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) মুখায়্যিরীকের সকল সম্পত্তি নিজের জিম্মায় নিয়ে নেন এবং সর্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য তা ওয়াক্ফ করে দেন। এ হাদিসটি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালেকও বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন বশীর ইব্ন হামিদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর খিলাফত কালে বলেছিলেন, আমি মদিনার বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজিরদের এক বিরাট সমাবেশে শুনেছি, বিশ্বনবী (সা.) যে সাতটি বাগান ওয়াক্ফ করেছিলেন তা মুখায়্যিরীকেরই সম্পদ ছিল।[২০৬] তিনি বলেন, আমি ঐ বাগানগুলোর খেজুর খেয়েছি, এর মত সুমিষ্ট ও সুস্বাদু খেজুর ইতোপূর্বে আমি আর কখনও খাইনি।

---

২০৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *কুরআন কারীম*, সংক্ষিপ্ত তাফসির, অনুবাদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান (মদিনা মোনাওয়ারাঃ বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ), পৃ. ১৩৫

২০৫. মোস্তফা আয-যারকা, *আহকামুল আওকাফ* (বৈরুতঃ মাত্বায়াহ্ জামি'আহ্ সূরিয়াহ্, ১৯৪৭), পৃ. ৮

২০৬. মাসুর ইব্ন রাফা কা'আব ইব্নুল কারযী থেকে বর্ণনা করেন, সে সাতটি বাগান হচ্ছে, ১. আল-আওয়াফ ২. আস-সাগিয়াহ্ ৩. আদ-দাল্লাল ৪. আল-মুসিব ৫. বারলাতাহ ৬. হাসনা ৭. মাশরাবাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম। (মোস্তফা আয-যারকায়া, *আহ্কামুল আওকাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৬. আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর ওয়াক্‌ফ

পারিবারিক ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে অপর একটি হাদিস আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা আনসারী (রা.) সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। 'বায়রূহা' নামে তাঁর একটি প্রিয় বাগান এবং বাগানের মধ্যে একটি কূপ ছিল। এটি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এখানে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন এবং কূপের পানি পান করতেন। যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হল, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে যতক্ষণ না দান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে না।"[২০৭] তখন আবু তালহা (সা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'বায়রূহা' আমার সম্পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এটি আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। আপনি যে ভাবে ইচ্ছা এটি ব্যবহার করতে পারেন। মহানবী (সা.) খুশী হয়ে বললেন, এটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এটি ওয়াক্‌ফ করে দাও। আবু তালহা (রা.) তাই করলেন।[২০৮]

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিজস্ব ওয়াক্‌ফ

ক. উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর তিনটি বাগান ছিল। এর মধ্যে 'ফিদাক' নামক বাগানটি তিনি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। আর 'খায়বর' নামক বাগানটিকে তিন ভাগে ভাগ করে দুই অংশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য এবং বাকী এক অংশ রাসূল (সা.) এর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। রাসূল (সা.)-এর পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অবশিষ্ট থাকলে তা গরীব মুহাজিরদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেন।

খ. আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌নুল-মুস্তালিক থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইন্তিকালের সময় তাঁর আরোহনের বাহন আল-বায়দা, যুদ্ধ-উপকরণ ও জমা-জমি সব কিছুই ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন।[২০৯]

মূলত এভাবে রাসূল কারীম (সা.)-ই ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার শার'য়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পরবর্তী ইসলামী সমাজের সকল যুগে অনুকরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

খুলাফাহ্ রাশিদীনদের ওয়াক্‌ফ

এক. আবু বকর (রা.)-এর ওয়াক্‌ফ

---

২০৭. *আল-কুরআন*, ৩: ৯২

২০৮. মুহিউদ্দিন আন নব্বী, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ২২৬

২০৯. ড. মুহাম্মদ উবায়দুল কুবাইসী, *আহ্‌কামুল ওয়াক্‌ফ ফি শারি'আতিরল ইসলামিয়্যাহ্* (বাগদাদ: ইরশাদ প্রকাশনী, ১৯৭৭), খ. ১, পৃ. ৯৬; (সহীহ বুখারী, সূনান কুবরা (বায়হাকী), সূনান নাসাঈ এবং দার আল-কুতনী)।

আবু বকর (রা.)-এর ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা এসেছে, মক্কায় আবু বকর (রা.)-এর এক বিরাট জায়গা ছিল। যেখানে তাঁর সন্তানরা এবং বংশ পরম্পরা বসবাস করে আসছিলেন। এ জমি 'ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ' করা হয়েছিল, যার কারণে এটি কখনো বণ্টিত হয়নি।[২১০]

দুই. উমর (রা.)-এর ওয়াক্ফ

ক. উমর (রা.)-এর খিলাফাতকালের ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, উমর (রা.) তাঁর খিলাফত কালে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাজির ও আনসারদের এক বড় অংশকে ডেকে এর সাক্ষী রাখেন। এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে যাদের নিকট সম্পদ ছিল তাঁরা সকলেই এ শর্তে সম্পদ ওয়াক্ফ করেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না কিংবা মিরাসের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যাবে না।[২১১]

খ. উমর (রা.)-এর খিলাফাতকালের ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনায় 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) ওয়াক্ফ করার পর যে ওয়াক্ফনামা লিখেছিলেন আমি সেটি তাঁর হাতে দেখেছি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি সে ওয়াক্ফের মুনাফা হকদারদের নিকট বণ্টন করতেন। উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর এ ওয়াক্ফনামা ও দায়িত্ব তাঁর কন্যা হাফসার (রা.) নিকট আসে। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণ এর মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন।[২১২]

তিন. উসমান (রা.)-এর ওয়াক্ফ

ক. উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালের ওয়াক্ফ-এর প্রায়োগিকতা প্রসঙ্গে বর্ণনা রয়েছে। ফারওয়া ইব্ন আযিনা বর্ণনা করেন যে, আমি আবদুর রহমান ইব্ন লোবান ইব্ন উসমানের (রা.) নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ লেখা দেখেছি। যার মধ্যে লেখা ছিল, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, এ সম্পত্তি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ করেছেন। তিনি তাঁর পুত্র লোবান ইব্ন উসমানের জন্য খায়বারের ঐ সম্পত্তিটি ওয়াক্ফ করেন যেটিকে 'ইব্ন আবিল-হাকীমের সম্পত্তি' বলা হয়। এ সম্পত্তি কখনো বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনও করা যাবে না। ওয়াক্ফনামায় সাক্ষী হিসেবে আলী (রা.) ও উসামা ইব্ন যায়েদের (রা.) নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২১৩]

এছাড়া উসমান (রা.) কর্তৃক আরো দু'টি ওয়াক্ফের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান:

---

২১০. বুরহান উদ্দিন ইব্ন আবু বকর, *কিতাবুল ইস্‌তি'আফে ফি আহ্‌কামিল আওকাফ* (মিসর: হিন্দী প্রকাশনী, ১৯০২), পৃ. ৬

২১১. আবু বকর আল-খাস্‌সাফী, *আহ্‌কামুল ওয়াক্ফ* (মিসর: মাতবায়ে দিওয়ানুল আওকাফ, ১৯০৪), পৃ. ৫

২১২. হাসান রাজা, *আহ্‌কামুল আওকাফ* (বাগদাদ: মাতবায়া আল-কাইযুল আহ্‌লিয়া, ১৯৩৮), পৃ. ৫

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

খ. নবী রাসূল (সা.) যখন মদীনা পৌঁছছিলেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বি'র রমাহ (রমাহ ওয়েল) ব্যতীত এই শহরে পানীয় জল খুব কম ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "কে তার বিয়ের রমাহ্কে সেখান থেকে টানা জল সমানভাবে তার সহযোদ্ধাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য কিনে দেবে এবং জান্নাতে আরও ভাল কূপের পুরস্কার পাবে?" উসমান (রা.) এর অর্ধেক মালিক তার মালিকের কাছ থেকে কিনেছিলেন, যিনি একজন ইহুদি ছিলেন, নিজের অর্থ দিয়ে ইহুদী সেই দিনের জন্য পানি আনবে এবং পরের দিন মুসলমানরা টানবে। এই চুক্তিটি দু'দিন অব্যাহত ছিল, যখন ইহুদী এসে বলল যে পানি মুসলমানদের দ্বারা দূষিত হয়েছে এবং উসমান (রাঃ) কে যে কূপটি কিনেছিল এবং পুরোপুরি মুসলিমদের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ বানিয়েছিল তা পুরোপুরি কিনতে বলেছিল।

গ. দ্বিতীয়ত. উসমান (রাঃ) কর্তৃক নবী মসজিদ সম্প্রসারণ এবং এটিকে একটি অর্থ-প্রদানের জন্য কেনা জমি সম্পর্কিত'।[২১৪]

চার. আলী (রা.)-এর ওয়াক্ফ

আলী (রা.)-এর ওয়াক্ফের দৃষ্টান্ত হল– উমর ইব্ন খাত্তাব আলী (রা.) কে প্রবাহমান ঝর্ণা ও পাহাড় ব্যষ্টিত একটি খেজুরের বাগান দিয়েছিলেন। আলী (রা.) এর সাথে আরো এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তার মধ্যে কূপ খনন করেন। এ কূপ থেকে সুমিষ্ট পানি পাওয়া যেত। আলী (রা.) এটি ফকির, মিসকিন, মুসাফির, মুজাহিদ, নিকট প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, যুদ্ধ সময়, যুদ্ধ বিহীন শান্তির সময় কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[২১৫]

অন্যান্য সাহাবীদের ওয়াক্ফ

আবু তালহা (রা.), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.), যুবাইর (রা.), মুয়াজ (রা.), উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.), হাফসাসহ (রা.) অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ নিজ জমি, বাগান ইত্যাদি ওয়াক্ফ করেন। জাবির ইব্ন আনসারী (রা.) বলেন, রাসল (সা.) এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে আমি যাদেরকে চিনি, তারা সকলেই নিজ নিজ জমাজমি বা সম্পদ থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই আল্লাহর পথে দান করেন। এ দান এমন ছিল যে, তা কেনাও যায় না, হিবা করাও যায় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিতও হয় না। বস্তুত একেই ওয়াক্ফ বলে।[২১৬]

২১৪. আহমাদ আন-নাসায়ী, *আস-সুনান আল-কুবরা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ্, ১৯৯১ খ্রি.), হাদীস নং ৩৬০

২১৫. আবু বকর আল-খাস্সাফী, *আহকামুল ওয়াক্ফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫;

২১৬. আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *আল-বাদাইউস-সানায়ী ফী তারতীবিশ-শারায়ী'*, খ. ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

উমাইয়া ও পরবর্তী শাসনামলে ওয়াক্‌ফ

- উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক রাজধানী দামেস্কে অন্ধ, বধির ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য সরকারি খরচে সেবক নিয়োগ করেন।
- দামেস্কে এমন একটি ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা গরিব গৃহভৃত্যদের সাহায্য করত। ওখানে দুধ থেকে মাখন বের করার জন্য এক প্রকার বিশেষ পাত্র পাওয়া যেতো। ঐগুলো কোন ভৃত্যের হাতে ভাঙ্গা গেলে তাদেরকে মনিবদের হাতে প্রহৃত হতে হত। এ জন্য ঐ পাত্রের ভগ্নাংশ কোন গরিব ভৃত্য যদি ঐ ওয়াক্‌ফ সংস্থার কাছে পেশ করত, তখন তাকে সাহায্য স্বরূপ একটি মাখন তৈরির নতুন পাত্র দিয়ে দিত। ঐ যুগে "নারী কল্যাণ সংস্থার" অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়।
- মরক্কোতে এধরণের একটি ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে, উভয়ের পক্ষে এক জায়গায় সহাবস্থান আর সম্ভব নয়, তখন নারীরা সেখানে গিয়ে অবস্থান করত। সেখানে তাদের দৈনন্দিন সকল জীবনোপকরণ পৌঁছিয়ে দেয়া হত। এভাবে সপ্তাহ বা দিন দশেক পর যখন স্বামী-স্ত্রীর ক্রোধ কমে আসত, তখন উভয়ে আপোসের উদ্যোগী হত। অতপর স্ত্রী স্বামীর গৃহে চলে যেতো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চিরদিনের জন্যও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতো। তবে উক্ত ওয়াক্‌ফ সংস্থা মাঝখানের অন্তরবর্তী কালীন সময় ঐ জাতীয় পরিস্থিতির শিকার কোন মহিলাকে সাহায্য করত।
- মুসলিম শাসনামলে তিউনিসিয়ায় ওয়াক্‌ফ হাম্মাম নামে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল। যে ব্যক্তির হাম্মামে যাওয়ার প্রয়োজন অথচ তার কাছে অর্থ নেই, তখন এ সাহায্য সংস্থা থেকে তাকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হত। কারণ শীতের সময় ফজরের পূর্বে হাম্মামে যাওয়ার আশু প্রয়োজন দেখা দিত। তিউনিসিয়ায় উল্লেখযোগ্য আর একটি ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের নাম 'মনিসুল আলীল' বা রোগী কল্যাণ সংস্থা। এ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ সকল ইমাম ও মুয়ায্যিনকেও পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা থাকতো, যারা ফজরের পরে সুললিত কণ্ঠে তাসবিহ-তাহলীল পড়ায় মগ্ন থাকতেন।[২১৭]
- মিসরের ওয়াক্‌ফ প্রথা সম্পর্কে মাক্‌রীযীর দেয়া তথ্য মতে আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল মাযারাঈ (মৃ.৩৪৫/৯৫৬) প্রথম ব্যক্তি যিনি পবিত্র নগরীসমূহে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কৃষিযোগ্য জমি ওয়াক্‌ফ করেন। অবশ্য এর পূর্বে বাড়িঘর ওয়াক্‌ফ করার রীতি প্রচলিত

---

২১৭. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৪০৭-৪০৮

থাকলেও আবাদী কৃষিজমি ওয়াক্ফ করা হত না। ফাতিমীগণ গ্রাম্য ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করা অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কাদি-উল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) এর উপর দীওয়ানুল-আহবাসের সাহায্যে তা তদারকীর ভার ন্যস্ত করেন।[২১৮]

- ৩৬৩/৯৭৪ সনে আল মু'ইয্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং ওয়াক্ফ দলীল সরকারি খাজাঞ্চিখানায় (বায়তুলমাল) জমা দিতে নির্দেশ দেন। ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারা দিয়ে বাৎসরিক কর দাঁড়ায় তখন ১,৫০০,০০০ দিরহাম। উক্ত অর্থ হতে দান গ্রহীতাকে বৃত্তি দেয়ার পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তা সরকারি খাজাঞ্চিখানার প্রাপ্য হত। এরূপ ইজারা দেয়ার রীতির ফলে আল হাকিমের আমলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় এত কমে গিয়েছিল যে, মসজিদসমূহের ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট হত না। তাই ৪০৫/১০১৪ সনে তিনি বিরাট আকারে নতুন সংস্থা স্থাপন করেন এবং মসজিদগুলোর অবস্থা নিয়মিত তদারক করেন।[২১৯]

মামলুকদের রাজত্বকাল ও পরবর্তীকালে ওয়াক্ফ

মাম্লুকদের রাজত্বকালে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(১) আওকাফ আহ্বাস

বাদশাহ্ বা সুলতানরা এগুলো তদারকীতে থাকতেন। একজন নাজির বিশেষ দীওয়ান (দফ্তর) দ্বারা কার্য নির্বাহ করাতেন। মিসরের প্রদেশগুলোতে আহবাসের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি থাকতো (৭৪০/১৩৩৯ সনে, ১৩০,০০০ফাদ্দান) এবং তা মসজিদ ও যাবি'য়াগুলোর পরিচালনায় খরচ করা হত। মাক্রীযী বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার ও অবহেলার জন্য তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেন যে, দুর্নীতির মাধ্যমে ঐগুলো আমীরগণ হস্তগত করে। দান গ্রহণকারীদিগকে ফকীহ্ বা খতীব নামে ডাকা হত। কিন্তু তারা ফিকাহ্শাস্ত্রের কিছুই জানতো না কিংবা ধর্ম প্রচারের কাজও জানতো না।[২২০]

(২) আওকাফ হুক্মিয়া

মিসর ও কায়রোতে এরূপ ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত ছিল শহরের জমি। এগুলোর উৎপন্ন আয় দু'টি পবিত্র নগরী এবং অন্য প্রকার দান কার্যের জন্য নির্ধারিত ছিল। এগুলো কাদিল-কুদাতের পরিচালনাধীন

---

২১৮. আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

২১৯. আল-মাকরীযী, *কিতাবুল খিতাত*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২২০. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

ছিল। আর নাযির কার্য নির্বাহ করতেন। নগরীর প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করে বিশেষ দীওয়ান (দফতর) থাকতো।[২২১]

(৩) আওকাফ আহ্‌লিয়া বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ

মুসলিম শাসনামলে আওকাফ আহ্‌লিয়া বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার প্রচলন ছিল।

মিসর ও সিরিয়াতে এ খাতে খানকাহ্‌, মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য প্রচুর জমিজমা ও ভূসম্পত্তি ছিল। এর মধ্যে কতগুলো সরকারি খাস জমি ছিল, পরে সেগুলো দখল করে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছিল। মিসরের ন্যায় অপরাপর মুসলিম দেশেও এরূপ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।[২২২]

ওয়াক্‌ফের অন্যান্য রূপপরিক্রমা

১. ইজারায়তন

মিসর ও ত্রিপলীসহ প্রাক্তন গোটা তুর্কী সাম্রাজ্যে এ ধরণের বিস্তৃত চুক্তিপত্রের নাম ছিল 'ইজারায়তন'। এর বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত 'ইজারা-ওয়াহিদা' নামে পরিচিত ছিল। এতে টাকার দু'টি অংক থাকায় এ নামে অভিহিত হত। অংক দুটির একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর জমির মূল্য অনুযায়ী রায়ত কর্তৃক এককালীন দেয় অর্থ এবং অন্যটি বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রতি বছর দিতে হত। এসব এ জন্য যাতে দত্ত সম্পত্তির মালিকানাসত্ত্ব কোন প্রকারে লোপ না পায়। জমাজমি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং তাকে উৎপাদনক্ষম রাখতে রায়ত বাধ্য থাকতো। পরিচালকদের অনুমতিক্রমে রায়ত ঐ সম্পত্তি অসিয়্যাত করতে বা সত্ত্ব বিক্রি করতে পারত। রায়ত উত্তরাধিকারী বিহীন অবস্থায় মরে গেলে উক্ত ভূমি মুক্ত হিসেবে পুনরায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সংযোজন বলে বিবেচিত হত।[২২৩]

২. হিকর

সিরিয়া ও মিসরে অপর এক ধরণের চুক্তিপত্র প্রচলিত ছিল তার নাম 'হিকর'। এটা ত্রিপোলী ও তিউনিসের কিরদারের অনুরূপ। কিন্তু তা খাজনা ভূমির মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হত। রায়ত তা শুধু উইলযোগে হস্তান্তর করতে পারত। কিন্তু নতুন নির্মিত ঘরবাড়ি এবং নতুন রোপিত বৃক্ষাদিতে তার অবাধ অধিকার থাকতো, কেবল খাজনা অনাদায়েই চুক্তিপত্র বাতিল হত।

---

২২১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

২২২. প্রাগুক্ত

২২৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৬ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ২১৪

৩. মুকাতা'আ

মুসলিম শাসনাধীন তুরস্কে মুকাতা'আ চুক্তিপত্র নামে এক ধরণের জমি ওয়াক্ফের দানপত্র ব্যবস্থাপনার প্রচলন ছিল।[২২৪]

৪. এনযেল

তিউনিসে এনযেল (ইনযাল) চুক্তিপত্র নামে এক ধরণের জমি ওয়াক্ফের দানপত্র ব্যবস্থাপনারও প্রচলন ছিল।[২২৫]

৫. আনা

আলজিরিয়াতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল পর্যন্ত 'আনা' চুক্তিপত্র নামে এক ধরণের জমি ওয়াক্ফের দানপত্র ব্যবস্থাপনার প্রচলন ছিল।[২২৬]

৬. গেলজা

মরক্কোতে 'গেলজা'[২২৭] চুক্তিপত্র নামে এক ধরণের জমি ওয়াক্ফের দানপত্র ব্যবস্থাপনার প্রচলন ছিল।[২২৮] সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে 'খালউ আল ইনতিফা' চুক্তিপত্র প্রচলিত ছিল।[২২৯] এ সকল চুক্তিপত্রে কেবলমাত্র ফল ভোগের অধিকার দেয়া হত। মূল সম্পত্তিটি ওয়াক্ফের সম্পত্তিই থেকে যেত এবং খাজনা আদায় দ্বারা তা স্বীকৃত হত।[২৩০]

পারিবারিক ওয়াক্ফ (ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ) সে কালেই প্রবর্তিত হয়, যে সময় থেকে জনকল্যাণে ওয়াক্ফ করা শুরু হয়। এর দৃষ্টান্ত ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক 'ফুসতাতে' অবস্থিত তাঁর বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু তাঁর বংশধরদের জন্য দলিল সহকারে ওয়াক্ফ করার মধ্যে।[২৩১] উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সম্পত্তিটা যাতে খণ্ড-বিখণ্ড না হয়ে অক্ষুন্ন থাকে সে উদ্দেশ্যে এরূপ ওয়াক্ফ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও পারিবারিক ওয়াক্ফ প্রথার ব্যবহার লক্ষণীয়।

---

২২৪. Monzer kahf, *Financing the Development of Awqaf property*, The American Journal of Islamic Social Science, Vol- 6 No- 4 U.S.A, 1999, p. 51

২২৫. Ibid

২২৬. Ibid

২২৭. Ibid

২২৮. Ibid

২২৯. Ibid

২৩০. Ibid

২৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফিয়ী', *কিতাবুল উম্ম*, খ. ৩, পৃ. ২৮১-২৮৩

এজন্য পারিবারিক ওয়াক্ফ বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন মিসরে ১৯২৮-১৯২৯ সালে এরূপ ওয়াক্ফের আয় অন্যান্য যাবতীয় ওয়াক্ফের মোট আয় অপেক্ষাও অধিক ছিল।[২৩২] Encyclopedia of Religion এ বলা হয়েছে,

> "Colonial power and Muslim government alike come to see as an impediment to progress and development. In the late Ottoman empire, for example, making use of the opinions of certain classical jurists, the authorities first removed agricultural lands from waqf. In postrevolationary Egypt, family waqfs were dissolved, the mawaquf becoming simply the property of the heirs, to be disposed of in a normal way. It them became illigal to make new charitable waqf, though existing ones were retained and managed by a government ministry. Similar patterns of dealing with waqf have obtained in other moderning Muslim countries."[২৩৩]
>
> [উপনিবেশিক শক্তি এবং মুসলিম সরকার উভয়ই অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অটোমান সাম্রাজ্যের শেষদিকে, কিছু ধ্রুপদী আইনবিদদের মতামতকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রথমে কৃষি জমিগুলি ওয়াক্ফ থেকে সরিয়ে দেয়। উত্তর-পূর্বের মিশরে, পারিবারিক ওয়াক্ফগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়, মাওকুফ কেবল উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি হয়ে যায়, একটি সাধারণ উপায়ে নিস্পত্তি করা হয়। এটি নতুন দাতব্য ওয়াক্ফ তৈরি করা তাদের পক্ষে অবৈধ হয়ে উঠল, যদিও বিদ্যমানগুলিকে সরকারী মন্ত্রণালয়ের দ্বারা বজায় রাখা এবং পরিচালনা করা হয়েছিল। ওয়াক্ফের সাথে কাজ করার অনুরূপ রীতিগুলি অন্যান্য আধুনিকতর মুসলিম দেশগুলিতেও পেয়েছে।]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্ফের বিবর্তন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

১৯২৫ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তুরস্কে কৃষিযোগ্য জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল ওয়াক্ফের অন্তর্ভূক্ত।[২৩৪] ১৯৮৩ সালে সেখানে একটি ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পে ওয়াক্ফ সম্পদ বিনিয়োগে একটি ওয়াক্ফ ব্যাংক ফিন্যান্স করর্পোরেশন

---

২৩২. Monzer Kahf, *Financing the Development of Awqaf property*, op, cit, p. 52

২৩৩. Mircea Elaide, op, cit, p. 338-339

২৩৪. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আলজেরিয়ায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল মোট আবাদী জমির অর্ধেক। তিউনিসে ১৮৮৩ সালে ছিল এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৩৫ সালে মিসরে ছিল মোট সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ আবুল হাসান মু. সাদেক বলেন,

> 'Various studies indicate that fully three-fourths of the lands consisting of the Ottoman Empire were established as waqf lands; in the mid 19th century, waqf agricultural land constituted half of the size of land in Algeria' and one-third in Tunisia; and even in the mid - 20th century, one-eighth in Egypt.'[২৩৫]
>
> [বিভিন্ন গবেষণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে গঠিত পুরোপুরি তিন-চতুর্থাংশ ভূমি ওয়াক্‌ফ ভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ওয়াক্‌ফ কৃষিজমি আলজেরিয়ার জমির পরিমাণের অর্ধেক এবং তিউনিসিয়ায় এক তৃতীয়াংশ গঠিত; এমনকি এমনকি ২০ শতকের মধ্যভাগে, মিশরে এক-অষ্টমাংশ।]

১৯৩০ সালে ইরানে এ সম্পদ ছিল প্রায় শতকরা পনের ভাগ। ওয়াক্‌ফ খাতে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকার ফলে অনেক দেশ যেমন বহু সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছে তেমনি কোন কোন দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিও সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এর একটি কল্যাণকর দিকও ছিল। ওয়াক্‌ফ করা জমি কোন ক্রমেই রেহান দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও এ সকল ধন-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সর্বত্র অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং প্রায়শ মালিকানা সম্পর্কে আইনগত অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ফলে বিগত শতকে সর্বত্র ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ (ফ্রান্স) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলো যে, তাদের অধীন মুসলিম উপনিবেশগুলোতে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়। আর তৎকালীন যুগের মুসলমানরাও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অমনোযোগী ছিল না।[২৩৬] এ প্রসঙ্গে Encyclopedia of Islam- এ বলা হয়েছে,

> উনিশ শতকের মধ্যভাগে আলজেরিয়ার আবাদযোগ্য জমির প্রায় অর্ধেক (১/২) ওয়াক্‌ফকে উতসর্গ করা হয়েছিল বলে অনেক মুসলিম দেশে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তেমনিভাবে তিউনিসে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) (১৮৮৩), তুর্কি সাম্রাজ্যে (৩/৪), (১৯২৮), মিশরে (১/৭) (১৯৩৫), ইরানের প্রায় ১৫% (১৯৩০), পুরো আবাদি জমি ওয়াক্‌ফের

---

২৩৫. Abdul Hasan (MV.) Sadeq, *'Waqf, perpetual charity and poverty alleviation'* (2002) 29 (1/2) International Journal of Social Economics 135, citing at 139

২৩৬. Mircea Elaide, op, cit, p. 338

হাতেখড়ি হয়েছিল। ওয়াক্‌ফের অধীনে এত বিস্তৃত জমি অধিগ্রহণের ফলে বহু দেশকে বহু সংস্কার চালু করতে প্ররোচিত করেছিল। সুতরাং, মিশর ১৯৪৬ সালে একটি আইন প্রণীত, যার অধীনে সমস্ত পরিবারকে অস্থায়ী করা হয়েছিল। তারপরে ১৯৫২ সালে একটি নতুন ডিক্রি জারি করা হয়েছিল যে দাতব্য উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনও প্রাইভেট ওয়াক্‌ফ তৈরি করা যায়নি। মিশর, যা ওয়াক্‌ফ পরিচালনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, ওয়াক্‌ফের অনুমোদনের বিষয় হিসাবে ব্যাংক অনুমোদিত হয়েছিল। সিরিয়ায়, পরিবার ওয়াক্‌ফের প্রশ্নটি ১৯৪৯ সালে নিষিদ্ধ ছিল, যখন লেবাননে এটি অনুমোদিত ছিল কিন্তু সময়সীমার মধ্যে দু'টি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার পরে মালিকানা ওয়াক্‌ফিফ বা উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে আসে। সুতরাং, ওয়াক্‌ফ একটি অপরিবর্তনীয় আইনী লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হয়নি। অধিকন্তু, ফরাসী .পনিবেশিক শাসনামলে তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কয়েকটি সংস্কার চালু করা হয়েছিল যেখানে জমির আইনী অবস্থানকে পুরোপুরি ফরাসী আইনের আওতায় আনা হয়েছিল এবং ওয়াক্‌ফের বিক্রয়কে (বাস্ড়বে) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্স সর্বপ্রথম আলজেরিয়ায় এ সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দেয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর ১৮৭৩ সালের ২৬ জুলাই এক আইন বলে সমস্ত ভূমির আইনগত অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ফরাসী আইনের আওতাধীন করে নেয় এবং এর বিরোধী সব শর্ত রহিত করে দেয়। মূলত এতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিক্রয় আইনগতভাবে সিদ্ধ করা হয়। তথাপি যাতে মুসলমানদেও ধর্মীয় অনুভূতিতে অথবা পারিবারিক জীবন-যাপনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখা হয়।[২৩৭]

---

২৩৭. The need for reform in many Muslim countries arises due to the fact that about one half (1/2) of the cultivable land in Algeria in mid nineteenth century was dedicated to waqf. Similarly, in Tunis one third (1/3) (1883), in Turkish Empire (3/4), (1928), in Egypt (1/7) (1935), in Iran about 15% (1930), of the whole arable land was endowed to waqf. The accumulation of such extensive possession of land under waqf had prompted many countries to introduce many reforms. Thus, Egypt enacted a law in 1946 under which all family awqāf were made temporary. Then, in 1952, a new decree was issued to the effect that no private waqf could be created except for charitable purposes. Egypt, which also has a long history of waqf management, allowed bank credit as a subject of waqf endowment. In Syria, the question of family waqf was prohibited in 1949, while in Lebanon it was allowed but limited to two generations in duration after which ownership reverts to wāqif or heirs. Therefore, the waqf was not considered to be an irrevocable legal transaction. Furthermore, several reforms were introduced both in Tunisia and Algeria during the French colonial rule where the legal position of land was brought completely under French law and the sale of waqf (habous) was recognized in practice." (Gibb, H.A.R and I. H. Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, South Asian Publication. Karachi: (1981). p. 628).

১৮৮৮ সালের ২২ জুন এক নির্দেশে তিউনিসিয়ায় 'এনজেল' চুক্তিপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং এর পরবর্তী ক্রমাগত সরকারি নির্দেশাবলী ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ১৯০৮ সাল হতে Counscil Superieur des Habous ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং ১৯৭৪ সালে জনসাধারণের ওয়াক্ফসমূহ পরিচালনার জন্য যে কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয় এ কাউন্সিলটি তার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকে। মরক্কোতে ১৯১২ সালে Direction des Habous প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পারিবারিক ওয়াক্ফ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অতঃপর ১৯১৩ সালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারা দেয়া সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ঘোষণা করা হয়।[২৩৮]
উনবিংশ শতকের গোড়ারদিকে তুরস্কে ওয়াক্ফ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা গঠন করা হয় এবং ১৮৪০ সালে এর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার ওয়াক্ফের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয় এবং তা তদারকীতে গতি ফিরে আসে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চের ধর্ম-নিরপেক্ষ আইন অনুসারে ওয়াক্ফ মন্ত্রীর পদ বিলোপ করা হয় এবং ওয়াক্ফ কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সাধারণ পরিচালনা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ বিভাগের কর্তব্য ছিল জনহিতকল্পে অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলোকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে লাগিয়ে যাবতীয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিলোপ সাধন করা। মিসরে মোহাম্মদ আলী সরকারের আমলে যাবতীয় ওয়াক্ফ কৃষি জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কেবলমাত্র ওয়াক্ফকৃত ঘরবাড়ি ও বাগান স্থিতাবস্থায় রাখা হয়। ১৮৫১ সালে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াক্ফ পরিচালনা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের পর বিভাগটি ১৯১৩ সালে একটি মন্ত্রীর দপ্তরে উন্নীত হয়। ১৮৯৫ সালের ১৩ জুলাই এক যৌথ ঘোষণা অনুসারে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত সমস্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি উক্ত কেন্দ্রীয় পরিচালনা বিভাগের অধীনে আনা হয়। সে সঙ্গে কোন কোন পারিবারিক ওয়াক্ফ কোন কারণবশত বিচার বিভাগের রায় মতে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা অনুযায়ী এ বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। ওয়াক্ফ বিধান সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়াক্ফ সম্পর্কেও খসড়া আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে কমিটির প্রস্তাবগুলো কিছু কিছু সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়। এ নতুন আইনের বিশেষত্ব ছিল সকল পারিবারিক ওয়াক্ফ উক্ত সময় হতে অস্থায়ী বিবেচিত হবে, এমনকি জনসাধারণের হিতার্থে সম্পাদিত ওয়াক্ফও যদি মসজিদ কিংবা কবরস্থানের জন্য সম্পাদিত না হয়ে থাকে, তবে তাও সাময়িক বা অস্থায়ী বলে

২৩৮. Mircea Elaide, op, cit, p. 338

গণ্য হবে।[২৩৯] ফিলিস্তীন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশনামার (Mandates) ধারামতে শরী'আহ্ এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করবে। ফিলিস্তীনে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটি সর্বোচ্চ মুসলিম পরামর্শ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইরাকে ১৯২৪ সালে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়াক্‌ফের জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে ফরাসী নির্দেশাধীন অঞ্চলসমূহে ওয়াক্‌ফগুলো তত্ত্বাবধানকারী শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।[২৪০] আর স্বাধীন সিরিয়া ও লেবাননে এর পরিবর্তে মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। মিসরের ১৯৪৬ সালে আইনের সাধারণ ধারা অনুসরণে ১৯৪৭ সালে আইন দ্বারা লেবাননে পারিবারিক ওয়াক্‌ফ সংস্কার করা হয়। সিরিয়াতে ১৯৪৯ সালে আইন দ্বারা তা নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইন বলে এ ধরণের ওয়াক্‌ফের দেনা পাওনা পরিশোধ করে তা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, তাতারস্থান, বশখিরিয়া, ডলগাউরাল অঞ্চলের মতো রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চল অথবা মধ্য এশিয়ার যেসব অঞ্চল এক সময় রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল সেসব জায়গায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তাদের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনে থাকার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।[২৪১] তখন মূল সম্পদ হিসেবে ভূসম্পত্তিকেই ধরা হত। এটা শিল্প বিপ্লবের বহু আগের কথা। সে সময় সম্পদ বলতে বুঝাত একদিকে জায়গা-জমি আর অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য। ড. ওমর চাপড়া তাঁর Islam and the Economic Challenge বইতে ওয়াক্‌ফের বিরাট ভূমিকা ও গুরুত্বেও বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরে বলেছেন, এক সময় মুসলিম বিশ্বের ১০ থেকে ১৫ ভাগ সম্পদ ওয়াক্‌ফের অধীন চলে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে ফেলে। ফলে ওয়াক্‌ফের অধীন যেসব স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, সরাইখানা ও হাসপাতাল পরিচালিত হত তার সবই বন্ধ হয়ে গেল।[২৪২] সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক ও পাক-ভারত উপমহাদেশসহ ইসলামী দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই এ ধরণের সেবাধর্মী ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আধুনিককালে মুসলিম জগতে অনেক দেশেই ওয়াক্‌ফকে একটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপন করা হয়েছে। কিছু জনকল্যাণমূলক ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান

২৩৯. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

২৪০. Rabbath, L'evolution politique de al Syrie sous mandat, paris 1928, p.297

২৪১. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

মুসলিম সভ্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান। এর সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। সবক'টি শ্রেণির নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের নাম পেশ করা হল:

১. মসজিদ

ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয় তার নাম মসজিদ। মসজিদ সাধারণত পৃথিবীব্যাপী ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত, সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত। খলিফা ওলীদ বিন আবদুল মালেক দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে কত অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কত মানুষ যে এর নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছেন, তা এক কথায় বর্ণনার অতীত। আল-মু'ইয্য্ 'দীওয়ানুল আহবাস' (ওয়াক্ফ বিভাগ) নামে একটি বিশেষ দীওয়ান সৃষ্টি করেন। এ বিভাগের প্রধান কাযীকে মসজিদসমূহের প্রধান নিযুক্ত করা হত।[২৪৩]

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্ফ হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। বড় বড় ওয়াক্ফকৃত ভূ-সম্পত্তির আয় দ্বারাই সাধারণত মুসলিম মসাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো। বিভিন্ন আমীর-উমারা, নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও রাজাবাদশাহদের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে তা গড়ে উঠেছে। এর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ছোট বা বড় শহর, এমনকি গ্রাম পর্যন্ত বাকী ছিল না, যেখানে কোন না কোন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।[২৪৪] সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ূবী, যিনি মিসর, দামেস্ক, মোসেল ও বায়তুল মাক্দাসে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছিলেন। শহীদ সুলতান নূরুদ্দীন এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুধু সিরিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বড় বড় ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া দামেস্কে ৬টি, আলেপ্পোতে ৪টিসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। অনুরূপভাবে সালজুক বংশের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক তুসীও ইরাক এবং খোরাসানকে মাদ্রাসা মাদ্রাসায় ভরে দিয়ে ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসা। হিজরী ৫ম থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এখান থেকে বিশ্ববরেণ্য মনীষীবৃন্দ অধ্যয়ন করেছিলেন।[২৪৫] দামেস্কে আজও নুরিয়া মাদ্রাসা বিদ্যমান। এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ ইমাম নূরুদ্দীন। এটি পৃথিবীর

---

২৪৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২৪৪. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান* (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০০), পৃ, ১১৮

২৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

সুদৃশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনাবিচারে রাজপ্রাসাদ সদৃশ। আলেপ্পোতেও এ জাতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজও বিদ্যমান। এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর একটি জীবন্ত নিদর্শন হচ্ছে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মসজিদ। এর বিভিন্ন অংশে পাঠ দানের কাজ চলে। মসজিদের চারপাশে সারি সারিভাবে ছাত্রদের আবাসিক কক্ষ বিদ্যমান। এগুলোকে রুয়াক বলা হয়।[২৪৬]

প্রত্যেক দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা রুয়াক রয়েছে। যেমন সিরীয়, তুর্কী, সুদানী ও ইরাকীদের জন্য পৃথক পৃথক রুয়াক রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া কোন বিশেষ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। দামেস্কের সুবিশাল নূরিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান দরজায় খোদাইকৃত ওয়াক্‌ফনামা মোতাবেক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ব্যয় করা হত। তৎকালে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল।[২৪৭]

৩. হাসপাতাল

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'বিমারিস্তান' বা হাসপাতাল তথা দাতব্য চিকিৎসালয়। মুসলমানরা সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে উমাইয়া খলিফা ওলীদ বিন আব্দুল মালেকের আমলে। এছাড়া বাগদাদের আযাদী হাসপাতাল, দামেস্কের নূরী হাসপাতাল, বড় মনসূরী হাসপাতাল ও মরক্কোর হাসপাতাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে রোগীরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা লাভ করত। কোথাও কোথাও রোগীদের জন্য নির্ধারিত সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল।[২৪৮]

৪. মুসাফিরখানা

এ ছাড়া ছিল কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বলহারা, পথহারা মুসাফিরদের জন্য মুসাফিরখানা ও খাবার ঘর। এসব জায়গায় স্থান সংকুলান-সাপেক্ষে লোকেরা যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারত।

৫. খানকা ও ইবাদতখানা

অবসরপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ লোকদের লোকালয় থেকে দূরে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকার জন্য, ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ধরণের ইবাদতখানা।

৬. বাড়িঘর নির্মাণ

৭. দরিদ্র ও দুস্থ মানুষ- যারা নিজের ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষমতা রাখে না, তাদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়া হত।

---

২৪৬. মোস্তফা আস্‌-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, পৃ. ১২০

২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৮. খাবার পানির ব্যবস্থা

জনসাধারণের চলাচলের পথে জায়গায় জায়গায় খাবার পানির ব্যবস্থা করা হত।

৯. বেকার লোকদের জন্য ফ্রী খাবার বিতরণের ঘর

এ সব জায়গা থেকে রুটি, গোশত ও হালুয়া বিতরণ করা হত।

১০. মক্কায় হাজীদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ

এসব ঘরবাড়ি এত বেশী সংখ্যক ছিল যে, তা সমগ্র মক্কা শহর ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। এ কারণে অনেক ফকীহ্ মক্কার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়াকে অবৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা তাঁদের মতে মূলত এসব বাড়িঘর হাজীদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ছিল।[২৪৯]

১১. সীমান্তরক্ষীদের জন্য ঘর নির্মাণ

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হত, যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এসব ঘরে তারা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বসবাস করত এবং জীবন-যাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- খাদ্য, পোষাক, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহজেই পেত।

১২. যুদ্ধ সরঞ্জাম

ঘোড়া, তরবারী, বর্শা, তীরধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও ওয়াক্ফ করা হত। ফলে মুসলিম মুজাহিদরা কখনো অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব বোধ করত না। তাই মুসলিম দেশগুলোতে বহু সামরিক কলকারখানা নির্মিত হয়েছিল এবং এ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

১৩. আল্লাহ্র পথে জেহাদ

কিছু কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তি এমনও ছিল যার আয় আল্লাহর পথে জেহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সে সব ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্ধ ছিল, যাদের ব্যয় বহন করা সরকারের সাধ্যাতীত ছিল।

১৪. রাস্তা ব্রীজ

এমন ওয়াক্ফ সম্পত্তিও ছিল, যার আয় দিয়ে রাস্তা, ব্রীজের সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হত।

১৫. কবরস্থান

কিছু কিছু সম্পত্তি কবরের জন্যও ওয়াক্ফ করা হত।

---

২৪৯. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, পৃ. ১১৫

১৬. দরিদ্র ও অনাথদের কাফন-দাফন

দরিদ্র ও অনাথদের কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্যও কিছু কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হত।

১৭. লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন

সাধারণভাবে দুস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য তো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিলই, তদুপরি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন, খাতনা দেয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বরাদ্ধ থাকতো।

১৮. অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান

পঙ্গু, অন্ধ ও অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান তথা খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল।

১৯. কয়েদীদের সংশোধন

তাদের জীবন মানের উন্নয়ন, তাদের খাদ্য ও চিকিৎসারব্যবস্থা করার জন্য বহু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

২০. বিরাহের খরচ নির্বাহ

এমন কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিও ছিল, যার আয় দিয়ে বিয়ের যোগ্য যুবক-যুবতীর বিয়ের খরচ মেটানো হত। যে সকল অভিভাবক ছেলে মেয়েদের বিয়ের খরচ ও মোহরানা ইত্যাদির ব্যয় ভার বহন করতে পারত না, তাদের সার্বিক সাহায্যে এ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসত।[২৫০]

২১. পশুর চিকিৎসা

এমন কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিও ছিল যা রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস, খাদ্য ও পানি সরবরাহ করত এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়তো, তখন এদিয়ে তাদের বিচরনের জন্য ময়দান তৈরী করা হত। এ ধরণের ময়দানকে মারজুল আখরাজ বলা হত। বস্তুত এ সব কথা আজকাল আরব্য উপন্যাসের মতো মনে হলেও মুসলিম শাসনামলে বাস্তবেই এসব ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলিম শাসনামলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কোন পশু পাখিও কষ্ট না পায়। মূলত মুসলিম সভ্যতায় যেসব সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা কমপক্ষে ত্রিশ প্রকারের।[২৫১] যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল তা শুধু নমুনা হিসেবে। অতীতের আর কোন জাতির ইতিহাসে এমনকি আজকের পাশ্চাত্যের গর্বিত সভ্যতার দাবীদার জাতিসমূহের অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসেও এমন অনবদ্য নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

---

২৫০. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, পৃ. ১১৭

২৫১. প্রাগুক্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াক্‌ফের শারঈ' বিধান

ওয়াক্‌ফ ইসলামের ইতিহাসে প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) সময় থেকে চলে আসছে। ওয়াক্‌ফর উদাহরণ হচ্ছে মসজিদুল কোবা। মহানবী (সা.)-এর আগমন উপলক্ষ্যে এটি মদীনায় নির্মিত হয়। সেটি ৬২২ সালের কথা। এ ঘটনার ছয় মাস পর মদীনার কেন্দ্রে নির্মিত হয় মসজিদে নববী, এটি ইসলামী ওয়াক্‌ফর দ্বিতীয় উদাহরণ। এভাবে মহানবী (সা.)-এর সময় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অনেক ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম চালু হয়। যুগের পরিক্রমায় শত শত বছর ধরে এই ওয়াক্‌ফ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু থাকে। আজও এই বিধানটি সীমিতভাবে চালু আছে। তাই মুসলমানদের ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ওয়াক্‌ফ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। জমহুর ওলামায়ের মতে ওয়াক্‌ফ জায়েয। এর বৈধতার উৎপত্তি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ওয়াক্‌ফের বিধান আলোকপাত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের হুকুম ও শর্তাবলি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মুতাওয়াল্লী সম্পৃক্ত বিধান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্র, ওয়াক্‌ফ সীমিতকরণ ও রহিত করণ সম্পৃক্ত বিধান

প্রথম অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের হুকুম ও শর্তাবলি

ওয়াক্‌ফের হুকুম

ইসলামে ওয়াক্‌ফের বিধান হচ্ছে এটি একটি নেকীর কাজ ও মুস্তাহাব। নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হলো:

আল-কুরআনে ওয়াক্‌ফ বা ভূ-সম্পদ দান প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে ভূমি সম্পদ থেকে যা উৎপাদিত হয়, তা থেকে এবং মানুষের প্রিয়বস্তু আল্লাহর জন্য ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

ওহে মুমিমনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।[২৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত [২৫৩]।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'কে আছ এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবে।'[২৫৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

'তোমরা কখন সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালোবাসো।[২৫৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

'ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।[২৫৬]

আল-হাদীসে ওয়াক্ফ প্রসঙ্গ

আল-হাদীসে ওয়াক্ফ প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক একাধিক ভাষ্য বর্ণিত আছে। যেমন,

ক. ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে রাসূলুলুল্লাহ্ (সা.) উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

'তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াক্ফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদাকা করতে পার।'[২৫৭]

---

২৫২. *আল-কুরআন*, ২ : ২৬৭

২৫৩. *আল-কুরআন*, ৩ : ৯২

২৫৪. *আল-কুরআন*, ২ : ২৪৫

২৫৫. *আল-কুরআন*, ৩ : ৯২

২৫৬. *আল-কুরআন*, ২২: ৭৭

২৫৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং ২৭৭২

খ. ওয়াক্‌ফের বিধান প্রসঙ্গে হাদীসে আরো এসেছে,

مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإنَّ شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।"[২৫৮]

এর আরও প্রমাণ সাহাবীগণের কৃত ওয়াকফ রাসূলের (সা.) কর্তৃক অনুমোদন, যেমন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) রুমা কূপ কিনে সেটা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।'[২৫৯]

গ. সহীহ মুসলিম এসেছে যে, নবী (সা.) বলেন, 'যখন কোন বনী আদম মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া কিংবা এমন ইলম; যে ইলম দিয়ে তার মৃত্যুর পরেও উপকৃত হওয়া যায় কিংবা নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।'

ঘ. জাবির (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারই সক্ষমতা ছিল তিনি ওয়াক্‌ফ করে গেছেন।'

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শরী'আহ্'র আলোকে ওয়াক্‌ফ মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলেমগন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ওয়াক্‌ফকে বৈধ। কুরতুবী বলেন, 'বিশেষত; সেতু ও মসজিদ ওয়াক্‌ফ করার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই; অন্য ক্ষেত্রে মতভেদ আছে।'

১. কুরআনের আলোকে ওয়াক্‌ফের বিধান:

ক. মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون তোমরা কখন সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালোবাসো।[২৬০]

খ. অন্যত্রে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।[২৬১]

২. হাদীসের আলোকে ওয়াক্‌ফের বিধান

- ওয়াক্‌ফের বিধান প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

---

২৫৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮৫৩

২৫৯. ইমাম আহ্‌মাদ নাসায়ী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬০৮

২৬০. *আল-কুরআন*, ৩ : ৯২

২৬১. *আল-কুরআন*, ২২ : ৭৭

مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإنَّ شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।"[২৬২]

এর আরও প্রমাণ সাহাবীগণের কৃত ওয়াকফ রাসূলের (সা.) কর্তৃক অনুমোদন, যেমন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) রুমা কূপ কিনে সেটা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।'[২৬৩]

৩. ইসলামী আইনবিদগণের অভিমত

পূর্বোক্ত বিষয়ে ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে সম্মত যে, ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ জায়েয।

- ইমাম আহমাদ বলেন, (যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ প্রত্যাখ্যান করে, কেবল সেই সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে যা নবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা করতেন।
- জমহুর ওলামায়ের মতে ওয়াক্‌ফ জায়িয। এর বৈধতার উৎপত্তি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ও কাজ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সংঘটিত হয়। সাধারণত দুই পদ্ধতিতে এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ক) কথা দ্বারা

খ) কাজ দ্বারা।

ক) কথা দ্বারা: ওয়াক্‌ফকারী যখন বলে আমি আমার এ সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম।

খ) কাজ দ্বারা: কেউ মসজিদ তৈরী করে তাতে মানুষকে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন অথবা কেউ রাস্তা তৈরি করে তাতে মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ওয়াক্‌ফের প্রকৃত চেতনা হচ্ছে ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পদ অটুট ও অক্ষুন্ন রেখে তার লাভ বা উপযোগ জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে। সুতরাং ওয়াক্‌ফের ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্যে এটা সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু সংরক্ষিত রাখা হবে। সে সাথে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শর্ত বা শব্দ সংযুক্ত করা যাবে না, যার দ্বারা ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার শর্তের লঙ্ঘন ঘটে এবং ওয়াক্‌ফ মেয়াদী হয়ে পড়ে বা কোন এক সময় তার ব্যয় খাত শেষ হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হওয়া জরুরী নয়। ওয়াক্‌ফ লিখিত ভাবে করা যায় আবার মৌখিক ভাবেও করা যায়। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয় এবং

---

২৬২. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮৫৩

২৬৩. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬০৮

এটি লিখিত হওয়াই উত্তম। মূলত ওয়াক্ফ সম্পাদিত হওয়ার জন্য এমন শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক যা দ্বারা আইনগত ভাবে ওয়াক্ফ প্রমাণিত হয়। এর জন্য সরাসরি ওয়াক্ফ শব্দের ব্যবহার জরুরী নয়। ওয়াক্ফের শর্তাবলীর পরিপন্থী নয় এমন যে কোন শব্দ ও কাজ দ্বারা ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ যদি বলে, আমার এ সম্পদ আমার জীবদ্দশায় ও ইন্তিকালের পর অর্থাৎ চিরকালের জন্য সাদাকাহ বা ওয়াক্ফ করে দিলাম। আমার এ জমি আমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলাম। আমার এ জমি আমি মাদ্‌রাসা কিংবা রাস্তার জন্য ওয়াক্ফ করলাম ইত্যাদি।[২৬৪]

ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় অথবা অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করে যেতে পারেন। অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করে তিনি যদি তাতে শর্ত জুড়ে দেন যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ওয়াক্ফ বলবৎ হবে না। পরে যদি সত্যিই তার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে একমাত্র এ কারণেই ওয়াক্ফটি অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ ওয়াক্ফ করতে পারেন। কিন্তু অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্ফ করা হলে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়াক্ফ করা হলে তা তার মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের উপর বলবৎ হবে। তবে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ (উত্তরাধিকারীগণ) সম্মত হলে সমুদয় সম্পত্তির উপরই ওয়াক্ফ বলবৎ হতে পারে।[২৬৫] ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ছাড়া ক্ষতিকর কোন শর্ত অরোপ করা বৈধ নয়। এ অধিকারও কারো নেই। ওয়াক্ফ সম্পাদনের পর তা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে না; বরং যে কাজে ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করতে হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলেও যতক্ষণ না মসজিদের দখল প্রতিষ্ঠিত হবে ততক্ষণ দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। কেননা ওয়াক্ফ করার পর সে সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না; বরং তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[২৬৬]

ওয়াক্ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে কিংবা স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করা না হলে তা ওয়াক্ফ বলে গণ্য হবে না।

- ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে ওয়াক্ফ সম্পাদিত হওয়ার জন্য ওয়াকিফের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট।

---

২৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ৬৬৫

২৬৫. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৬৬. ইবনুল আবেদীন, *রাদ্দুল মুহ্তার আলা আদ-দুররিল মুখতার*, ৩য় খণ্ড (কোয়েটা: আল-মাক্তাবা আল-মাজিদিয়া, ১৩৯৯ হি), পৃ. ১৭৭

- ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ওয়াকিফের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়; বরং মুতাওয়াল্লি নিয়োগ ও তাঁর নিকট সম্পদের দখল দান না করা পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হবে না।[২৬৭]

ওয়াক্‌ফের প্রসঙ্গে মৌলিক বিষয়াবলি

এতদ্ব্যতীত ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন।

১. ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী

ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী হতে হবে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা নির্ধারিত কোন সময়ের জন্য ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তারা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তা দরিদ্রের হকে পরিণত হবে এবং তারাই তা ভোগ করবে।[২৬৮]

ওয়াক্‌ফ-এর কার্যকারিতা

ওয়াক্‌ফ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তা স্থগিত রাখার মত অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবে না। তবে ওয়াকিফের মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা যায়। কিন্তু ওয়াকিফের মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা হলে তা ওসিয়্যতের সম্পত্তির অনুরূপ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয়

ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুও সাথে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্‌ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে।[২৬৯] সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারী ওয়াক্‌ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পনের জন্য তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা দায়ের করতে পারেন। আবু হানিফা (র.) ও আবু ইউসূফ (র.)-এর সিদ্ধান্তের যে কোন একটি মোতাবেক বিচারক বিচার করতে পারেন। ইমাম আবু ইউসূফের মতে ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফ বহাল রেখে আবেদন নাকচ করতে পারেন।[২৭০]

ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার জন্য আরো যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, যাদের অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। জনকল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফ করা হলে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু কোন একজন মানুষ ব্যবহার করলেই ওয়াক্‌ফ চূড়ান্ত হয়ে

২৬৭. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্‌ন আবুবকর, *আল হিদায়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), খ. ২, পৃ. ৫৪৬

২৬৮. *আল-মিসবাহুন নূরী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৩৯০

২৬৯. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখ্‌সী, খ. ১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৭০. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্‌ন আবুবকর, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

যাবে। অপরদিকে মালিকী মাযহাব মতে, উপরোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য নয়; বরং তদীয় উত্তরাধিকারীগণও প্রত্যাহার করতে পারে।[২৭১]

মুতাওয়াল্লি নিয়োগ

ওয়াক্ফকারী নিজেকেই প্রথমে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। ওয়াক্ফকারী এবং মুতাওয়াল্লি একই ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় মতেই দখল প্রদানের প্রয়োজন হয় না এবং মালিক হিসেবে তার নামের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লির নামেও বদলী করতে হয় না। ঘোষণা দ্বারা ওয়াক্ফ সৃষ্টি হয় বটে, তবে সে ঘোষণা হতে হবে অকৃত্রিম। ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফনামা নিজের কাছে রেখে কোন কাজ না করে তবে তাতে প্রতীয়মান হবে যে, ওয়াক্ফকারীর ঐ ওয়াক্ফ কার্যকর করার কোন ইচ্ছা ছিল না। হয়ত ওয়াক্ফদাতা তার বিরুদ্ধে কোন দাবিকে পরিহারের জন্য এর আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যদি ওয়াক্ফ ঘোষণা করা না হয় কিংবা দখল প্রদান করা না হয় সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের সম্পত্তি দানের জন্য পৃথক করে রাখলেও কিংবা তার আয় কাঙ্ক্ষিত দানের জন্য ব্যয় করলেও তা ওয়াক্ফ সম্পূর্ণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।[২৭২] তবে একবার যদি ওয়াক্ফ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হয়ে যায় তা আর প্রত্যাহার করা যাবে না। ওয়াক্ফদাতা একবার যদি ওয়াক্ফ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং মুতাওয়াল্লি হিসেবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেন তা হলে কোন ক্রমেই ঐ ওয়াক্ফ অগ্রাহ্য করা যাবে না এবং এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী যদি সেটাকে ওয়াক্ফ নয় বলে দাবীও করে তবুও তা বৈধভাবে সম্পাদিত ওয়াক্ফ হিসেবে পরিগণিত হবে।[২৭৩] সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যবস্থা ওয়াক্ফ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে যে ব্যক্তি তা ওয়াক্ফ নয় বলে দাবী করবে তাকেই তা প্রমাণ করতে হবে। ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হলে ওয়াক্ফদাতার প্রকৃত ইচ্ছা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে সম্পাদিত হলে এবং শুধু এর অর্থ দ্ব্যর্থক হলে ওয়াক্ফকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচারের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৭৪]

ওয়াক্ফ প্রত্যাহারের বিধান

ওয়াক্ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ অসিয়্যতের মাধ্যমে যদি ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে ওয়াক্ফকারী যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন। মৃত্যু শয্যায় সৃষ্ট ওয়াক্ফ সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। যদি

---

২৭১. Nasir Jamal, *The Islamic law and personal low* (London: 1986), p. 248

২৭২. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৭৩. প্রাগুক্ত

২৭৪. গওছুল আলম, *মুসলিম আইন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২১৯

ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে না হয়, তা হলে ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফ করার সময় প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেয় তাহলে ঐ ওয়াক্ফ বৈধ হবে না। তবে ওয়াক্ফ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখতে না পারলে ওয়াক্ফ হতে যারা উপকৃত হবে তাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা তিনি সংরক্ষিত রাখতে পারেন। ওয়াক্ফ সৃষ্টি করার সময় তা হতে যারা উপকার পাবে তাদের সংখ্যা অথবা তাদের অংশ কম-বেশী করার ক্ষমতা ওয়াক্ফদাতা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারেন।[২৭৫] উক্ত রূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ ব্যতীত ওয়াক্ফকারী তার সৃষ্ট ওয়াক্ফের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারেন না, অথবা মুতাওয়াল্লির সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও করতে পারেন না। ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও অংশ হ্রাসের ক্ষমতা তিনি এমনভাবে করতে পারেন না, যার ফলে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। অথবা ওয়াক্ফের কোনও উদ্দেশ্য তিনি এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারেন না, যার ফলে একটি বৈধ উদ্দেশ্যের স্থলে একটি অবৈধ উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে।[২৭৬] ওয়াক্ফদাতা ইচ্ছা করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তনের শর্তও আরোপ করতে পারেন। পরিবর্তনের শর্ত তিনি নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারেন আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত কিংবা উভয়ের উপরও ন্যস্ত রাখতে পারেন। যার উপরই ন্যস্ত রাখা হোক না কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। ওয়াক্ফকারী যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে সেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দু'অবস্থা হতে পারে। এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং আরেক অবস্থায় তা অবৈধ। যে অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ তা হল, ওয়াক্ফ সম্পত্তি এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, তা কোন উপকারে আসে না। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন-

(ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, কিংবা

(খ) ফসল জন্মালেও যার ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশী হয়। এরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। তবে এ পরিবর্তনের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন-

(ক) ওয়াক্ফ সম্পত্তি কিনতে হবে।

(খ) পরিবর্তনের ফয়সালা দাতা বিজ্ঞ, মুত্তাকী (কাযী, বিচারক) হতে হবে।

(গ) এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে হবে যে বিক্রেতার কাছে ঋণগ্রস্ত নয়।

(ঘ) নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কাছেও বিক্রি করা যাবে না।

---

২৭৫. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭

২৭৬. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন আবুবকর, *হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

(ঙ) এ জমির পরিবর্তে যে জমি ক্রয় করা হবে তা একই মহল্লায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা লাভজনক মহল্লায় হতে হবে।[২৭৭]

ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে থাকলে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না।[২৭৮] যে সব শর্ত ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয় এ জাতীয় যে কোন শর্ত আরোপ করে ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন ওয়াক্ফকারী যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে ওয়াক্ফ করে যে, আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এর আয়ের পূর্ণ অংশ আমি নিজে ভোগ করবো। আমার মৃত্যুর পর দরিদ্রজন তা ভোগ করবে। কিংবা বললো, এ সম্পত্তির অর্ধাংশ আমি নিজে ভোগ করবো আর বাকী অর্ধাংশ মসজিদের জন্য বা মাদ্রাসার জন্য কিংবা দরিদ্রদের দান করবো। এ ভাবে ওয়াক্ফ করা বৈধ। যদি কেউ এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতে তার নিজের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে হবে অথবা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ওয়াক্ফ সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করবেন এবং তার মৃত্যুর পর তা জনকল্যাণে ব্যয় হবে। এটি ওয়াক্ফ করার খুব সহজ উপায়। বিশেষ করে নিঃসন্তান লোকদের জন্য এটি একটি উত্তম পন্থাও বটে। এতে নিজের কোন ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে না এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ারও ভয় থাকে না; বরং এতে চিরস্থায়ীভাবে নেকী অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।[২৭৯] যদি কেউ এরূপ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, আমার সম্পত্তির আয়ের এত অংশ বা এত টাকা আমার সন্তানগণ পাবে এবং এর বাকী অংশ অমুক সৎ কাজে ব্যয় হবে। এভাবেও ওয়াক্ফ করা বৈধ। কোন ব্যক্তি যদি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, ইচ্ছা করলে আমি তা বাতিল করতে পারবো তবে কারো কারো মতে এ ওয়াক্ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার কারো কারো মতে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ বৈধ হবে।[২৮০] যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, এ সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল আমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারব, তবে তা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী তার ইচ্ছানুযায়ী যাকে চান দান করতে পারেন। তবে সে নিজে ভোগ করতে পারবে না। অবশ্য ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তা আর কারো ইচ্ছা মাফিক বণ্টন করা যাবে না।

---

২৭৭. *শামী*, খ. ৩, পৃ. ৪২৪, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

২৭৮. ইব্নুল আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররিল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ৪২৪

২৭৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ওয়াক্ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৭), পৃ. ১৮

২৮০. প্রাগুক্ত

বরং এ সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল বা অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।[২৮১]

কোন ওয়াক্ফের কার্যকারীতা কোন অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হলে ওয়াক্ফটি অচল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তার সাথে এরূপ একটি শর্ত যোগ করে দেন যে, তিনি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান কেবলমাত্র তাহলেই তার সম্পত্তিটি ধর্মীয় কাজে ব্যয় হবে। এরূপ ওয়াক্ফ অচল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের কার্যকারীতা ওয়াক্ফদাতার নিঃসন্তান হয়ে মারা যাওয়া না যাওয়ার মত একটি অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।[২৮২]

মুশা বা এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্ফ

মুশা বা এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্ফ স্থাবর কিংবা অস্থাবর এজমালি সম্পত্তিকে মুশা বলা হয়। এটি দু'প্রকার:

ক) যা বিভাজনযোগ্য নয়, বা বিভাজন করলে তা কোন উপকারে আসে না,

খ) বিভাজনযোগ্য বস্তু, কিন্তু এখনও বিভাজন করা হয়নি।

বিভাজনযোগ্য নয় এমন বস্তুর ওয়াক্ফ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। যেমন একটি গোসলখানার দু'জন মালিক। একজন তার অর্ধেক ওয়াক্ফ করে দিল। তা জায়েয হবে। কিন্তু যে জিনিস বিভাজনযোগ্য তা ভাগবণ্টন না করে ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়।[২৮৩] বিভাজনগযোগ্য নয় এমন সম্পত্তি মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়।[২৮৪] একটি জমির মধ্যে দুই ব্যক্তি সমান ভাবে অংশীদার। এ অবস্থায় তারা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ অংশ ওয়াক্ফ করে দেয় তাহলে তারা এই সম্পত্তি ভাগ করে পৃথক করে নিবে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের মুতাওয়াল্লি হিসেবে গণ্য হবে। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে একজনকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করলেও তা বৈধ হবে।[২৮৫]

---

২৮১. আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল, *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

২৮২. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৮৩. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্, *মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ* [WAQF SYSTEM FOR HUMAN WELFARE FROM THE PERSPECTIVE OF BANGLADESH] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩১

২৮৪. আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল, *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫

৮. ওয়াক্ফের শর্তাবলি

ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ ও আল্লাহ্র নিকট কবুল হওয়ার জন্য ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসৃত না হলে ওয়াক্ফ যেমন শুদ্ধ হয় না তেমনি এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যও অর্জিত হয় না। তাই ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথমত কতগুলো শর্ত রয়েছে। এসব শর্তসমূহের কতিপয় ওয়াক্ফকারীর সাথে সম্পর্কিত, কতগুলো ওয়াক্ফ কর্মের সাথে এবং কিছু শর্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত।[২৮৬] নিম্নে এসব শর্তাবলী এবং ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শরী'আহ্ সম্মত নীতিমালা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল:

ক. ওয়াক্ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্ফকারীকে সুস্থ ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও শিশুর ওয়াক্ফ সহীহ্ নয়।

৩. স্বাধীন হওয়া, ক্রীতদাসের ওয়াক্ফ বৈধ নয়।

৪. ওয়াক্ফের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্ব ও তা হস্তান্তরে পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে।

৫. ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াকিফ নিজেকে নিঃস্বত্ববান করবেন যার মালিকানা আল্লাহ্র উপর অর্পিত হবে। অবশ্য ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াক্ফকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন জিম্মি বা অমুসলিম বিধি মোতাবেক ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[২৮৭]

খ. ওয়াক্ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্ফ হতে হবে পুণ্যকর্মের জন্য যা ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকাজ।[২৮৮] অথবা দাতব্য চেতনা থাকতে হবে। দানকৃত সম্পত্তির একটি আয় ও মুনাফা বা সুবিধা (Benefit) থাকতে হবে।

২. ওয়াক্ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে না। যেমন আমার ভাই রহিম যদি আসে তবে আমার এ সম্পত্তি ওয়াক্ফ।

৩. ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে এর অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার শর্তারোপ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি সম্পদ এ শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, যখন

---

২৮৬. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্, *মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৮৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), খ. ৬, পৃ. ২৫০; মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্, *মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

২৮৮. যেমন- মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, সরাইখানা এবং গরীব অসহায়দের সাহায্যে ওয়াক্ফ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শরী'আতের দৃষ্টিতে যা কিছু অন্যায় ও অপরাধ তা ব্যতীত সব কিছুর জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ। সুতরাং গির্জা, মন্দির বা প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়।

ইচ্ছা আমি এটি বিক্রি করে এর অর্থ নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে কিংবা দান সাদাকাহ্ করতে পারব। এরূপ শর্তারোপ করা হলে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে এ মাসআলা ভিন্ন। অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্তারোপ করে ওয়াক্ফ করলে তা সহীহ হবে এবং শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে।[২৮৯]

৪. ওয়াক্ফ চিরস্থায়ী হতে হবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্ফ বৈধ নয়। অবশ্য সাধারণভাবে স্থায়ীত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[২৯০]

৫. ওয়াক্ফ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়, একে স্থগিত বা মুলতবি করা যায় না। ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, ওয়াক্ফ করার সময় ভেবে দেখার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি সম্পদ এ শর্তে ওয়াক্ফ করলাম যে, তিন দিন ভেবে দেখব এবং ইচ্ছা হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এরূপ ওয়াক্ফ করলে তা সহীহ হবে। কেননা তখন বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বংশের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্ফ হতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

৭. ওয়াক্ফ দলিলের বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৮. মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে ওয়াক্ফ করা যাবে।[২৯১]

গ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াকিফকে ওয়াক্ফ সম্পদের মালিক হতে হবে। কোন প্রকার জবর দখলকৃত সম্পদের ওয়াক্ফ বৈধ নয়। এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্ফ সহীহ হবে না।[২৯২] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া যদি কেউ ওয়াক্ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে তবে সে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে।[২৯৩]

---

২৮৯. *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ্*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

২৯১. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্, *মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২৯২. কামালুদ্দীন ইব্ন হুমাম, *শারহু ফাত্হুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের পরিমাণ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যদি কেউ বলে, আমি আমার সম্পদ থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম; কিন্তু কোন সম্পদ কতটুকু সম্পদ তা উল্লেখ না করে তবে এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না।[২৯৪] কিন্তু যদি সম্পদটি সুনির্দিষ্ট হয় যা সকলেই চিনে ও জানে এরূপ ক্ষেত্রে পরিমাণ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে।[২৯৫]

৩. ওয়াক্‌ফ সম্পদ স্থায়ী ও স্থাবর হতে হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে অস্থাবর সম্পদ ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। যেমন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদসহ রা. আরো বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং রাসূল (সা.) তা অনুমোদন করেছিলেন।[২৯৬]

৪. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৫. ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার করা যাবে না বা বাতিল যোগ্য হবে না।

৬. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কখনও বাজেয়াপ্ত করা যায় না।[২৯৭]

- ওয়াক্‌ফের জন্য আরো কিছু শর্তাবলি রয়েছে, তা হল:

  ১) ওয়াক্‌ফ তৈরির জন্য ওয়াকেফর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

  ২) ওয়াকিফকে অবশ্যই তার উদ্দেশ্যটি মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হবে।

  ৩) ওয়াক্‌ফকে অবশ্যই ওয়াক্‌ফ হিসাবে উতসর্গ করার জন্য সম্পত্তিটির মালিক হতে হবে।

  ৪) ওয়াক্‌ফ অবশ্যই চিরস্থায়ী হতে হবে; যদিও চিরস্থায়ী ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে কোন প্রকাশ উলে-খ করা অপরিহার্য নয় এবং তবুও এটি ওয়াক্‌ফনামা বলে যে ওয়াক্‌ফ ৫০ বছর ধরে বলে, এটি অবৈধ।

  ৫) ওয়াক্‌ফের বিষয়গুলি ইসলামী নীতিগুলির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া উচিত নয়।

  ওয়াক্‌ফকারী অবশ্যই চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ও মুসলিম হতে হবে, তবে অমুসলিমদের কৃত ওয়াক্‌ফ নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃত। ওয়াক্‌ফ অবশ্যই শর্তাধীন হওয়া উচিত নয়।[২৯৮]

---

২৯৪. *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

২৯৫. কামালুদ্দীন ইব্‌ন হুম্মাম, *শারহু ফাত্‌হুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

২৯৬. *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

২৯৭. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্, *মানব কল্যাণে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

২৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মুতাওয়াল্লী সম্পৃক্ত বিধান

মুতাওয়াল্লী ও মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে ওয়াকিফের বংশধরগণের ভরণপোষণ ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে মুসলিম আইনে মুতাওয়াল্লী বলা হয়। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মালিক আল্লাহ। তাই মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তির মালিক নহেন। তিনি ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা পরিচালক মাত্র। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপকই হইলে মুতাওয়াল্লী। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি উৎসর্গ করিবার পর উক্ত সম্পত্তি আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনিই ঐ সম্পত্তির মালিক হন। কাজেই সেই সম্পত্তি আল্লাহর পক্ষে দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করিবার জন্য অবশ্যই কোন ব্যক্তি থাকতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তি পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশুনা করেন তাহাকেই মুতাওয়াল্লী বলা হয়।[২৯৯] মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটি গঠন ও নিয়োগ ওয়াক্‌ফ নীতিমালা অনুসারে কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ওয়াক্‌ফকারীর নিকট হতে হস্তান্তরিত হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত হয়। এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য যিনি নিযুক্ত হন তাঁকে মুতাওয়াল্লি বলা হয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তার উপর বর্তায় না এবং সেগুলোর উপর তার কোন অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি এসবের একজন পরিচালক মাত্র। পরিচালক হিসেবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তদারক করা এবং যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হয়েছে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ওয়াক্‌ফ দাতা নিজেকে বা তার পুত্রকে বা অন্য কোন লোককে বা তার বংশধরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। এমনকি তিনি কোন মহিলা অথবা কোন অমুসলিমকেও মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লির কাজের মধ্যে যেখানে নামাযের ইমামতি, খাদেম ইত্যাদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি উল্লেখ থাকে সেখানে মহিলা বা অমুসলিম নিয়োগ করা যাবে না। ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লির ধারা অর্থাৎ কার পর কে মুতাওয়াল্লি হবে তার নামোল্লেখ করে অথবা বংশের ধারা উল্লেখ করে তিনি তা মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া তিনি মুতাওয়াল্লির যোগ্যতা নির্ধারণ করতে এবং তাকে পরবর্তী মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষমতাও দিয়ে যেতে পারেন।[৩০০] প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তিকেই মুতাওয়াল্লি নিয়োগ দান করা বৈধ। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং চক্ষুষ্মান ও অন্ধের

---

২৯৯. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

কোন প্রভেদ নেই। উপর্যুক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকাই নিয়োগ দানের জন্য যথেষ্ট। নাবালিগকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হলে বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালিগ হওয়ার পর সে মুতাওয়াল্লি সাব্যস্ত হবে।[৩০১]

কোন মুতাওয়াল্লির মৃত্যু হলে অথবা তিনি কাজ করতে অস্বীকার করলে অথবা তিনি আদালত কর্তৃক অপসারিত হলে অথবা অন্য কোনভাবে উক্ত পদ শূন্য হলে তা নিম্নোক্তভাবে পূরণ করতে হবে:

১. ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
২. তার অছি থাকলে তিনি মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
৩. বর্তমান মুতাওয়াল্লি তার মৃত্যুর আগে সাময়িকভাবে একজন নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
৪. প্রশাসকের মাধ্যমে নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করা যেতে পারে।

আবার মুতাওয়াল্লি ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পাদন করতে পারে। তবে এ নিয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে। ওয়াক্‌ফকারীর জীবিতাবস্থায় তার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লির যদি মৃত্যু হয়, তবে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লি নিয়োগের অধিকারও তারই। যদি ওয়াক্‌ফকারী জীবিত না থাকে তখন এ ইখতিয়ার হবে তার অসীর। যদি তার কোন অসী না থাকে তখন এ দায়িত্ব বর্তাবে কাজীর উপর। ওয়াক্‌ফ করার পর কাউকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার আগেই যদি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে কাজী কাউকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দাতার বংশধরদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কাউকে মুতাওয়াল্লি বানানো ঠিক হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে বাইরের কাউকে এ পদে নিযুক্ত করার পর ওয়াক্‌ফকারীর বংশে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির জন্ম হলে পদটি তারই প্রাপ্য হবে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন মুতাওয়াল্লি না থাকলে যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তারা কাউকে মুতাওয়াল্লি বানিয়ে নিতে পারে। এমনিভাবে মসজিদের মুতাওয়াল্লির ইন্তেকাল হয়ে গেলে মহল্লাবাসী পরামর্শের ভিত্তিতে কাউকে এ পদে নিযুক্ত করতে পারেন। আর মুতাওয়াল্লি ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে পারে। তবে নিয়োগ বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[৩০২]

---

৩০১. *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়া,* খ. ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩০২. কামালুদ্দীন ইব্‌ন হুম্মাম, *শারহু ফাত্হুল কাদীর*, খ. ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

মুতাওয়াল্লি নিয়োগ সম্পর্কে Waqf Management in Islam- এ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ রয়েছে,

"A *mutuwalli* can be appointed by the following in the given order:[303]

a. The waqif himself (ওয়াকিফ নিজেই);

b. His exceutior (তাঁর প্রাক্তন);

c. The *mutuwalli* (মুতাওয়াল্লি);

d. The Court (আদালত)।

a. By the waqif himself:

It is lawful for the waqif to reserve the mutuwalliship for himself. And where a waqf has been created, but the waqif has appointed on mutawalli for the administration of the waqf, nor has reserve the mutuwalliship for himself, the office would nevertheless appertain to him qua waqif. In Ali Azghar v. Farid Uddin, the waqif appointed himself as the first mutaualli and after his death Ali Asghar.

b. His executor:

Should the waqif die without making any express appointment, the power of appoint a mutawalli devolves upon lies executor.

c. By the mutawalli:

A mutawalli can appoint his successor under very restricted conditions, which are as followsi. Waqif and his executor both dead

ii. Waqif deed is silent on the point of succession of mutawalliship

iii. There is no positive custom regarding such devolution.

iv. The waqf deed authorizes him to this effect.

d. By the court:

It no such appointment is made the court may appoint a mutawalli. But court should select by preference a member of the founder family. It there by any fit persons possessing that qualification. If the members of the founders family is not a person possessing that qualification, the court may appoint a stranger, as happened in the case of Shabar Banoo."

৩০৩. http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqfmanagementisla(mv.)html,p. 5

[ক। ওয়াকিফ নিজেই লিখেছেন: ওয়াকিফের পক্ষে মুতুওয়ালিশিপ নিজের জন্য সংরক্ষণ করা বৈধ। এবং যেখানে একটি ওয়াক্ফ তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু ওয়াক্ফ মুতাওয়াল্লীর উপর ওয়াক্ফ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করেছেন বা মুতুওয়ালিশিপকে নিজের জন্য সংরক্ষণ করেননি, তবুও অফিস তাকে তবুও ওয়াকিফের সাথে মিলিয়ে দেবে। আলী আজগর বনাম ফরিদ উদ্দিনে ওয়াকিফ নিজেকে প্রথম মুতাউয়ালি- এবং তাঁর মৃত্যুর পর আলী আসগরকে নিযুক্ত করেছিলেন।

খ। তার নির্বাহক: ওয়াকিফের যদি কোনও স্পষ্ট সাক্ষাতকার না করে মারা যায়, মুতাওয়াল্লির নিয়োগের ক্ষমতা মিথ্যা নির্বাহকের উপর নির্ভরশীল।

গ। মুতাওয়াল্লি: একজন মুতাওয়াল্লি খুব সীমাবদ্ধ শর্তে তার উত্তরসূরি নিযুক্ত করতে পারেন, যা অনুসরণীয়। ওয়াকিফ ও তার নির্বাহ দুজনেই মারা গেছেন। মুতাওয়ালিশীপের উত্তরসূরীর পয়েন্টে ওয়াকিফ দলীল নীরব। এই ধরনের হ্রাস সম্পর্কে কোনও ইতিবাচক প্রথা নেই। ওয়াক্ফ দলিল তাকে এই প্রকারের অনুমোদন দেয়।

ঘ। আদালত দ্বারা: এই ধরনের কোনও নিয়োগই আদালত কোনও মুতাওয়াল্লি নিয়োগ দিতে পারে নি। তবে আদালতের পছন্দ অনুসারে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য নির্বাচন করা উচিত। এটি সেই যোগ্যতার অধিকারী কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এটি। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্যরা যদি সেই যোগ্যতার অধিকারী কোনও ব্যক্তি না হন, তবে আদালত একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন, যেমনটি শবর বানুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।]

উল্লেখ্য বর্তমান সময়ের মসজিদ কমিটি বা অপরাপর ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিচালনা পরিষদকে মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি ধরে নেয়া যেতে পারে। কাজেই তাদের নিয়োগ বরখাস্তের বিষয়টি মুতাওয়াল্লির ইখতিয়ারাধীন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ওয়াক্ফকারী কয়েক ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে তাদের উপর পরিচালনার ভার অর্পণ করেছে এবং তারাই পরিচালনা কমিটি রূপে পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে সে কমিটি স্বয়ং মুতাওয়াল্লি, মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি নয়।

মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য

ওয়াক্ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার আয়-উৎপাদন যথাযথ নিয়মে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে Waqf Management in Islam-এ বলা হয়েছে,

> "The mutawalli is manager of the waqf property. His primary duty is to preserve the property like this own, but to manage and spend it like a servant of God. As discussed earlier a mutawalli is not owner of the waqf property, the property vest in God, not in hi(mv.) Although his functions are similar to that of a trustee under the Indian trust Act, 1882 yet, the not a trustee is its technical senses unlike a trustee, the property close not vest in mutawalli. The mutwalli simply holds the

office as manager of the property. But, he is not allowed to manage the property at his own choice. He has to administer the property strictly according to the object and direction laid down by the founder. He has no right to spend the benefit of waqf for purposes which may be religious or charitable according to him but are not specified as objects or the waqf."[৩০৪]

ওয়াক্ফের আয় দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংস্কার কার্য সম্পাদন করতে হবে। এতে যদি সমুদয় আয়ও ব্যয় হয়ে যায় তবুও তা মুতাওয়াল্লির প্রথম দায়িত্ব। জলাবদ্ধতার কারণে ভূমিতে কোন ফসল না হলে এবং মাটি ফেলে ভরাট করা আবশ্যক হলে জমিকে আবাদযোগ্য করার জন্য মুতাওয়াল্লিকে প্রথমে তাই করতে হবে। এমনিভাবে মসজিদ জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে বা ঈদগাহ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেলে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা এর সংস্কার কার্য সম্পাদন করতে হবে। অতপর আয়ের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে নির্মাণ ও সংস্কার কাজের যেটি বেশী প্রয়োজন সে কাজে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর এটি হচ্ছে ওয়াক্ফের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যা দ্বারা ওয়াক্ফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে এই পরিমাণ বেতন-ভাতা দিতে হবে যা তাদের জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। তারপরও কিছু বেঁচে থাকলে ওয়াক্ফের অপরাপর প্রয়োজনে যেমন- মসজিদেও জন্য বিছানা, বাতি প্রভৃতি কাজে তা ব্যয় করা যাবে।

মসজিদ অলংকরনের কাজে ওয়াক্ফের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। ওযাক্ফ সম্পত্তির প্রয়োজন মেটানোর পরও কিছু অর্থ বেঁচে থাকলে তা দ্বারা মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটি লাভজনক কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। তবে এর লভ্যাংশও অবশ্যই ওয়াক্ফ সম্পত্তির অংশ।[৩০৫] ওয়াক্ফ সম্পত্তি (বাড়ি ইত্যাদি) যদি বসবাসের জন্য হয়, তবে যে বা যারা তাতে বাস করবে তাদেরকেই নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ব্যয় ভার বহন করতে হবে। ওয়াক্ফের আয় দ্বারা তা নির্বাহ করা হবে না। বসবাসকারী যদি তা করতে রাজী না হয় বা সে দরিদ্র হয় তবে সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তার অর্থ দ্বারা সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হবে এবং তারপর তা বসবাসকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটিকে সর্বদা ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যার দরুন ওয়াক্ফের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। যেমন- ওয়াক্ফের দোকান, জমি ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যের কমে ভাড়া দেয়া বা ওয়াক্ফের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করতে গিয়ে বাজারের দরের অতিরিক্ত

৩০৪. http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf managementisla(mv.)html, p. 6

৩০৫. *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)*, খ. ২, পৃ. ৩৬৮

পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি। এরূপ করলে মুতাওয়াল্লির পক্ষে সেটা খেয়ানত বলে সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে ওয়াক্‌ফের বস্তু কাউকে ধার-কর্য দেয়াও তার জন্য বৈধ নয়। ওয়াক্‌ফের কোন আয়উপার্জন যদি বিক্রি করা হয় তবে মুতাওয়াল্লি স্বয়ং তা ক্রয় করতে পারবে না। তাতে দৃশ্যত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপকার হলেও করা যাবে না।[৩০৬]

মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি মুতাওয়াল্লির বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হয় অথবা অন্য কোন কারণে তিনি যদি অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। এমনকি ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লিকে কোন ক্রমেই অপসারণ করা যাবে না এমন নির্দেশও দিয়ে থাকেন তাহলেও প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। ওয়াক্‌ফনামায় যদি মুতাওয়াল্লিকে অপসারণের ক্ষমতা রেখে থাকেন, তাহলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করার পর তিনি আর মুতাওয়াল্লিকে অপসারণ করতে পরেন না। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লি হয়ে উপযুক্ত অভিযোগে প্রশাসক কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে জনসাধারণের উপকারের জন্য সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে আদালত সর্বপ্রথম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। অতএব কোন মুতাওয়াল্লি দেউলিয়া হয়ে পড়লে অথবা ওয়াক্‌ফ নামায় বর্ণিত ধর্মীয় দায়িত্ব পালন না করলে অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবী করলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করে তার স্থলে নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করবেন অথবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৩০৭] ওয়াক্‌ফকারী ইচ্ছা করলে বিনা অপরাধেই মুতাওয়াল্লিকে অব্যাহতি দান করতে পারেন। কিন্তু কাজী বিনা অপরাধে তা পারেন না। হাঁ মুতাওয়াল্লি যদি কোন অপরাধ তথা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে খিয়ানত করে তবে কাজী (সরকারী প্রতিনিধি) তাকে অব্যাহতি দান করবে। তহবিলে অর্থ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির নির্মাণ, সংস্কার কাজ না করা, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো খিয়ানত এবং মুতাওয়াল্লির বরখাস্তের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। মুতাওয়াল্লি যদি উন্মাদ হয়ে যায় এবং এ অবস্থা এক বছরকাল দীর্ঘায়িত হয় তবে তাকে অব্যাহতি দান করতে হবে। এক বছরের কম হলে অব্যাহতি দেয়া

৩০৬. *আল বাহরুর রাইক*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

৩০৭. আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের ‘উলামার একটি দল, *ফাতাওয়াহ্ আল-হিন্দিয়াহ (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩

যাবে না। সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় সে পদে বহাল করা হবে। পরিচালনা কমিটি যদি মুতাওয়াল্লিও হয়, তবে উপরোক্ত বিধি-বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি হয় তবে মুতাওয়াল্লি যখন ইচ্ছা সে কমিটি বরখাস্ত করতে পারে।[৩০৮]

মুতাওয়াল্লী নিযুক্তি প্রসঙ্গ

যেভাবে একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হতে পারবেন–

১. ওয়াকিফ নিজে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হইতে পারিবেন ;

২. ওয়াকিফের কার্যকারক কর্তৃক মুতাওয়াল্লী নিয়াগে লাভ করিতে

৩. ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুবিধাভাগী ব্যক্তিগণ দ্বারা কোন ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন;

৪. ওয়াকিফের মৃত্যুকালীন সময়ের ঘাষেণা দ্বারাও কোন ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন ;

৫. আদালতের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী পদে নিয়াগে লাভ করিতে পারিবেন ।

৬. নাবালক বা পাগল ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা যায় না।

কিভাবে মুতাওয়াল্লী নিয়াগে করা হয়

মুতাওয়াল্লী নিয়াগের বিধান হল

১. ওয়াক্ফ আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়াকিফ নিজে ওয়াক্ফ সম্পাদন করিয়া মুতাওয়াল্লী হইতে পারিবেন;

২. ওয়াকিফের নির্দেশ অনুসারে তাহার বংশধরগণের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি অথবা অপর যেকোন ব্যক্তিও মুতাওয়াল্লী হইতে পারিবেন;

৩. ওয়াকিফের মৃত্যু হইলে বা মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বা অন্য কোন বৈধ কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুবিধাভাগেগিণের আবেদনক্রমে আদালত ও মুতাওয়াল্লী নিয়াগে করিতে পারিবেন।মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব: ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একজন মুতাওয়াল্লীর নিম্নলিখিত ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে ।

১. ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনের দফতরে তালিকাভুক্ত করা তাহার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুতাওয়াল্লীকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব প্রশাসনের নিকট প্রদান করা ।

৩. ওয়াক্ফনামায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য মুতাওয়াল্লী আইনানুযায়ী বাধ্য থাকিবেন।

৪. ওয়াক্ফ সম্পত্তি যথাযথ পরিচালনা বা আয়-ব্যয় অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নে মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ প্রশাসনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৩০৮. কামালুদ্দীন ইব্ন হুম্মাম, *শারহু ফাত্হুল কাদীর*, খ. ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

৫. ওয়াক্ফ প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি কৃষি ও অকৃষি যথাক্রমে ৩ ও ১ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য মুতাওয়ালী ইজারা দিতে পারিবেন না।

৬. ওয়াক্ফ-এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোন কাজে মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগ করিতে পারিবেন না।

৭. ওয়াক্ফনামার ক্ষমতা দেওয়া না থাকিলে ওয়াক্ফ প্রশাসন বা আদালতের অনুমতি ব্যতীত মুতাওয়াল্লী সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় বা বিনিময় করিবার অধিকারী হইবেন না ।

৮. ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি আদালত বা প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত বাড়াইতে পারিবে না।

৯. ওয়াকিফ মুতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক ওয়াক্ফনামায় উলে-খ না করিয়া থাকিলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির এক-দশমাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে পাইবে। ওয়াকিফ মুতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক কম ধার্য করিয়া থাকিলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আদালত তাহা বর্ধিত করিতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের এক-দশমাংশের অধিক হইবে না।

মুতাওয়াল্লীর অপসারণ

মুতাওয়াল্লী অপসারণ প্রসঙ্গে বিধান হল–

অপব্যবহার বা বিশ্বাসভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অযাগ্যে বিবেচিত হইলে ওয়াক্ফনামায় মুতাওয়াল্লীকে কোন অবস্থায় অপসারণ করা যাইবে না বলিয়া ওয়াকিফের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকিলেও ওয়াক্ফ প্রশাসক উক্ত মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল অর্পণের পর ওয়াকিফ কোন অবস্থাতেই মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারেন না। অবশ্য ওয়াক্ফনামায় অপসারণের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে ওয়াকিফ মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ করিতে পারিবেন।[৩০৯]

উপরাক্তে বিষয়গুলি ব্যতীত আরও কতগুলি ক্ষেত্র আছে যেইগুলি ওয়াক্ফনামায় গ্রহণযাগ্যে নহে; যেমন:

১. মুতাওয়াল্লীর পদ হস্তান্তরর হইতে পারে না;

২. মুতাওয়াল্লীর অফিস ক্রোক হইতে পারে না;

৩. ওয়াক্ফ প্রশাসকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে না;

৪. বিরুদ্ধ দখলের কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মুতাওয়াল্লীর দখলটি ওয়াক্ফ ইহার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা ও অন্যান্য ধারা যাহাতে প্রশাসককে ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।[৩১০]

---

৩০৯. ৩৫ ডি.এল.আর. ১৭৬; ১৯৮১ বি.এল.ডি.-৬৩

৩১০. প্রাগুক্ত

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্র, ওয়াক্‌ফ সীমিতকরণ ও রহিতকরণ সম্পৃক্ত বিধান

যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হবে, তা ইসলামী আইন অনুসারে অবশ্যই ধর্মীয় দাতব্য বা সওয়াবের কাজ বলে স্বীকৃত হতে হবে। ওয়াক্‌ফ অবশ্য পরিবার পুত্র-কন্যা অথবা বংশধরদের জন্যও তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। নিম্নে ওয়াক্‌ফের বৈধ ক্ষেত্র ও অবৈধ ক্ষেত্র দুইটি তালিকা দেয়া হল।[৩১১]

ওয়াক্‌ফের বৈধ ক্ষেত্র

১. মসজিদ নির্মাণ ও ইমামের বেতন দান।

২. স্কুল-কলেজ নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতন দান।

৩. পুকুর ও দীঘি খনন, সেতু নির্মাণ ও সরাইখানা স্থাপন।

৪. দরিদ্রের ভিক্ষা দান এবং হজ করার জন্য দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান।

৫. আলী মার্তেজা (রা.)-এর জন্ম উৎসব পালন ।

৬. মহররমের সময় তাজিয়া নির্মাণ এবং ধর্মীয় শাভোযাত্রার জন্য উট বা ঘাড়ো ক্রয়।

৭. ইমামবাড়া মেরামত।

৯. ওয়াকিফ বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুবার্ষিকী পালন।

১০. কদম শরিফ উৎসব পালন।

১১. মসজিদে বাতি দান।

১২. কাহারও বাড়িতে, অথবা কোন প্রকাশ্য স্থানে কোরআন তেলাওয়াত।

১৩. ওয়াকিফ অথবা তার পরিবারের জন্য রুহের মাগফেরাতের বার্ষিক ফাতেহাখানি।

১৪. মক্কা শরীফে রাবোত অর্থাৎ হাজীদের বিনামূল্যে থাকার জন্য সরাইখানা নির্মাণ ।

১৫, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনদের ভরণপাষেণ।

১৬. দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য দান।

১৭. ঈদগাহের জন্য অর্থ দান।

১৮. জনসাধারণ বহুদিন যাবত শ্রদ্ধা করে আসছে, এরূপ কোন পীরের মাজার বা দরগাহ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ।

ওয়াক্‌ফের অবৈধ ক্ষেত্র

১. ইসলামে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেরূপ কাজ। যথা ও গির্জা বা মন্দির নির্মাণ।

২. ওয়াকিফের দাস-দাসীর ভরণপোষণ ।

---

৩১১. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৩. ওয়াকিফের সাথে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ নয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভরণপোষণ ।[৩১২]

সুতরাং ওয়াক্ফ ইসলামী শরী'আহর একটি বিশেষ দাতব্য আইন। এ আইনের অধীনে বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মুসলমিদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়াক্ফ আইনটি যথাযথ শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

---

৩১২. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্টের বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্য এ কার্যালয়ের ইনোভেটিব কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান কার্যালয়টি ৪নং নিউ ইস্কাটন, ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ৩৮টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সারা দেশের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক অফিস সমূহে একজন করে পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষক ও একজন অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) পদায়িত আছে। এ পর্যায়ে প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত আইন ও নীতিমালা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফের ধরন ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন

পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা

পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ইসলামের অগ্রাভিযানের সাথে সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের অনন্য সুন্দর নিদর্শন ওয়াক্‌ফের ধ্যানধারণাও পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করে এবং এর আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়া, মিসর ও তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মত পাক-ভারত উপমহাদেশেও ওয়াক্‌ফের ব্যাপক প্রচলন ও এর সুফল সমাজে বহু অগ্রগতি সাধন করেছিল। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ

৫৫৪ বছরে প্রায় ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলা শাসন করেছিল।[৩১৩] এ সময়ে ওয়াক্ফ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে গরিব মিসকিন, বিকলাঙ্গ, দুস্থ মানুষকে সাহায্য প্রদান, দারিদ্র বিমোচন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে,

> "The Bengal region during Mughal period had a very rich tradition of 'waqf'. Most of the Mosques, Madrasah and other socio-religious organizations and institutes used to be managed by the income of the 'waqf' estates. But the colonial powers that ruled it for about two hundred years destroyed this tradition along with other Muslim institutions."[৩১৪]

ইবনে বতুতার লেখায় দেখা যায়, মুহাম্মদ তুগলকের শাসনামলে বড় বড় সড়ক ও জনপথের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশ্রামাগার ছিল। যেসব স্থানে মুসাফিরখানা থাকতো, মুসলিম অমুসলিম উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এসব মুসাফিরখানা নির্মিত হত।[৩১৫]

সুলতান সেকান্দর লুদী তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় গরিব-মিসকিনদের একটি নিয়মিত তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম মৌসুমে বছওে দু'বার দুই ঋতুতে গরিব-মিসকিনদের জামা-কাপড় দেয়া হত। দেশের সামর্থ্যহীন পিতা-মাতার বিবাহযোগ্য সন্তানদের বিবাহের খরচও সরকারিভাবে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।[৩১৬] বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বেশী অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং এসবের ব্যয় ভার বহনের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ও জমাজমি দান করতেন।[৩১৭] বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। তিনি দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করেন।[৩১৮]

---

৩১৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩১৪. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HT(MV.)

৩১৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৩১৭. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৩১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

এ প্রসঙ্গে ড. অফধস বলেন, শুধু রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনসেবামূলক কাজের জন্য প্রায় বিয়াল্লিশটি গ্রাম ওয়াক্‌ফ করা হয়।[৩১৯] কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র লেখা পড়া করত তাদের যাবতীয় ব্যয় ভার (বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বই-পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কাগজ-কলম ও প্রসাধনী ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হত।[৩২০] ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন, মুর্শীদকুলী খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের আসাদুল্লাহ্ নামক জনৈক জমিদার তাঁর আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী-গুণীদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[৩২১] এরূপ বহু নজীর রয়েছে যে, সে কালে বিত্তশালী ও ভূস্বামীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুদয় ব্যয় ভার একব্যক্তি বহন করতেন সরাসরিভাবে কিংবা দান, ওয়াক্‌ফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে।[৩২২] ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এক অনন্য অবদান রেখেছিল। কিন্তু ইংরেজরা গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা যখন মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তখন বাংলাই প্রথম ইংরেজদেও করতলগত হয়। এ সময় গোটা সুবে-বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ছিল।[৩২৩] ওয়াক্‌ফ, লা-খেরাজ, আয়েমা, মদদ-মায়াশ প্রভৃতি সম্পত্তির আয়-উন্নতি দ্বারাই মসজিদ, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন হত। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এক কালাকানুনের আওতায় ইংরেজ সরকার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দখল করে নেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করার পর ইংরেজরা চিন্তা করলো মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিকাশের পথকেও রুদ্ধ করতে হবে। মূলত কালাকানুনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দখলের পেছনে এ দুর্ভিসন্ধিই কাজ করেছিল।

তাই ইংরেজ আমলে যেসব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল সেগুলোর অধিকাংশই এখন আর অবশিষ্ট নেই।[৩২৪] W. W. Hunter তাঁর গ্রন্থে বলেন, ইংরেজদের বিজয়ের পর শত শত প্রাচীন মুসলিম ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ফলে লাখেরাজ ভূসম্পত্তির দ্বারা মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল।[৩২৫] পরবর্তীতে ভারত সরকারও মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের

৩১৯. Adam, *second report*, Ibid, p. 37

৩২০. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১, A. R. Mallik, *Br. Policy & the Muslims in Bengali*, p. 150

৩২১. Ghulam Hussain, *Seiyere-Mutakherin*, Vollll, p. 63, 69, 70 & 165, আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩২২. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৩২৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৩২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

৩২৫. W. W. Hul Hunter, *The Indian Mussalmans*, Bangladesh Edition, 1975, p. 167

ক্ষেত্রে একই আচরণ করেছে। কোন আইন প্রচলিত না থাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও তার উপস্বত্ব যথেচ্ছা ব্যবহৃত হত। তদানীন্তন মুসলিম ওলামা, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সুধীবৃন্দের উদ্যোগে ওয়াক্ফের সংরক্ষণ ও তার উপস্বত্বের সুষ্ঠু ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য একটি আইন জারি করার দাবী উত্থাপিত হয়। এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক ১৯১৩ সালে 'ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্ট' নামে এক আইন জারি করে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে এ উপমহাদেশে ওয়াক্ফ আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ আইনের কার্যকারিতার জন্য ১৯৩৪ সালে 'বঙ্গীয় ওয়াক্ফ এ্যাক্ট' নামে এক আইন জারি করে ওয়াক্ফকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে মোখতার আহমদ (Md. Mokhter Ahmad) বলেন,

> 'The people of this country saw the emergence of waqf law in different stages initiated by the British for the first time in 1894 through the declaration of the Privy Council waqf alal aulad or family awqaf as invalid which was subsequently repealed and replaced by 'The Mussalman Waqf Validating Act in 1913' followed latter on by 'The Mussalman Wakf Act, 1923', 'The Bengal Waqf Act, 1934', and finally 'The East Pakistan Waqf Ordinance, 1962'. 'The East Pakistan Waqf Ordinance, 1962 is the cornerstone of waqf management in Bangladesh barring some minor amendments made in it by the Waqf Ordinance 1988 and Waqf Ordinance 1998. "[326]

[ব্রিটিশদের দ্বারা প্রিভি কাউন্সিলের ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওকফাকে অবৈধ বলে ঘোষণার মাধ্যমে ১৮৯৪ সালে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াক্ফ আইনের উত্থান দেখেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাতিল করা হয়েছিল এবং মুসসালমান ওয়াক্ফ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। ১৯১১৩-এ 'বৈধকরণ আইন' এর পরে 'দ্য মুসলামান ওয়াক্ফ আইন, ১৯৩৩', 'বেঙ্গল ওয়াক্ফ আইন, ১৯৩৩' এবং শেষ অবধি 'দ্য পূর্ব পাকিস্তান ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২২' অনুসৃত হয়। 'পূর্ব

৩২৬. Md. Mokhter Ahmad, *Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation*, Centre for University Requirement Courses (CENURC) International Islamic University Chittagong Dhaka Campus, Dhaka, Bangladesh, p. 2

পাকিস্তান ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২২ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৮৮ এবং ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৯৮ দ্বারা এর মধ্যে কিছু ছোটখাটো সংশোধনী বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ পরিচালনার মূল ভিত্তি।]

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যেমন আরব, ইয়ামেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত প্রভৃতি থেকে মুসলমানরা এ দেশে শাসক, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ী রূপে আগমন করেন। এদের মধ্যে আরবদের অধিকাংশই ছিলেন সূফী, ইসলাম প্রচারক ও বণিক সম্প্রদায়। নতুন অধিকৃত এদেশে আগমনকারী সূফী-সাধকদের প্রায় প্রত্যেকেই শিষ্য ও অনুচরসহ আগমন করেছিলেন। শাহ জালাল (র.) ৩৬০ জন শিষ্য নিয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেন।[৩২৭] এ দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে তখন বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। কিন্তু আরব ব্যবসায়ী, ইসলাম প্রচারক এবং অসংখ্য ওলী, দরবেশ ও সূফী-সাধকদের আগমনে এ দেশের মানুষের জীবনে নব যুগের সূচনা হয়। এ সব ইসলাম প্রচারক ও সূফী-সাধকরা এ দেশের মানুষের নিকট সহজভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলে ধরায় এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিঃসংকোচে গ্রহণ করায় হাজার হাজার মানুষ বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়।[৩২৮] এ সব ওলী-দরবেশদেও প্রভাব সমগ্র বাংলাদেশে এমনকি সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মসজিদ, খানকাহ ও দরগাহ দেশের আনাচে কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় একখানা ঐতিহাসিক পত্র থেকে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এ পত্র জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখেছিলেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র! কি চমৎকার দেশ বাংলাদেশ।"[৩২৯] এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পীর-দরবেশ বা আল্লাহ্‌র ওলীরা এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এ অঞ্চলকে তাঁরা তাঁদের স্থায়ী আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করেন।

---

৩২৭. G. H. Damant Shah Ismail Gazi, *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1876, XLIII, p. 215

৩২৮. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২

৩২৯. Prof. Hasan Askari, Bengal Past & Present, Vol- LXVII, Serial no. 130, 1948, Pp. 35-36

এক কথায় বলা যায়, কেবল নগর নয়, বাংলাদেশের এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এসব ওলী-দরবেশ পদার্পন করেননি বা বসতি স্থাপন করেননি।[৩৩০] এ সব সিদ্ধ পুরুষগণ আন্তরিকভাবে ইসলামের খেদমত ও মানবসেবা করে গেছেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের খানকাহগুলো বিরাট জনহিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হত। এগুলো ছিল স্রষ্টা সন্ধানী মানুষের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। খানকাহসমূহ ছিল একাধারে চিকিৎসালয় ও আশ্রয় কেন্দ্র। যেখানে দুস্থ, অসহায় ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ সরাসরি আশ্রয় গ্রহণ করত। তারা শেখ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট লাভ করত সেবা, চিকিৎসা ও আন্তরিক যত্ন। প্রতিটি খানকার সাথে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকতো। সেখান থেকে গরিব ও অভুক্ত লোকদেও খাবার দেয়া হত। লঙ্গরখানার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তিও দান করা হত। এভাবে সাধু-দরবেশদের খানকাহ্ ও লঙ্গর খানাগুলো দুস্থ ও বিপন্ন মানুষের জন্য এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সূফী-দরবেশগণ দেশের দীন- দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে ও তাদের অনুভূতি বা আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হন।[৩৩১] এসব সূফী-সাধকদের প্রতি শাসক, আমীর-ওমারা ও কর্মচারীদের গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। ফলে তারা পীর-দরবেশদের মাযারে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ এবং তাদের দরগাহ ও লঙ্গরখানাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লা-খেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করেছেন। এভাবে এদেশে অনেক ওলিবুজুর্গের মাযার এবং মসজিদকে কেন্দ্র করে বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক সময় এ সকল সম্পত্তি বিরাট অবদান রাখলেও বর্তমানে সেগুলোর উপর খাদেম, মোহাফেজ ইত্যাদি নামের অনেক দখলদার বসে আছে, যারা অনেক বিদ'আত ও শিরকের প্রসার দিয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামের মূল প্রাণসত্তা বিরোধী বহু কাজ কওে যাচ্ছে। আল্লাহ্ও ওয়াস্তে ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্ফকৃত এ সকল সম্পত্তি যদিও হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু এখন সেগুলো বিভিন্নভাবে হাতবেহাত হয়ে চলছে এবং অনেক সম্পত্তি বেনামী দলিলের শিকারে পরিণত হয়েছে। অথচ এক সময় দেশের গরিব, মিসকিন, ভূমিহীন ও ছিন্নমূল মানুষদের সাহায্য করা, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ সেতু নির্মাণ, জনগণের পানির সুবিধার্থে পুকুর, দীঘি খনন, বিপন্নকে সাহায্য দান ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ এ ওয়াক্ফ সম্পত্তি দ্বারা বহুল পরিমাণে সম্পন্ন হত। এভাবেই সূফী- দরবেশদেও সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, মানবসেবা, ভালবাসা,

৩৩০. Ibid, Vol- LXVII, Serial no. 130, 1948, p. 35-36

৩৩১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২৭

উদারতা এবং জনহিতৈষীমূলক কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনার ভাবাদর্শে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে A Brief out line of waqf in Bangladesh-এ বলা হয়েছে,

> "Bangladesh Surrenders thousand times to the almighty Allah for Sanctifying her soils with the mortal remains of many saints of Isla(mv.) There last resting places in Bangladesh have now become holy shrines whare millions of Muslims every year come for Allahs blessings and inspiration to follow the true path of Isla(mv.) Survey reveals that there are 1400 such shrines around which big complexes with Mosques, Moqtabs, Hospitals, School have grown up in addition to the daily arrangement for feeding the hungry and the visitors as well."[৩৩২]

১৯৫০ সালে জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের ফলে বহু ওয়াক্ফ এস্টেটের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে ওয়াক্ফ সম্পত্তির কল্যাণকারিতার তেমন গুরুত্ব না থাকায় অনেক সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ কোন এ্যানুয়িটি নির্ধারণ না করেই অনিয়মিতভাবে ওয়াক্ফ এস্টেট কর্তৃত্বাধীনে নিয়েছেন। শরী'আতের বিধানের কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন সরকারের আমলে উন্নয়নমূলক কাজের নামেও বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি যথেচ্ছাভাবে হুকুম দখল করা হয়েছে। এছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৫৬ ধারা মতে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করার বিধান নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর তার বংশধররা বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং তা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে বিনা বাধায় রেজিষ্ট্রি হয়। এসব কারণে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ওয়াক্ফ এস্টেট, নোয়খালী ভুলোয়া এস্টেট, লাকসামের পশ্চিম গাঁ নবাবদের ওয়াক্ফ এস্টেটসহ উত্তর বঙ্গ ও রাজশাহী অঞ্চলের বহু বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটের আজ কোন হদীস নেই। উল্লেখ্য ভারতের হুগলি জেলার সৈয়দপুরের জমিদার হাজী মুহাম্মদ মহসিন ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলির ইমামবাড়ার ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তাঁর সমুদয় ভূসম্পত্তির আয় ওয়াক্ফ করেন। বাংলাপিডিয়ায় এ ভাবে উল্লেখ আছে যে,

---

৩৩২ *A Brief out line of Waqf in Bangladesh,* Ibid, p. 3

'সর্বাধিক উলে-খযোগ্য পবিক ওয়াক্ফ হ'ল মহসিন তহবিল। ভারতের হুগলির হাজী মুহাম্মদ মহসিন এবং সৈয়দপুর এস্টেটের জমিদার, ১৮০৬ সালে তাঁর সম্পত্তির পুরো আয় হুগলির ইমামবাড়ার ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণে সমৃদ্ধ হন।'[৩৩৩]

তাঁর পরিবারের এক সদস্য এই ওয়াক্ফের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেন। ফলে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে সরকার ১৯ নং আদেশ বলে এই সম্পত্তি ক্রোক করে এবং সদও দেওয়ানি আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা সরকারি অধিকারেই থাকে। মামলাটি প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত যায় এবং ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিল পরলোকগত ওয়াক্ফকারী হাজী মহসিনের পক্ষে রায় দেয়।[৩৩৪] এক সময় হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডের টাকায় এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং বহু মানুষ এ ফান্ডের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় এ ফান্ডের এক বিরাট অংশ এদেশের ভাগেও পড়েছিল।[৩৩৫] কিন্তু বর্তমানে তা কোথায় কিভাবে আছে সেটি রীতিমত অনুসন্ধানের বিষয়। এ ভাবে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত ও উত্থান-পতন অতিক্রম করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওয়াক্ফ একটি অনন্য মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশের মানুষের জীবন যাত্রার সাথে মিশে আছে। যদিও ওয়াক্ফ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গকৃত সম্পদ তবুও বাংলাদেশে এর মিশ্র রূপ দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ আয় মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থানের জন্য দরিদ্রদের আহার যোগানোসহ বিভিন্ন ইসলামী উৎসব উৎযাপনের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। তা ছাড়া কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের কিছু অংশ উল্লেখিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয় এবং বাকী অংশ ওয়াকিফের বংশধরদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের মোট আয়ের ৫০ শতাংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, সে সব ওয়াক্ফকে 'পাবলিক ওয়াক্ফ' হিসেবে গণ্য করা হয়। যে সব ওয়াক্ফের শতকরা একশত ভাগ আয় ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয় তা 'ওয়াক্ফ লিল্লাহ্' নামে পরিচিত। আবার যে ওয়াক্ফের আয়ের কিছু অংশ ওয়াকিফের পরিবার ও উত্তরসূরীদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং বাকী অংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তাকে 'ওয়াক্ফ লিল-আওলাদ' বলা হয়।[৩৩৬]

৩৩৩. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HTM

৩৩৪. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৪

৩৩৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

৩৩৬. *বাংলাপিডিয়া*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ওয়াক্ফ সম্পৃক্ত আইন ও নীতিমালা

উপমহাদেশে ওয়াক্ফ আইন

মুসলিম ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্ফের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবসেবার পাশাপাশি পরিবার ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণার্থে ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ইসলামে একটি স্বীকৃত বিধান। তবে এ ব্যবস্থাটি অবৈধ দাবী করে এক সময় ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফাতা মোহাম্মদ ইসহাক বনাম রসময় ধর চৌধুরী (Abul Fata Mohamed Ishak Rusomoy Dhur Chowdr) মামলার রায়ে প্রিভি কাউন্সিল ওয়াক্ফ আলাল আওলাদকে অবৈধ ঘোষণা করে। প্রিভি কাউন্সিলের এই রায় মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা এটিকে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের লঙ্ঘন বলে ধওে নেয়। ভারত সরকারের কাছে এর বিরূদ্ধে একটি অভিযোগ পেশ করা হয়। ফলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ওয়াক্ফ বৈধকরণ আইন নামে একটি আইন পাশ হয়, যার দ্বারা প্রিভি কাউন্সিলের রায়টি অপসারিত হয়।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন,

> During the British occupation, waqf estates used to be administered under Muslim personal law (shariah) dealing with fundamental aspects of awqaf … In the absence of a governing legislative guidelines, particularly on Waqf Ahly (family waqf),the Privy Council held in the case of Abul Fata Mohamed Ishak v Rusomoy Dhur Chowdry [337] that the dedication of property by way of waqf for family settlement was invalid. This controversial judgment given in this land mark case created wide spread discontentment among Muslim community all over the Indian subcontinent.[338] Consequently the Waqf Validating Act of 1913 was enacted, of which the main objective was to remove the disability created by the decision of the Privy Council."[339]

---

৩৩৭. 23 November1894, *PCJ on Appeals from India*, 572; ILR 22 Cal. 619,68

৩৩৮. The judgment given by the Privy Council, being the highest court of law sitting in London, used to be binding on all the Courts in the then British Empire, including India

৩৩৯. Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE*, (International Islamic University Malaysia (IIUM), Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia), p. 3

‘ব্রিটিশদের দখলের সময় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীনে পরিচালিত হত (শরিয়াহ) ওকফার মূল বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। বিশেষত ওয়াক্ফ আহলির (পারিবারিক ওয়াক্ফ) সম্পর্কিত পরিচালনমূলক আইনী নির্দেশাবলীর অনুপস্থিতিতে আবুল ফাতা মোহাম্মদ ইশাক বনাম রুসময় ধুর চৌদরির ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে পারিবারিক বন্দোবস্তের জন্য ওয়াক্ফের মাধ্যমে সম্পত্তি উতসর্গ অবৈধ ছিল। এই স্থল চিহ্ন মামলায় প্রদত্ত এই বিতর্কিত রায় পুরো ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলস্বরূপ ১৯১৩ সালের ওয়াক্ফ বৈধকরণ আইন কার্যকর করা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ফলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা।’

ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন

বাংলাদেশে এক সময় বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কোন আইন-কানুন না থাকায় তা যথেচ্ছা ব্যবহৃত হত। এ অঞ্চলের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল ১৯১৩ সালে সর্বপ্রথম ‘ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এক্ট’ (The Waqf Validating Act-১৯১৩) নামে এক আইন জারি করে। ভারত বিভক্তির আগে ১৯২৩ সালে মুসলিম ওয়াক্ফ আইন পাস হওয়ায় ভারতে ওয়াক্ফের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। এর পর ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা দেখা দিলে ১৯৩০ সালে ‘ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এক্ট সংশোধন’ (The Amendment of Waqf Validating Act- ১৯৩০) করা হয়। এ আইনকে আরো কার্যকর করার জন্য ১৯৩৪ সালে ‘বেঙ্গল ওয়াক্ফ এক্ট’ (The Bengal Waqf Act- ১৯৩৪) নামে আইন জারি করে ওয়াক্ফ প্রশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়।[৩৪০]

উপমহাদেশ বিভক্তির পর তদানীন্তন পাকিস্তানে ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য বেশ কিছু আইন ও অধ্যাদেশ ঘোষণা করা হয়। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৬২ সালে পূর্বের আইনসমূহ সংস্কার করে ‘ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২’ (The Waqf Ordinance –1962) জরি করা হয়।[৩৪১]

সংক্ষেপে ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন

১. ওয়াক্ফ আইন বিবর্তন

- ওয়াক্ফ যাচাই আইন ১৯১৩.
- ওয়াক্ফ যাচাই (সংশোধন) আইন ১৯৩০.

---

৩৪০. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৩৪১. ছিদ্দিকুর রহামন মিয়া, *ওয়াক্ফ বিষয়ক আইন* (ঢাকা: নিউ ওয়াসী বুক কর্পোরেশন, ২০০৯), পৃ. ২১

- বেঙ্গল ওয়াক্‌ফআইন ১৯৩৪

২. ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২

- ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলা
- ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিধি ১৯৭৫
- ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা- ১৯৮৯[৩৪২]

সর্বশেষ 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩' এবং ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অধিকতর সংশোধন কল্পে 'Waqfs (Amendment) অপঃ, ২০১৩' নামে এক আইন জারি করা হয়।[৩৪৩] মূলত ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ দ্বারাই বর্তমানে দেশের সকল তালিকাভুক্ত (নিবন্ধিত) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালিত হচ্ছে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ বলে এতে কিছু ছোটখাট পরিবর্তন আনা হয়েছে।[৩৪৪] এরপর বিভিন্ন সময়ে ওয়াক্‌ফ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৫ সালে 'ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিধিমালা ১৯৭৫' (The Waqf Administration Rules ১৯৭৫) এবং ১৯৮৯ সালে 'ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা- ১৯৮৯' (The Service Rules of the public Servants of the Waqf Administation- ১৯৮৯) জারি করা হয়। ওয়াক্‌ফ আইনের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত বিধি-বিধানের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে।[৩৪৫] এ সম্পর্কে আযহারুল ইসলাাম বলেছেন,

> [এটি ১৯৩৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধিদপ্তরের নেতৃত্বে রয়েছে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি রাজধানী ঢাকার ৪, নিউ ইস্কাটন রোডে রয়েছে। ওয়াক্‌ফ আইনটি তাদের দ্বারা প্রথম ভারত-পাক উপমহাদেশ - "মুসালমান ওয়াক্‌ফ বৈধকরণ আইন ১৯১৯" এর অধীনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ১৯৩৩ সালে আরেকটি আইন চালু হয়েছিল, যথা - "মুসালমান ওয়াক্‌ফ আইন, ১৯৩৩" পরে ১৯৩৪ সালে বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ আইনটি অসম, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নিয়ে গঠিত অবিভক্ত বাংলায় চালু হয়েছিল। সেই থেকে এই উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রমকে জোরদার করতে এবং সময়ের প্রয়োজন অনুসারে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তিগুলি সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৯৯২ সালে একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করা

---

৩৪২. ওয়াক্‌ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা- ১০০০; ওয়েবসাইটঃ www. waqf.gov.bd.

৩৪৩. *বাংলাদেশে গেজেট* (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বাংলাদেশে সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা), পৃ.

৩৪৪. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৩৪৫. প্রাগুক্ত

হয়েছিল, যথা - "ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২" ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে পূর্বোক্ত অধ্যাদেশ এ দেশে এখনও কার্যকর রয়েছে।[৩৪৬]

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন বর্তমানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। অবশ্য ইতোপূর্বে এটি যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন,

> "Initially, the awqaf sector in Bangladesh used to be under the Ministry of Education. Then in 1972 it was brought under the Ministry of Land Reforms and Land Administration. Currently Awqaf affairs in Bangladesh are governed under the Ministry of Religious Affairs."[৩৪৭]

প্রাথমিকভাবে, বাংলাদেশে আওকাফ খাত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। তারপর ১৯৭২ সালে এটি ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আওকাফ বিষয়ক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ বলে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আযহারুল ইসলাম বলেন,

---

৩৪৬. "It was established under the Bengal Waqf Act of 1934. The Department of Waqf Administration is headed by the Waqf Administrator having its central office in the capital city of Dhaka at 4, New Eskaton Road. The Waqf Act was first recognised by the them Indo-Pak Sub-continent under "The Musalman Waqf Validating Act 1913." Besides, another Act was introduced in 1923, namely "The Musalman Waqf Act, 1923" later on, in 1934, The Bengal Waqf Act was introduced in the undivided Bengal comprising the province of Asam, East and West Bangal. Since then the Department of Waqf Administration was established in this Sub continent. In order to strengthen the activities of the Waqf Administration and to control the waqf properties smoothly according to the need of time, a new Ordinance was promulagted in 1962, namely "The Waqf Ordinance, 1962" After the independence of Bangladesh in 1971, the aforesaid ordinance is still in force in this country." (Muhammad Azharul Islam, *Awqf Experience of Bangladesh in south Asia* (Country paper), New Delhi, p. 3)

৩৪৭. Muhammad Fazlul Karim, *Problems and Prospects of Awqaf in Bangladesh: A Legal Perspective,* Ibid, p. 3

> All functions of this Department are being controlled and managed under the Waqf Ordinance of 1962 and the Department is running under the administrative control of Bangladesh Government. Beside this each and every waqf estate is being administered by a *mutawalli*/ committee as prescribed in the concerned waqf deed. The waqf adminintrator appoints the *mutawalli*/ committee as per the Waqf Ordinance of 1962 and with the provisions of concerned waqf deed.[৩৪৮]

এই বিভাগের সকল কার্যক্রম ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভাগটি বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে চলছে। এর পাশাপাশি, প্রতিটি ওয়াক্‌ফ এস্টেট সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ দলিলে নির্ধারিত মুতাওয়াল্লি/ কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ দলিলের বিধান অনুসারে মুতাওয়াল্লি/ কমিটি নিয়োগ করেন।

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যাবলি

১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ মোতাবেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি/ওয়াক্‌ফ এস্টেট পরিচালনা/ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির জরিপ করা (ধারাঃ ৬)।

২. ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ এবং এর তহবিল পরিচালনার জন্য ওয়াক্‌ফ কমিটি গঠন করা (ধারাঃ ১৯)।

৩. ওয়াক্‌ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সাধারণভাবে সম্পাদন করা (ধারাঃ ২৭)।

৪. মোতাওয়াল্লি অপসারণ করে নতুন মোতাওয়াল্লি নিয়োগ দেয়া (ধারাঃ ৩২)।

৫. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে এবং ওয়াক্‌ফের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থে এর যে কোন অংশ হস্তান্তর করা (ধারাঃ ৩৩)।

৬. বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কার্যভার গ্রহণ করা এবং প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালনা করা (ধারাঃ ৩৪)।

৭. ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের আদেশের বিরূদ্ধে জেলা জজ আদালতে কিংবা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টেও মাননীয় হাইকোট বিভাগ/মাননীয় আপীল বিভাগে দায়ের করা মামলা মোকাদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা (ধারাঃ ৩৫)।

---

৩৪৮. Muhammad Azharul Islam, Ibid, p. 3

৮. জেলা প্রশাসক অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ করা (ধারা: ৩৬)।

৯. ওয়াক্ফ সম্পত্তির / ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিয়োগ/কমিটি অনুমোদন করা (ধারা: ৪৩, ৪৪, ও ৫১)।

১০. ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা (ধারা: ৪৭)।

১১. কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এতৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (ধারা: ৫০)।

১২. মোতাওয়াল্লি কর্তৃক ওয়াক্ফ এস্টেটের দাখিলকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা ও অডিট প্রতিবেদনের উপর আদেশ প্রধান করা (ধারা: ৫২, ৫৩, ৫৪)।

১৩. মোতাওয়াল্লি কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তি পাঁচ বছরের বেশী সময়ের জন্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা (ধারা: ৫৬) ।

১৪. ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদান করা (ধারা: ৫৭)।

১৫. জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করা এবং ওয়াক্ফ এস্টেট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ধারা: ৬৪)।

১৬. ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি/কমিটির নিকট থেকে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের নীট আয়ের ৫ % হারে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা (ধারা: ৭১)।

১৭. ওয়াক্ফ তহবিল এবং ওয়াক্ফ তহবিলের ব্যবহার (ধারা: ৭৩ ও ৭৪)।

১৮. ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা (ধারা: ৭৬)।

১৯. বিভিন্ন আদালতে ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক মামলা দায়ের করা (ধারা: ৮৩)।

২০. সরকার কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তি হুকুম দখল/অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গ্রহণ করা (ধারা: ৮৫)।

এ ছাড়া প্রত্যেক ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই ওয়াকিফ সৃষ্ট ওয়াক্ফ দলিলের বিধান মতে নিয়োজিত মুতাওয়াল্লি/কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার অভিযোগ/মামলাসমূহ কোয়াসি জুডিশিয়াল পদ্ধতিতে বা ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ জুডিশিয়াল পদ্ধতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উচ্চতর আদালতে আপিল বা রিট মামলা রুজু করে থাকেন। উক্ত মামলায় ওয়াক্ফ প্রশাসকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

বাংলাদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্ফ এস্টেট

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের অগ্রাধিকারমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী [৩৪৯]

- ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ, হিসাব, রিটার্ন ও তথ্য তলব করা;
- যে উদ্দেশ্যে ও যে শ্রেণির লোকের উপকারের জন্য ওয়াক্ফ সৃষ্টি বা নিবেদিত সে উদ্দেশ্যে ও কল্যাণার্থে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;
- ওয়াক্ফ দলিলে মুতাওয়াল্লির পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- মুতায়াল্লির বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করা;
- কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা;
- ওয়াক্ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন। ওয়াক্ফ প্রশাসনের সেবামূলক কার্যক্রম সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মসজিদ মেরামত/সংস্কার ও দাতব্য কার্যক্রমের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ ওয়াক্ফ এস্টেটের সেবামূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ শাহ্ আলী বাগদাদী (র.) জেনারেল হাসপাতালে বিনা মূল্যে ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ দেশের ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এ ছাড়া হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ এস্টেট, চাঁদপুর, হাজী গোলাম রসূল সওদাগর ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম পাগলা মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ্ খাতে অর্থ ব্যয় করছে।[৩৫০]

---

৩৪৯. *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন*, পৃ. ১০

৩৫০. *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন*, ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য

১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থকেন। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:[৩৫১]

ক. ওয়াক্‌ফ এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ, তদন্ত নির্ধারণ এবং সময় সময় মুতাওয়াল্লিগণের নিকট হতে হিসাব, রিটার্ণ ও তথ্য তলব করা।

খ. যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ে এবং যে শ্রেণির ব্যক্তিবৃন্দের উপকারার্থে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করা হয়েছে তা পূরণার্থে যাতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ ও তা হতে অর্জিত আয় নিয়োজিত হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

ঘ. এ অর্ডিন্যান্স মোতাবেক তিনি যে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অথবা দায়িত্বে বহাল থাকবেন স্বয়ং অথবা এ অর্ডিন্যান্স মোতাবেক নিযুক্ত অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রদত্ত ব্যক্তিবৃন্দ এর ব্যবস্থাপনা করা এবং এরূপ কোন সম্পত্তি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থপনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।

ঙ. যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফনামায় কোন মোতাওয়াল্লির পারিশ্রমিকের কোন বিধান নেই সে ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

চ. সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন মোতাবেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ দখল বাবদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা নিজে বিনিয়োগ করা অথবা নির্দেশ জারি করে মোতাওয়াল্লি কর্তৃক এর সুষ্ঠু বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ছ. সাধারণভাবে ওয়াক্‌ফসমূহের যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।

এছাড়া বিশেষভাবে দেশের সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধান, মুতাওয়াল্লিগণের নিকট হতে হিসাব ও রিটার্ণ গ্রহণ এবং ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় করা ওয়াক্‌ফ প্রশাসকদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন এস্টেট পরিচালনা করেন না। ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সাধারণত মুতাওয়াল্লি অথবা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। মুতাওয়াল্লি/কমিটি যথাযথভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেট পরিচালনা করছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করা ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দায়িত্ব। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের

---

৩৫১. আলীমুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলাদেশে মুসলিম আইন* (ঢাকা: অবণী প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ২৮৫

পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও ওয়াক্ফ প্রশাসন মোতাওয়াল্লিকে বিশ্বাস ভঙ্গ বা তহবিল তসরূফের দায়ে অপসারণ করা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা কোন বিশেষ সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি কিনা তা নির্ধারণ করা এবং বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত যে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।[৩৫২]

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ওয়াক্ফের ধরণ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিমাণ

মুহাম্মদ ফজলুল করিম বাংলাদেশের বর্তমান ওয়াক্ফ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> বাংলাদেশে আনুমানিক ১৪০ মিলিয়ন জনসংখ্যা রয়েছে, যার ৮ ৮৭% মুসলমান, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা। ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে, বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ এশিয়ার এই মুসলিম দেশে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশী মুসলমানদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি উচ্চ সম্মান রয়েছে এবং তাই বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয়, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে আকাফাফ প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের আওকাফের সম্পত্তি মসজিদ, মাদ্রাসা, ঊরফদগাহ ৩, কবরস্থান, ফার্মাসিউটিক্যালস, আবাদযোগ্য কৃষি জমি, অনুর্বর জমি, বন, টিলা এবং শহুরে জমি রয়েছে। রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর শহর চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহরে প্রচুর নগর রিয়েল এস্টেট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাজধানীর নগরীর বায়তুল মোকাররম (জাতীয় মসজিদ) কমপ্লেক্স এবং বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামের আন্দার কিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উভয় এস্টেটের বিশাল শপিং কমপ্লেক্স রয়েছে যা ভাড়া বিবেচনায় রেখে দেওয়া হয়। এছাড়াও আবাসিক বিল্ডিং আকারে প্রকৃত সম্পদ রয়েছে যা বেশিরভাগ ওয়াকিফের বংশধরদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। দরগাহ ও মাজারস ৪ বাংলাদেশের ওয়াক্ফ সম্পদের একটি বড় অংশ। এর মধ্যে বেশিরভাগ সম্পদ দীর্ঘ ব্যবহারকারীদের দ্বারা ওয়াক্ফ হিসাবে স্বীকৃত .৫ এই জাতীয় সম্পদের মধ্যে রয়েছে সিলেটের উত্তর-পূর্ব জেলার শাহ জালাল (র।) এবং শাহ পোরাণ (র।) এর মাজারগুলি রহপষঁফব এই সম্পদগুলি কোনও স্পষ্ট বিনিয়োগ ছাড়াই বিশাল আয় করে। এই সম্পদগুলির আয়ের প্রধান উতস হ'ল বিভিন্ন ধরণের নৈবেদ্য, হাদিয়া এবং প্রদত্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম। সাধারণত লোকেরা এ জাতীয় মাজারে ও দরগাহে যেসব সাধুদের মাধ্যমে সেই মাস্কারায় সমাহিত হয় তাদের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত কামনা করত এবং গবাদি পশু এবং গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির সবজি, নগদ অর্থ ও গহনা

---

৩৫২. এ. হাসান, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২ (ঢাকা:বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ১৯৯৯), ধারা- ৩২, পৃ. ১১১

ইত্যাদির মূল্যবান জিনিস সরবরাহ করত। আয়তন বিশেষত উরস মাহফিল ৬ এর নিয়মিত ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উদযাপনের সময়। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে নিবন্ধনের বিষয়টি যতক্ষণ না আছে, বাংলাদেশের আকাফের সম্পত্তিগুলি তিনটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমত, ওডাহাফের সাথে নিবন্ধিত আকাফফ; দ্বিতীয়ত, আওকাফ যা ব্যক্তিগত ট্রাস্ট হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত নয়; এবং তৃতীয়, মুতাওয়ালিস বা কমিটির সাথে নিবন্ধন না করে পরিচালিত আকাফাফ। প্রথম বিভাগের অধীনে কেবলমাত্র ওয়াক্ফের সম্পত্তি সরকারের ওয়াক্ফ প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আসে। যেহেতু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের অধীন ওয়াক্ফের সম্পত্তি নিবন্ধিত না হয় তারা ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে না কারণ ওডবি-উএ বিভিন্ন ধরণের লেনদেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিদিনের কার্যক্রমে সরাসরি জড়িত না ওয়াক্ফ এস্টেট এই দুটি বিভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতেও একটি নতুন ট্রেন্ডের উত্থান দেখা গেছে, যা বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে নতুন, নগদ অর্থের ওয়াক্ফ তৈরির বা নগদ ওয়াক্ফ হিসাবে বেশি পরিচিত। এটি লক্ষ্য করা উতসাহজনক যে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারী ব্যাংক নগদ ওয়াক্ফ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ওয়াক্ফ হিসাবে বৌদ্ধিক সম্পত্তি উতসর্গ করা বাংলাদেশের আরও একটি আকর্ষণীয় বিকাশ যা সম্প্রতি বাস্ড়বে বাস্তবে দেখা গেছে। কিছু ইসলামী পণ্ডিত যে ধর্মীয় বইয়ের কপিরাইটগুলি তারা নিজেরাই রচনা করেছেন বা অন্য মহান ইসলামিক পণ্ডিতদের রচনা অনুবাদ করেছেন সেগুলি উৎসর্গ করে এই মহান ঐতিহ্যটির সূচনা করেছিলেন।[৩৫৩]

বাংলাদেশে ওয়াক্ফের পরিসংখ্যান

১৯৮৬ সালে ওয়াক্ফ এস্টেটের উপর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩। মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ৯৭০৬৬ টি রেজিষ্ট্রিকৃত, ৫৬০৭ টি মৌখিক ও ৭৯৪০ টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে।[৩৫৪] ওয়াক্ফ এস্টেটের

---

৩৫৩. Bangladesh has an approximate population of 140 million, 87% of which is Muslim,being the third largest Muslim population in the world. *Waqf*, as a religious charitable institution, has been in existence in this South Asian Muslim country for centuries. …..Some Islamic scholars have initiated this noble tradition by dedicating the copyrights of the religious books that they have either themselves authored or they have translated other great Islamic scholars' works. (Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE,* International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Pp. 1-2)

৩৫৪. *Report on the census of waqf Estates – 1986,* Ibid, p. 3

অধীনে থাকা মোট জমির পরিমাণ ১,১৯,৬৯৫.৪০ একর। সরকারি হিসাব মতে যার বার্ষিক আয় ৯০.৬৫ কোটি টাকা।[৩৫৫] তম্মধ্যে ৭০৬৭০.১৮ হল কৃষি জমি আর বাকিগুলো অকৃষি জমি। এছাড়া ১৯৮৩ সালে পরিচালিত মসজিদ জরিপ অনুসারে দেশে প্রায় ১৩১৬৪১টি মসজিদ রয়েছে, এর মধ্যে ১২৩০৬টি মসজিদ ওয়াক্ফ প্রপার্টি। মাদ্রাসা ৪৩১৭টি, মাযার/দরগাহ ১৪০০টি, ঈদগাহ্ ২১১৬৩টি, কবরস্থান ৪৩১৭টি এবং এতিমখানা/সরাইখানা/মুসাফিরখানা ৩৪৫৯টি। এসব ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামে অবস্থিত।[৩৫৬] এছাড়াও দেশের সকল মসজিদ, মাদরাসা, খানকাসমূহ ওয়াকৃত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় এসব ওয়াক্ফ গড়ে ওঠে। শুধুমাত্র ফুরফুরার পীর মোজাদ্দিদে যামান মওলানা আবূ বকর সিদ্দিকীর প্রচেষ্ঠায় বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রায় ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল।[৩৫৭] যার অধিকাংশই বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এসবই ছিল ওয়াককৃত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উপজেলা ভিত্তিক ওয়াক্ফ এস্টেট জরিপের কাজ শুরু হয়েছে, যা এখনো শেষ হয়নি।[৩৫৮] এ জরিপের কাজ শেষ হলে ওয়াক্ফের সর্বশেষ চিত্র পাওয়া যাবে। বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনে ১৫০০০টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত আছে। এর মধ্যে ২১০টি দরগাহ্ বা মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট। তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ২,৬৬১টি ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ এবং ১২৩৩৯টি ওয়াক্ফ লিল্লাহ। বাকী বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে যাচ্ছে তালিকার বাইরে।[৩৫৯]

এছাড়া ১৯৯৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে এক লাখ ৯১ হাজার ৩৩৩টির মতো জুমা মসজিদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আরো ১৫ হাজারেরও বেশি রয়েছে পাঞ্জেগানা মসজিদ। ১৯৮৩ সালের এক জরিপে দেখা যায়, এসব মসজিদের মধ্যে ৪৬ হাজার ৭শ' ৮১টি মসজিদের রয়েছে নিজস্ব আয়ের উৎস। যেমন- দোকান, ভূ-সম্পত্তি, পুকুর ইত্যাদি।[৩৬০] সম্প্রতি এক হিসাবে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় পৌনে তিন লাখ মসজিদ রয়েছে।[৩৬১] এসব মসজিদের অধিকাংশই মানুষের দান

---

৩৫৫. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি:নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: স্কয়ার পাবলিকেশন্স-১৯৯৬), পৃ. ১৮৯

৩৫৬. Muhammad Azharul Islam, Ibid, p. 3

৩৫৭. হক, ইমদাদুল, ফুরফুরার পীর মওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (১৮৫৮-১৯৩৯ খ্রি.) : ধর্ম ও সমাজচিন্তা, দি কুরআনিক স্টাডিজ, জুন-২০২০, ভলিউম-৭, নং ১, সংখ্যা-১ (কুষ্টিয়া: আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বদ্যালয়, কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, ২০২০) পৃ. ১৩০

৩৫৮. *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন*, ২০১১, (৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ২০১১), দ্র.

৩৫৯. Muhammad.Azharul Islam, Ibid. p. 3.

৩৬০. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

করা ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর সাথে আরো বিপুল পরিমাণ দানকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে যার অধিকাংশই কৃষি জমি। তবে বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটে পাকা, আধাপাকা, আবাসন, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় মুসাফিরখানা এবং বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক অবকাঠামো রয়েছে। ওয়াক্ফ দলিলের নির্দেশনার আলোকে সমুদয় সম্পত্তির আয় ওয়াক্ফ লিল্লাহ্ হয়ে থাকলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদিও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় হয় এবং ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ হলে উত্তরাধিকারীদের অংশ ছাড়া বাকী আয় ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। মূলত এ দু'প্রকারের ওয়াক্ফই বর্তমানে বাংলাদেশে চালু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আযহার বলেন,

> "In Bangladesh, there are mainly two types of waqf, such as, (1) public waqf of Waqf-e-Lillah: Where more than 50 % of the net abailable income of a waqf property is exclusively spent for religious and charitable purposes; this type of waqf is known as public waqf. (2) Waqf-al-Awlad: Endowments where more than 50% of the net available income is meant for the welfare of waqifs descendans, such waqf is treated as Waqf-al-Awlad. Beside, there are some waqfs which are being used for religious purposes for a long time or from the time immemorial, such as, Mosques, Mazars/Dargahs (Shrines), Graveyards, Maghbaras, Imambaras etc. These are known as Traditional/ Customary waqfs of waqfs by user. Waqfs can be created in many ways i. e. by registered deed or orally or by parcha/ Khatian (record of rights) of by way of religious uses for a long time."[৩৬২]

বাংলাদেশে প্রধানত দু'ধরনের ওয়াক্ফ আছে, যেমন,

(১) ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহর সর্বজনীন ওয়াক্ফ

যেখানে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোট উপলব্ধ আয়ের ৫০ % এর বেশি ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয়; এই ধরনের ওয়াক্ফ পাবলিক ওয়াক্ফ নামে পরিচিত।

(২) ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ

এনডাউমেন্টস যেখানে মোট উপলব্ধ আয়ের ৫০% এর বেশি ওয়াকিফ বংশধরদের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এই ধরনের ওয়াক্ফকে ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও,

৩৬২. Muhammad Azharul Islam, Ibid. p. 2

কিছু ওয়াক্ফ আছে যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন বা প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন, মসজিদ, মাজার/ দরগাহ (মাজার), কবরস্থান, মগবর, ইমামবারা ইত্যাদি। এগুলি তথ্যগত/ প্রথাগত ওয়াক্ফ ব্যবহারকারীর দ্বারা ওয়াক্ফ।

বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্ফ প্রশাসন কাঠামো

প্রধান কার্যালয়- ১ (নিজস্ব জায়গায় ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ডাবল বেইসমেন্ট ওয়াক্ফ ভবনটি পথম পর্যায়ে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মিত, যা ৪, নিউ ইস্কাটন রোড,

ঢাকা-১০০০-এ বর্তমানে অবস্থিত।)[৩৬৩] বিভাগীয় কার্যালয় ৬, আঞ্চলিক অফিস ৩৮।

আঞ্চলিক অফিস

৩৮ টি আঞ্চলিক অফিস নিম্নরূপঃ

১.ঢাকা -১, ২. ঢাকা -২, ৩. ঢাকা -৩, ৪. ঢাকা -৪, ৫. টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ ৬. নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ ৭. নরসিংদী ও গাজীপুর ৮. ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর ৯. কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা ১০. ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ী ১১. চট্টগ্রাম- ১, ১২. চট্টগ্রাম- ২, ১৩. চট্টগ্রাম- ৩, ১৪. চট্টগ্রাম- ৪, ১৫. কক্সবাজার ১৬. কুমিল্লা ১৭. চাদপুর ১৮. নোয়াখালী ও ফেনী ১৯. লক্ষ্মীপুর ২০. সিলেট ও সুনামগঞ্জ ২১. মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ ২২. রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩. নওগাঁ ২৪. বগুড়া ২৫. জয়পুরহাট ২৬. পাবনা ও সিরাজগঞ্জ ২৭. রংপুর ও গাইবান্ধা ২৮. নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম ২৯. দিনাজপুর ৩০. ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় ৩১. খুলনা ৩২. যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদহ ৩৩. কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা ৩৪. বরিশাল ৩৫. ভোলা ৩৬. ঝালকাঠি ও পিরোজপুর ৩৭. পটুয়াখালী ৩৮. বরগুনা।[৩৬৪]

পরিশেষে বলা যায়, ওয়াক্ফ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোন ভূ-সম্পত্তি প্রতিদানের বিনা আশায় দান করে দেয়া। ওয়াক্ফ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। (১) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ (২) বান্দার জন্য ওয়াক্ফ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ হল– ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা। আর বান্দার উদেশ্যে ওয়াক্ফ আবার দুই প্রকার। তা হল, (ক) সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ (খ) সমাজের মানুষের জন্য ওয়াক্ফ। তবে সকল প্রকার ওয়াক্ফই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে ওয়াক্ফ আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখার জন্য মুতাওয়াল্লী সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন

---

৩৬৩. *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন*, ২০১১, পৃ. ৩

৩৬৪. প্রাগুক্ত

করেন। তিনি এ সম্পত্তির উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করতে পারবেন, তবে হস্তান্তর বা বিক্রয় করতে পারবেন না। সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও অপসারণ হতে পারে। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। মুসলিম ভারতে ওয়াক্ফ আইন প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ওয়াক্ফ আইন রয়েছে এবং এর প্রায়োগিক নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং

এ অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ইসলামের উন্নয়ন ধারণা ও ইসলামী ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা, উন্নয়ন-এর পরিচয়, উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশধারার পথপরিক্রমা ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরা হবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক আলোচনা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, সামাজিক উন্নয়নের উপাদান, সামাজিক উন্নয়নের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকসমূহ, সামাজিক উন্নয়নের সূচকসমূহ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক নির্দেশকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন সম্পর্কে স্ববিস্তর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত ইসলামে উন্নয়ন, মু'মিনের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা, ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা, আল-কুরআনে অর্থনৈতিক জীবন-এর মূলনীতি, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন সূচক, ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং, সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামের উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন

'উন্নয়ন' সমাজ বিজ্ঞানের একটি মৌলিক পরিভাষা ও কর্মালোচিত বিষয়। ব্যক্তির আত্মিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ মানুষের জীবনমান কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছানোর ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়াই উন্নয়ন। এ পর্যায়ে উন্নয়ন কী, উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে। এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত ৩টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: টেকসই উন্নয়ন

প্রথম অনুচ্ছেদ: উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা

উন্নয়ন-এর পরিচয়

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক. সামাজিক উন্নয়ন কৌশল গ্রন্থে বলা হয়েছে, উন্নয়নের সংজ্ঞা উন্নয়ন বলতে কোন কিছুর ইতিবাচক বিকাশ বা বিস্তারকে বুঝায়।[৩৬৫]

খ. অমর্ত্য সেনের মতে,

> জনগণের সক্ষমতা বিকাশই গোটা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে না। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তি মানুষের সত্ত্বাধিকারের ওপর। ব্যক্তি কী পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা সামগ্রির ওপর তার স্বত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তার ওপর সক্ষমতা নির্ভর করে। মাথাপিছু কী পরিমাণ খাদ্য পাবে তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে না। বরং মাথাপিছু কী পরিমাণ খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্রদের উন্নয়ন হবে না। যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠী উৎপাদিত খাদ্যের ওপর স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা অর্জন না করে। উন্নয়ন বলতে একটা দেশের অর্থনৈতিক

৩৬৫. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৪

প্রবৃদ্ধি অর্জনকে নির্দেশ করে না। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুফল স্থায়ী ও ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধান হল উন্নয়ন।[৩৬৬]

গ. মিশেল পি. ট্যুডারো বলেন,

> Development must, therefore, be conceived of as a multidimensional process involving major change in social structures, popular attitudes, and national institutions as well as the acceleration of absolute poverty.[৩৬৭]

ঘ. কে. সি. আলেকজান্ডার বলেন,

> Development is fundamentally a process of change that involves the whole society-its economic. socio-cultural, political and physical structures as well as the value system and way of life of the people.[৩৬৮]

সুতরাং উন্নয়ন বলতে ব্যক্তির, সমাজের বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হত। কিন্তু আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে উন্নয়ন বলতে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মূল্যবোধ, কাঠামো, নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা

উন্নয়ন ধারণাটি এ যাবত বহুমুখী ধারায় বিকশিত হয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. কোন দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে উন্নয়নের হিসেবে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু কোন দেশের মুষ্টিমেয় লোকের আয় ব্যাপক বৃদ্ধি ও সিংহভাগ লোকের আয় কম থাকলে সেটা দ্বারা উন্নয়ন বুঝায় না।

খ. উন্নয়ন হচ্ছে কোনদেশের জনগণের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।

গ. উন্নয়ন হচ্ছে কোন দেশের জনগণের প্রকৃত মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ।

ঘ. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প প্রধান অর্থনীতিতে পরিবর্তনই উন্নয়ন।

---

৩৬৬. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, পৃ. ১৫৪

৩৬৭. প্রাগুক্ত

৩৬৮. K.C. Alexander, '*Dimensions and Indicators of Development', Journal of Rural Development*, Vol. 12 (3), NIRD (Hydrabad: 1993 AD.), p. 257

ঙ. দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, সুবিধাবঞ্চিত জনগণের উন্নয়নের তথা তাদের অনুকূলে জাতীয় আয়, সম্পদ ও সুযোগসুবিধার পুনর্বণ্টন হল উন্নয়নের লক্ষ্য।

চ. পুনর্বণ্টিত আয় ইত্যাদি যদি মানুষ ভাগ করতে না পারে বা যদি মানুষের নিরাপত্তা না থাকে তবে উন্নয়ন হবে না। কাজেই উন্নয়ন হল, পুনর্বণ্টিত আয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তাসহ ভোগ করতে পারা।[৩৬৯]

তবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, সুবিধাবঞ্চিত জনগণের অনুকূলে জাতীয় মাথাপিছু আয়কে সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন বলা যাবে না। যদিও উন্নয়নের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশধারার পথপরিক্রমা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশধারার পথপরিক্রমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভূমিবাদীরা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থ এবং বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের ওপর জোর দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থের পরিবর্তে ভূমিবাদীরা প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি উন্নতির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ বণ্টন এবং ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন।[৩৭০]

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সুমপিটার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। উন্নয়ন অর্থনীতির সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটান অর্থনীতিবিদ পি এন রোজেস্টাইন রোডেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উন্নয়ন ধারণার আরও বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে।[৩৭১]

অর্থনীতিবিদ Gerald M. Meier এর মতে, Economic Development is a process whereby the real per capital income of a country increases over a long period of time.[৩৭২] কিন্তু উন্নয়নের এ ধারণা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় পরবর্তীকালে উন্নয়ন ক্ষেত্রে সামাজিক,

---

৩৬৯. মুহাম্মদ হাসান ইমাম সম্পা., *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৫-৬৭

৩৭০. মোহাম্মদ শহীদুল আলম, গৌর সুন্দর বণিক, *'অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ঃ পটভূমি বিবর্তন ও গতিশীলতা'*, *উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫

৩৭১. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা* (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪

৩৭২. Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development* (New Delhi: Oxford University Press, 1990, AD.), 5th Ed., p.7

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল দিক অন্তভর্ক্তু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্নয়নের বলতে কেবল প্রবৃদ্ধিকে বুঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ ধারণার অবসান ঘটে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এতে দারিদ্র্য বাড়ে।

পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থনীতিবিদ পল স্ট্রিটিন, জেমস গ্রান্ট, মাহবুবুল হক প্রমুখের হাত ধরে মৌলিক চাহিদা তত্ত্বেও বিকাশ ঘটে। এর মূল অর্থ এসে দাঁড়ায় মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ।[৩৭৩]

সত্তর দশকের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হলো- সমগ্র সমাজকাঠামোর উন্নয়নের। তখন থেকে উন্নয়ন বলতে শুধু সংখ্যাত্মক নয়, গুণগত পরিবর্তনও নির্দেশ করা হয়। যেমন সমাজকাঠামো, বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। অধ্যাপক ডাডলি সিয়ার্স উন্নয়নকে বুঝাবার জন্য ৩টি প্রশ্নের অবতারণা করেন। তাঁর মতে, যদি উপর্যুক্ত ৩টি সূচকই কোন দেশে উঁচু স্তর থেকে নিম্নগামী হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সেই দেশটি উন্নয়ন যুগে প্রবেশ করবে। আর যদি ৩টি উপাদানের কোন একটি বা দু'টি অথবা ৩টি ঊর্ধ্বগামী হয় তবে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশটির উন্নয়ন হয়েছে এমনটি বলা যাবে না।[৩৭৪]

আশির দশকে উন্নয়নের সংজ্ঞা আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। তখন থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বস্তুগত সামগ্রী বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনকে উন্নয়নের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এজন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অধিকার প্রতিষ্ঠা, সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উন্নয়নের স্বার্থে দেশের জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু ও জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং এগুলোর সুবিধা ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান করা আবশ্যক।[৩৭৫] উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী ধারণার বিপরীতে এভাবে মৌল চাহিদা, দারিদ্র্য বিমোচন, সুষম বণ্টন, সামাজিক নিরাপত্তাবিধান প্রভৃতি অন্তভর্ক্তু হয়। এক্ষেত্রে একটি বড় প্রশস্ত হচ্ছে সক্ষমতা অর্জন। ডেনিস গোওলেট এজন্য ৩টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন- জীবন নির্বাহের সামর্থ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অধীনতা থেকে মুক্তি। এ ৩টি উপাদান বা মূল্যবোধকে সর্বোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন মনীষী এ. পি. থার্লওয়াল, যা মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ এবং সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

৩৭৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩৭৪. Dudley Seers, *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969, Pp 3-4

৩৭৫. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

এ দৃষ্টিকোন থেকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'জনগণের সক্ষমতা বিকাশই উন্নয়ন।'[৩৭৬] মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে সত্ত্বাধিকারের ওপর অর্থাৎ কী পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রিতে সে তার স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার ওপর। বর্তমানে উন্নয়নে আর্থ- সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল দিক অন্তভর্ক্তু করে বিশ্লেষণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে Michael P. Todaro বলেন, 'উন্নয়নের অবশ্যই একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে যাতে সমাজকাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তদ্রুপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস ও নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের মূলোৎপাটনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।'[৩৭৭]

আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়কে বহুমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে একই সূত্রে গ্রথিত করা হয়। ১৯৯০ সালে 'মানব উন্নয়নের ' ধারণা উপস্থাপন করে মানুষকে উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে উপস্থাপন করা হয়। UNDP-এর মতে, 'মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য মানুষের উন্নয়ন।'[৩৭৮]

এভাবে সামাজিক উন্নয়নের ধারণার বিকাশ সাধিত হয়। উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক সমান গুরুত্বহ। সুতরাং উন্নয়নের ধারণাটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সমাজের মানুষের প্রকৃত মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নবয়ন, আর্থ-সমাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

'অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি' প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এ পর্যায়ে দু'টি বিষয় আলোচিত হবে।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
২. সামাজিক উন্নয়ন

নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন-এর পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

---

৩৭৬. অমর্ত্য সেন, *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৭ খ্রি.), পৃ. ১২১

৩৭৭. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদগণ যৌক্তিক কিছু সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলঃ

- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সুইডার বলেন, দীর্ঘকালব্যাপী মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।[৩৭৯]

- সমাজবিজ্ঞানী বুকানন ও এলসি বলেন, বিনিয়োগের সাহায্যে অনুন্নত এলাকায় জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।[৩৮০]

- সমাজবিজ্ঞানী সি. ই. ব্ল্যাক বলেন,

  Economic development may be defined as the attainment of a number of ideas of modernization such as the rise productivity, social and economic equalization, modern knowledge improved institutions and attitude and a national coordinated system of policy measures that can remov the host of undesirable condition in the social system that have perpetual a state of underdeveloped or undeveloped.[৩৮১]

- সমাজবিজ্ঞানী জুনার ম্যাড্রাল বলেন,

  Economic development may be defined as nothing less than the upward movement in the entire social syatem.[৩৮২]

- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রস্টো অর্থনৈতিক উন্নয়নের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সেগুলো হলোঃ

  ক. মৌলিক বিজ্ঞানসমূহের উন্নতির প্রবণতা।

  খ. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা।

  গ. নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা।

  ঘ. বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা।

---

৩৭৯. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩৮০. প্রাগুক্ত

৩৮১. C. E. Black, *The Dynamics of Modernization*, New York, 1966, Pp. 55-56

৩৮২. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, ১২৫

ঙ. ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা।

চ. সন্তান লাভের প্রবণতা।[৩৮৩]

সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝায়।[৩৮৪]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু মৌলিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান বলতে ঐসব উপকরণকে বুঝায় যেগুলো কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিতান্তই অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত করার জন্য যে সকল উপাদান বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, সেগুলো সর্বদা সব দেশে সমভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এসব উপাদানগুলোকে প্রধানত অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হল–

- অধ্যাপক লুইসের মতে, 'The growth of per head depends on the one hand on the natural resources available and on the other hand on human behaviour'[৩৮৫]
- অধ্যাপক মায়ার ও বল্ডউইন এর মতে, 'The psychological and sociological requirements for developments are as important as the economic requirements.[৩৮৬]
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল অর্থনৈতিক উপকরণই পর্যাপ্ত নয়। বরং সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক উপকরণও আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ[৩৮৭] হল:

    ১. প্রাকৃতিক সম্পদ

    ২. মানবসম্পদ বা দক্ষ জনশক্তি

    ৩. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

    ৪. মূলধন গঠন

    ৫. উন্নত অবকাঠামো

---

৩৮৩. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৩৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৩৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৩৮৬. প্রাগুক্ত

৩৮৭. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬. ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার

৭. কারিগরি জ্ঞান

৮. দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী

৯. শিল্পায়ন ও শহরায়ন

১০. বাজারের পূর্ণাঙ্গতা

১১. শ্রম বিভাগ বা কর্মবিশেষীকরণ

১২. অর্থনৈতিক কাঠামোগত আনুকূল্য

১৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি

১৪. জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

১৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

১৬. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

১৭. অনুকূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ

১৮. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

১৯. সুশাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা এবং যোগ্য নেতৃত্ব

২০. জাতীয় সংহতি প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ হল– অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল এ সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

সামাজিক উন্নয়ন-এর পরিচয়

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সামাজিক উন্নয়ন-এর কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১. মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ, মানবীয় স্বাধীনতা ও কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনকে সামাজিক উন্নয়ন বলা হয়।

২. অন্যকথায় সামাজিক উন্নয়নের অর্থ হল- অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং সামাজিক দিকের উন্নয়ন।[৩৮৮]

৩. 'সামাজিক উন্নয়ন' (Social Development) বলতে সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক উর্ধ্বমুখী অবস্থাকে বুঝায়।[৩৮৯]

---

৩৮৮. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৩৮৯. এস. আমিনুল ইসলাম, *উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ১ম সং, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬

৪. সমাজবিজ্ঞানী J. F. K. Paiva বলেন,

Social Development is concerned with the creation or alteration of institutions in order to meet human needs.[৩৯০]

৫. সমাজবিজ্ঞানী James Midgley বলেন,

Social development is a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development.[৩৯১]

৬. প্রখ্যাত সমাজ বিশেষজ্ঞ M. S. Gore বলেন, Social Development emphasises the development of the totality of society in its economic, political, social and cultural aspects.[৩৯২]

৭. ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত World summit for social Development সম্মেলনে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলেন:

Social Development as a commitment to put people at the centre of development and international co-operation with the goal of satisfying social needs as an integral part of efforts for greater national and international stability.[৩৯৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, সামাজিক উন্নয়ন হল মানুষের জীবনমান ও সম্পদ অর্জনের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা।

সামাজিক উন্নয়নের উপাদান

সামাজিক উন্নয়ন একটি চলমান, গতিশীল, দীর্ঘমোদী, ব্যাপক ও বহুমুখী প্রক্রিয়া।

সামাজিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক A K Caironcross[৩৯৪] বলেন, 'উন্নয়ন কেবল একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়। প্রচুর অর্থ থাকলেই উন্নয়ন হবে এমন কথা বলা যায় না। এটি

---

৩৯০. J F K Paiva, '*A Concept of Social Development', Social Service Review* (The University of Chicago, Vol. 51, No.2, 1977), p. 329

৩৯১. James Midgley, *Social development* (London: Sage publications, 1995), p. 25

৩৯২. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩৯৩. James Midgley, *Social development,* Ibid, p. 25

৩৯৪. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

অ-অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদান দ্বারাও প্রভাবিত হয়।' সামাজিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ হল যথাক্রমে:

১. শিক্ষা

২. মানবসম্পদ

৩. বুদ্ধিবৃত্তি

৪. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতা এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ

৫. নৈতিকতা ৬. সামাজিক বুনিয়াদ, মূলধন ও প্রতিষ্ঠান

৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৮. ধর্মীয় উপাদান

৯. সাংস্কৃতিক উপাদান

১০. উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ

১১. জনগণের ক্ষমতায়ন ও সমষ্টির অংশগ্রহণ

১২. পরিকল্পনা প্রণয়ন

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

১৪. সুশাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও সংহতি

১৫. পরিবর্তন আনয়নকারী শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ

১৬. দক্ষ ও যোগ্য কর্মী এবং সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ দল এবং নেতৃত্ব প্রভৃতি। উন্নয়নে সামাজিক বিভিন্ন উপাদান ও রাজনৈতিক শর্তগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নের রাজনৈতিক দর্শন

উন্নয়নের রাজনৈতিক দর্শন প্রসঙ্গে Ragner Narkse বলেন, 'Economic Development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents.[৩৯৫] পাশাপাশি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে W A Lewis বলেন, 'The behaviour of government plays an important role on stimulating of discouraging economic activity.' উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে W A

৩৯৫. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Lewis আরো বলেন, 'No country has made progress without positive stimulus from intelligent government.'[৩৯৬]

সুতরাং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক ঐকমত্যের কোন বিকল্প নেই। কাজেই একটি জাতীয় সরকার, আইনের শাসন ও প্রশাসনকে জাতীয় সংহতি বুঝায়, যা সমগ্র জাতিকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ ও একত্রিত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক উন্নয়নের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের অবদান ও আবশ্যকতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক A K Caironcross বলেন, 'Development is impossible if it does not take place in the minds of men.'[৩৯৭]

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একান্ত আবশ্যক। স্থিতিশীল সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক বুনিয়াদসমূহের গঠনমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমনঃ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, শিক্ষা প্রভৃতি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন পরিচিতি

টেকসই উন্নয়ন একটি আধুনিককালের একটি আলোচিত পরিভাষা। স্থিতিশীল উন্নয়ন বা উন্নয়নের স্থিতিশীলতা উভয় ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। টেকসই উন্নয়ন একটি সমসাময়িক পরিভাষা। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল− Sustainable Development। আর টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) নামক শব্দ যুগল সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৮০ সালে IUCN এর World Conservation Strategy-Carrying for the Earth শীর্ষক রিপোর্টে। টেকসই উন্নয়নের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল।

---

৩৯৬. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৩৯৭. প্রাগুক্ত

১. IUCN এর রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়, Sustainable Development improving the quality of human life while living with in the carrying capacity of the supporting ecosystems.[৩৯৮]

২. ১৯৮৭ সালে Brundtland Commission. টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে" Developments that meets the needs of the present without limiting the potential to meet the needs of future generation"-টেকসই উন্নয়ন হলো যেখানে বর্তমান প্রজন্মের ভোগের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয় ভোগের সম্ভাব্যতা সীমিত হবে না।[৩৯৯]

৩. টেকসই উন্নয়ন হল, এমন উন্নয়ন যা বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে এড়িয়ে যায় না।[৪০০]

৪. টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং ইকোসিস্টেমেও কোনো বাজে প্রভাব পড়ে না।[৪০১]

৫. সাধারণ অর্থে টেকসই উন্নয়ন হল চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম– যা ভবিষ্যতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে না।[৪০২]

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা

২০০১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৬-২০৩০ মেয়াদের জন্য 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গৃহীত হয়। এ আনুষ্ঠানিক নাম ছিল– Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustinable Development। এতে মোট সতেরটি লক্ষ্যমাত্রা, ১৬৯টি লক্ষ্য ও ২৩২টি সূচক নির্ধারিত হয়।[৪০৩]

---

৩৯৮. International Union for conservation of nature (IUCN).

৩৯৯. B.S. Bhatia, Studies in Human Resource & Sustianable Development (New Delhi: Deep and Deep Publication 1997), p. A

৪০০. Sd-Commission.org.uk. *Sustinable Development Commission* (2020. Accessed Feb. 16, 2020.https://cut.ly/ZrVV17E).

৪০১. মোঃ রায়হানুল ইকবাল ইভান, '*টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশ*' (ঢাকা: ঢাকা ট্রিবিউন, জুন ২, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন, জুন, ২, ফেব্রুয়ারি ১৬. ২০২০)

৪০২. মোঃ ফেরদৌস ইসলাম, *টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন: ইসলামী নির্দেশনা*, *ইসলামী আইন ও বিচার* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার), বর্ষ: ১৬, সংখ্যা ৬১, জানুয়ারি-মার্চ: ২০২০, পৃ. ৫৬

৪০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **দারিদ্র্য বিমোচনঃ** সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র নির্মূল করা।

২. **ক্ষুধা মুক্তিঃ** ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্যে, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষিব্যবস্থা চালু।

৩. **সুস্বাস্থ্যঃ** স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন নিশ্চিত করা।

৪. **মানসম্মত শিক্ষাঃ** অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরী করা।

৫. **লিঙ্গ সমতাঃ** লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।

৬. **সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাঃ** সবার জন্য সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৭. **কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিঃ** নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী– সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।

৮. **কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিঃ** সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯. **উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামোঃ** দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পান্নয়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।

১০. **বৈষম্য হ্রাসঃ** দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

১১. **টেকসই নগর ও সম্প্রদায়ঃ** নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা।

১২. **সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারঃ** টেকসই ভোগ ও উৎপাদনরীতি নিশ্চিত করা।

১৩. **জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপঃ** জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪. **টেকসই মহাসাগরঃ** টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।

১৫. **ভূমির টেকসই ব্যবহারঃ** পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বনব্যবস্থাপনা, মরুকরণরোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধ করা।

১৬. **শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান:** টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরী করা, সবার জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৭. **টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব:** বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুণর্জীবিত করা।[৪০৪]

টেকসই উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন আবশ্যক।

৪০৪. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, (জিইডি) বাংলাদেশ, পরিকল্পনা কমিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অভীষ্ট নং (১-১৭)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক

যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন সূচকটি একটি আধুনিক ধারণা। বর্তমান প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরও নির্দিষ্ট কিছু সূচক রয়েছে। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়নের সূচকসমূহ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক নির্দেশকসমূহ

প্রথম অনুচ্ছেদ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকসমূহ

উন্নয়নের সূচক

উন্নয়নের সূচক-এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

১. কোন কিছুর পরিমাপককে সূচক বলা হয়।[৪০৫] কাজেই উন্নয়ন পরিমাপের কৌশল বা প্রক্রিয়া হল উন্নয়নের সূচক।

২. উন্নয়নের ফলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় তা পরিমাপণ যন্ত্র বা কৌশলই হল উন্নয়নের সূচক।[৪০৬]

যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন সূচকটি একটি আধুনিক ধারণা। বর্তমান

---

৪০৫. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪০৬. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৪

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কতিপয় উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন'–এ ধারণা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে শুরু করে। এ সময় চুপসেপড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বণ্টনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শুধুউৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া হয় এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন সূচকের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ষাটের দশকের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে একদিকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে সম্পদশালী আরো অধিক সম্পদশালী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্রতর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক চাহিদা পূরণ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ তত্ত্বের মূল কথা হল, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উন্নয়নের লক্ষ্য। পরবর্তীতে মৌলিক চাহিদা পূরণ মতবাদের সাথে 'জীবনের ভৌত মান' সূচক উদ্ভাবিত হয়। ১৯৯০ সালে UNDP এর উদ্যোগে 'Human Development Index' (মানব উন্নয়ন সূচক) নামে উন্নয়ন সূচকের বিকাশ ঘটে।[৪০৭] ১৯৯১ সালে মানব উন্নয়নে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সূচক উদ্ভাবিত হয়। বর্তমানে উন্নয়ন পরিমাপে যেসব সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো হল- (১) মাথাপিছু আয় (GNP) (২) জীবনের ভৌত মান (PQLI) (৩) মানব উন্নয়ন (HDI) ও (৪) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (PFI)[৪০৮]

অর্থনৈতিক সূচক

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক তদ্রুপ অর্থনৈতিক সূচকের ওপরই নির্ভরশীল। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের একটি 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক' তুলে ধরা হল:

সূচক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত			বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৯	৮.২	৮.২	৫.২	৮.২	৮.৩	৮.৪
মূল্য স্ফীতি (%)	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৪	৫.৩	৫.২

৪০৭. রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৭০

৪০৮. রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

বিনিয়োগ (% জিডিপি)	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩২.৮	২০.৮	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৫.৬
বেসরকারি	২৩.১	২৩.৩	২৩.৫	২৪.২	১২.৭	২৫.৩	২৬.৬	২৭.৭
সরকারি	৭.৪	৮.০	৮.০	৮.৬	৮.১	৮.১	৭.৯	৭.৯
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	৯.৬	৯.৯	১৩.১	১২.৪	১১.৯	১২.১	১২.২
কর রাজস্ব	৯.০	৮.৬	৮.৯	১১.৮	১১.২	১০.৯	১১.০	১১.১
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৭	৮.৩	৮.৬	১১.৩	১০.৭	১০.৪	১০.৫	১০.৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.২	১.০	১.০	১.৩	১.২	১.০	১.১	১.১
সরকারি ব্যয়	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৮.১	১৭.৯	১৭.৯	১৭.১	১৭.২
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৩	৫.৩	৫.৮	৭.০	৬.৯	৬.৫	৬.৫	৬.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৪	-৪.৭	-৫.৫	-৫.০	-৫.৫	-৬.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৪	৪.৭	৫.৫	৫.০	৫.৫	৬.০	৫.০	৫.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	১.২	১.৩	২.৪	২.০	২.৫	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.৫	৩.৯	২.৭	৩.৫	৩.৫	২.৯	২.৯
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.৫	১৮.৩	১৭.২	১৮.৫	১৮.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	১৬.৬	১৪.৮	১৬.৭	১৬.৮	১৬.৮
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৫	১৩.০	১২.৫	১২.৫	১২.৫
বৈদেশিক খাত								
রপ্তানী আয়, এফওবি (%)	১.২	৫.৮	১০.৫	১২.০	-১০.০	১৫.০	১০.৮	১১.০
আমদানী ব্যয় এফওবি (%)	৯.০	২৫.২	১.৮	১০.০	-১০.০	১০.০	৮.০	৭.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-১৪.৫	১৭.৩	৯.৬	১৩.০	৫.০	১৫.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-০.৩	-৩.৪	-২.২	-১.৩	-০.৬	০.১	০.৪	০.৮
বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৪	৩২.৯	৩২.৭	৩৮.৪	৩৫.০	৪০.২	৪৫.০	৫০.০
আমদানীর মাস হিসেবে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ	৮.০	৬.২	৬.০	৬.২	৮.৪	৮.৮	৯.১	৯.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম								
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৯৭৫৮	২২৫০৫	২৫৪২৫	২৮৮৫৯	২৮০৫৭	৩১৭১৮	৩৫৮৩৪	৪০৪৫৬

সারণী– ৩.১: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ [৪০৯]

মাথাপিছু আয় (GNP)

৪০৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০* (ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০২০), পৃ. ১২

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনগণের মাথাপিছু আয় (GNP)-এর ওপর। মাথাপিছু আয় (GNP)-এর গতি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এজন্য একে অপরের পরিপূরক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে মাথাপিছু আয় সব সময় স্থিতি থাকে না এজন্য সার্বিক উন্নয়নের সূচকও ওঠা নামা করে। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় টাকা ও মার্কিন ডলারের হিসেবে তুলনা করা হয়।

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৪২৪৮৩	২৭৯৬৩৭৮
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৩৩২২৪	১৬১৪২০৪	১৮৩২২৬৭৫	২০৬০৭১৬	২৩৫৩১০৮	২৬৫৬০৯২	২৯৩০৪২৬
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮	১৫.৭৯	১৫.৯৯	১৬.১৮	১৬.৩৭	১৬.৫৬	১৬.৭৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫১৮	১৫৩৫৭৮	১৬৬৮৮৮
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৬৬০৪৪	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২০১৫	১০২২৩৬	১১৪৬২১	১২৭৪০	১৪৩৭৮৯	১৬০৪৪০	১৭৪৮৮৮
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১০	১২৩৬	১৩৮৫	১৫৪৪	১৬৭৫	১৮২৮	১৯৭০
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৯২৮	৯৫৫	১০৫৪	১১৮৪	১৩১৬	১৪৬৫	১৬১০	১৭৫১	১৯০৯	২০৬৪

সারণী- ৩.২: জিডিপি, জিএনআই সূচক: চলতি বাজারমূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি, মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)[৪১০]

সুতরাং উপর্যুক্ত ছকে প্রদত্ত বিষয়সমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক নির্ভর করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়নের সূচকসমূহ

সামাজিক উন্নয়নের সূচক নির্ভর করে সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের জীবন যাত্রার সার্বিক মানের যথাযথ নিরীক্ষণের ওপর। কেননা মানুষের জন্য সামাজিক জীবন অপরিহার্য একটি বিষয়। সামাজিক জীবনযাপন ছাড়া মানুষ কখনো বিকশিত হতে পারে না। কোন মানুষই তার একক শক্তির মাধ্যমে

৪১০. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৪*

নিজের সকল অভাব-অভিযোগ মোচন করতে সক্ষম নয়।[৪১১] তাই মানুষের বিকাশ এবং উন্নতি বা অগ্রগতি যাই বলা হোক, তা সামাজিক উন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উন্নয়ন তত্ত্বের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে 'সামাজিক উন্নয়ন'। সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত উন্নয়নের ওপর। আর এজন্য সমাজের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাথাপিছু আয়, নাগরিক জীবনমান, চিত্ত বিনোদন, সমাজ সেবা, জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি, পরিবেশ প্রভৃতি এবং স্বল্প পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কেউ কেউ সামাজিক উন্নয়ন বলতে অর্থনীতি বিষয়ক নয়, এমন সব কিছুর উন্নয়নকে বুঝিয়ে থাকেন।[৪১২]

তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের স্থায়িত্বের জন্য সামাজিক উন্নয়ন হল প্রথম ধাপ। মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ, মানবীয় স্বাধীনতা ও কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনকে সামাজিক উন্নয়নের বলা হয়। অন্যকথায় সামাজিক উন্নয়নের অর্থ হল- অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং সামাজিক দিকের উন্নয়ন।[৪১৩]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়নের হল একটি পরিকল্পিত লক্ষ্যার্জন প্রক্রিয়া, যাতে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের সাধিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত। এটি বৈষয়িক-অবৈষয়িক উভয় উন্নয়নে ব্যাপৃত।

সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক উন্নয়নের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমনঃ

১. **প্রয়োজন পূরণ প্রক্রিয়াঃ** সামাজিক উন্নয়নের মানবজীবনের পরিকল্পিত পরিবর্তন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজকাঠামোয় নতুন রূপ বা দিক সূচিত হয়।[৪১৪]

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্টঃ** সামাজিক উন্নয়নের অকাট্যভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞানী James Midgley বলেনঃ সামাজিক উন্নয়নের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। সামাজিক উন্নয়নের

---

৪১১. লেখকমণ্ডলী, *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯৫

৪১২. লেখকমণ্ডলী, *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৪১৩. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৪১৪. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, পৃ. ১৪৫

সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাঝে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করে। উভয়টিই উন্নয়নের গতিশীল প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে পরিগণিত।[৪১৫]

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ: সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় পরিকল্পনার অংশ বা উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সামাজিক দিকের ওপর জোর দেয়া হয় সামাজিক উন্নয়ন তার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে।

৪. সমাজের সামগ্রিকতা: সামাজিক উন্নয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি সমাজের সামগ্রিকতার প্রতি বিশেষ জোর দেয়।

৫. সমাজকল্যাণ: সমাজকল্যাণ সামাজিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান, ভোগ ও সঞ্চয়, আশ্রয়, বস্ত্র, বিনোদন, আপ্যায়ন, সামজিক নিরাপত্তা, মানবীয় স্বাধীনতা ও কল্যাণ, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি সকল কিছু সমাজকল্যাণের অংশ বিশেষ। আর সামাজিক উন্নয়নের মধ্যদিয়েই সমাজকল্যাণ বাস্তবায়িত হয়।[৪১৬]

৬. সামাজিক খাতের উৎকর্ষ বিধান: সামাজিক উন্নয়নের সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক বা ঊর্ধ্বমুখী উৎকর্ষ বিধানকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনই সামাজিক উন্নয়নের ।[৪১৭]

৭. বিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি: সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি বিভিন্ন বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি গ্রহণ করেছে। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ, রাজনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন বিকাশে অবদান রাখে।

৮. বিভিন্ন সংস্থার অবদান: সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সকল আঞ্চলিক সংঘ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি অবদান রাখে।

৯. বহুমুখী দিক: সামাজিক উন্নয়ন সামষ্টিকভাবে উন্নয়নের বহুমুখী দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। সামাজিক উন্নয়নের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজের সার্বিক দিক, জাতীয়, আঞ্চলিক, শহর ও গ্রামীণ এলাকা, দারিদ্র্য, অবহেলিত ও অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণির উন্নয়নের এবং মানবকল্যাণে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপৃত।

---

৪১৫. James Midgley, *Social development*, Ibid, p. 23

৪১৬. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

১০. **বিভিন্ন কৌশল:** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয় বিভিন্নব কৌশলের মাধ্যমে এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সাবির্ক উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং মানুষের বহুমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা।[৪১৮]

১১. এছাড়াও সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃতিগত দৃষ্টিকোন থেকে প্রগতিশীল। এটি মানুষের ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রত্যাশী হওয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থা, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি বিরুদ্ধ নয়। সামাজিক উন্নয়ন মানবজাতির নিরপেক্ষতা, জনগণের মৌলিক জন্ম অধিকার, মূল্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অংশগ্রহণ, আয় ও অন্যান্য সম্পদের সমবণ্টন প্রভৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক উন্নয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা সামাগ্রিকভাবে সমাজ তথা জনসাধারণের মূল্যায়ন করে থাকে। সেজন্য সমাজের সার্বিক দিকের উন্নয়নের ই এর মূল লক্ষ্য।[৪১৯] এ সম্পর্কে পেইভার বলেন, The goal of social development is the welfare of the people as determined by the people themselves.[৪২০]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক নির্দেশকসমূহ

উন্নয়নের পরিমাপের জন্য যে পন্থা বা উপায় নির্ধারণ করা হয় তাকেই উন্নয়নের নির্দেশক বলা হয়। অন্যকথায়, একটি দেশ বা সমাজের উন্নয়ন, অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য প্রভৃতি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচককেই উন্নয়ন নির্দেশক (Indicators) বলা হয়।[৪২১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নে সামাজিক ও কল্যাণগত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উন্নয়নের সামাজিক দিক পর্যবেক্ষণ করে আসছে। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আবাসন, আয় প্রভৃতি। মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্রুত বাড়লেও সকল জনগণের খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়াজন পূরণ নাও হতে পারে।[৪২২] জাতিসংঘের অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব দেশের দ্রুত উন্নয়নে সামাজিক মনোভাব, মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতষ্ঠানের মৌলিক পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশকের প্রতি জোর দিয়ে

---

৪১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৪১৯. প্রাগুক্ত

৪২০. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৪২১. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪২২. Dudley Seers, *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development (New Delhi, 1969), Pp. 3-4

অধ্যাপক লুইস বলেন, 'Development is impossible if it does not take place in the minds of the men.'[৪২৩] নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জি. মিরডাল বলেন, 'আধুনিক মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।'[৪২৪] সমাজকর্ম অভিধান মতে, সামাজিক নির্দেশক জনবৈজ্ঞানিক, পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থার পরিমাপক যা সামগ্রিক ও ভারসাম্যময় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়। উন্নয়নের সামাজিক দিকের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (UNRIDS) এর আন্তর্জাতিক কমিটি উন্নয়নের নিম্নলিখিত নির্দেশক নির্ধারণ করেছে। ভৌগলিক অবস্থাসহ স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাক্ষরতা ও দক্ষতাসহ শিক্ষা, কাজের অবস্থা, কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, গড় ভোগ ও সঞ্চয়, পরিবহণ, গৃহ সামগ্রী সুবিধাসহ আবাসন, বস্ত্র, বিনোদন ও আপ্যায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি এতে অন্তভর্ক্তু হয়েছে।[৪২৫] সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ হল:

১. জীবনের ভৌত মান সূচক (Physical Quality of life Index-PQLI)

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Morris D. Morris ১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Oversease Development Council-এর উদ্যোগে উন্নয়নের ৩টি বিশ্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নির্ধারণ করেন এবং এদের ভিত্তিতে উন্নয়নের যৌগিক নির্দেশমালার[৪২৬] (Composit indicator of development) বিকাশ ঘটান। যথা:

ক. জীবন প্রত্যাশা (Life expectancy)

খ. শিশু মৃত্যুহার (Infant mortality)

গ. স্বাক্ষরতা (Literacy)

উন্নয়ন নির্দেশক পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বৃদ্ধি পেলেও সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট অথবা মোটেও উপকৃত নাও হতে পারে। অন্যদিকে, একটি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলেও সামাজিক নিরাপত্তা, ঐক্য, জীবনের দৈর্ঘ্য, মৃত্যুহার প্রভৃতি ভাল থাকতে পারে। সেজন্য উৎপাদনের পরিমাপক সর্বদা কল্যাণকর নয়। সুতরাং জীবনের সম্ভাবনা (আয়ুস্কাল) ও শিশু

---

৪২৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৪২৪. প্রাগুক্ত

৪২৫. United Nations Reasearch Institute for Social Development (UNRISD), *Contents and Measurement of Socio-Economic Development* (New York, 1972), p.

৪২৬. K C Alexander, `Dimensions and Indicators of Development', Vol. 12 (3), *Journal of Rural Development*, NIRD, (Hydrabad, 1993), p. 260

মৃত্যুহার সমগ্র সমাজ প্রক্রিয়ার ফলাফলের উত্তম নির্দেশক, যা সামাজিক সম্পর্ক, পুষ্টিমান, জনস্বাস্থ্য ও পারিবারিক পরিবেশের সম্মিলিত ফলাফলের যোগফল। সাক্ষরতার হার উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্দেশ করে এবং এর সম্প্রসারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্যতা ও সুবিধা ভাগ করে নিতে পারে। জীবনের ভৌতমান (PQLI) নির্ধারণে এ তিনটি নির্দেশক স্বতন্ত্রভাবে হিসাব করে গড়ে ১০০ মাত্রা ধরা হয়। এ হিসাবে সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশে PQLI প্রায় ১০০ ভাগ।[৪২৭]

২. সামাজিক উন্নয়নের গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রদত্ত নির্দেশকমালা

জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNRISD) উন্নয়নের ১৮টি মূল নির্দেশকের একটি সেট সনাক্ত করে। এগুলো চলকসমূহের একটি সেট (a core set of variables) তৈরী করে। উন্নয়নের সাথে নির্দেশকগুলোর মাঝে গড় সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। অতঃপর এগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংজ্ঞায়িত করতে সনাক্ত করা হয়। UNRISD কর্তৃক সনাক্তকৃত উন্নয়নের মূল নির্দেশকসমূহ (Core Indicators of Development Identified by UNRISD) নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল:

বিষয়সমূহ	নির্দেশকসমূহ	অন্যান্য বিষয়ের সাথে গড় সহসম্পর্ক
১	জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা	.৭৪৪
২	২০০০ ও তদুর্ধ্ব অধ্যুষিত এলাকার জনসংখ্যার হার	.৭৩০
৩	দৈনিক মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ	.৭৯১
৪	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	.৭৭৭
৫	কারিগরি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুপাত	.৭৮৮
৬	কক্ষপ্রতি মানুষের গড় সংখ্যা	.৭৮৩
৭	প্রতি ১০০০ জনে সংবাদপত্র প্রচার	.৮২৩
৮	প্রতি ১০০০ জনে টেলিফোন সংখ্যা	.৭৬২
৯	প্রতি ১০০০ জনে বেতার গ্রাহক	.৭৩৭
১০	বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতির মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম	.৭৬৯
১১	জনসংখ্যার হার	.৮৩৯
১২	প্রতি কৃষকের কৃষি উৎপাদন	.৮০৯
১৩	কৃষিক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের শতকরা হার	.৬৮৭
১৪	জনপ্রতি বিদ্যুৎ ভোগ, কিলোওয়াট	.৭৬৫

৪২৭. K C Alexander, *`Dimensions and Indicators of Development'*, p. 260

১৫	জনপ্রতি ইস্পাত ভোগ, কেজি	.৭৬০
১৬	জনপ্রতি শক্তি ভোগ, কেজি	.৭৫২
১৭	উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত GDP-র শতকরা হার	.৭৩৭
১৮	জনপ্রতি বহির্বাণিজ্য	.৭৫০
	অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম মোট জনসংখ্যার মজুরি ও বেতনভোগীর শতকরা হার	

সারণী- ৩.৩: UNRISD কর্তৃক সনাক্তকৃত উন্নয়নের মূল নির্দেশকসমূহ[৪২৮]

মূল নির্দেশকগুলোর মাঝে আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে 'সাদৃশ্য বিন্দু' প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ সাদৃশ্য বিন্দুসমূহ খসড়া ও আসন্ন মান বা কাছাকাছি এবং এগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন নির্দেশকের মধ্যে সংলগ্ন রূপে নির্ধারণ করা হয়।

৩. ESCAP কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশক: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) জীবনমানের (Quality of life) ভিত্তিতে উন্নয়নের কিছু নির্দেশক নির্ধারণ করেছে। যেমন:

ক. দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য: আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (ব্যয় ও সঞ্চয়ের), দারিদ্র্য (সীমারেখা)।

খ. স্বাস্থ্য: আয়ুস্কাল, অসুস্থতা, মৃত্যুর হার (শিশু ও শৈশবকালীন মৃত্যুহার), পুষ্টি (বয়সভেদে, জন্মকালে, ক্যালরি গ্রহণ, প্রোটিন গ্রহণ) ও দুর্যোগ (দুর্যোগে মুত্যু/অক্ষমতা, দুর্যোগ কবলিতদের ক্ষতিপূরণ)।

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন: সাক্ষরতা (হার), আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (শিক্ষার্থীর হার), জীবনভর শিখন (প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় গ্রন্থাগার, পত্রিকা-সাময়িকী, রেডিও, টিভি; বিশ্ববিদ্যালয়সহ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র , সাংস্কৃতিক (সুবিধা, সংগঠনে অংশগ্রহণ) ও ধর্মীয় জীবন।

ঘ. কর্মজীবন: বেকারত্ব/অর্ধ- বেকারত্ব (হার), কর্ম সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা (দুর্ঘটনা/আঘাত হার), শিল্প সংঘাত (ধর্মঘট, লক-আউট, হারানো কর্মদিন), কর্মশর্ত (কর্মঘন্টা, ছুটি, নিরাপত্তা)।

ঙ. বাহ্যিক পরিবেশ: বাসস্থান (পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ ও শয়ন এককে গৃহস্থালীর হার, জনপ্রতি আবাসিকতা), অবকাঠামো (প্রতি ১০০০ জনে পাকা রাস্তা, গণ যানবাহণ, টেলিফোন ও দুর্ঘটনা), প্রাকৃতিক পরিবেশ (বিপর্যয়ের ঘটনা, দূষণ, ক্ষয় ও স্থানচ্যুতি)।

৪২৮. Contents and Measurement of Socio-Economic Development (Geneva: UNRISD, 1972)

চ. পারিবারিক জীবন: শিশু (প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে গৃহহীনতা ও মাতৃপিতৃহীনতা), কিশোর, যুবক (কিশোর অপরাধী, নেশাগ্রস্ততা), বয়স্ক (একাকী বসবাস, বিবাহ বিচ্ছেদ, মহিলা কর্ত্রী)।

ছ. সমষ্টি জীবন: আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ভোটদান, দল সংখ্যা), বিরোধ (প্রতিবাদ, দেশত্যাগ, মৃত্যু, স্থানচ্যুত লোক), অপরাধ (ধরনভেদে হার) প্রভৃতি।

৪. মানব উন্নয়নের সূচক: জাতিসংঘের উন্নয়নের কর্মসূচি (UNDP) মানব উন্নয়নের কে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৯০ সালে একটি নির্দেশক উদ্ভাবন করে। জনগণের জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রভাব নির্ণয়ই এর মূল লক্ষ্য। এটি সামাজিক উন্নয়নের পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। UNDP-এর মতে, মানব উন্নয়নকে বলা হয়: Human Development is development of the people for the people by the people.[৪২৯]

মানব উন্নয়ন সূচক

সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণে মানব উন্নয়ন সূচক তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা:

১. জীবনের দীর্ঘতা বা গড় আয়ুস্কাল: গড় আয়ুস্কাল জীবনের দীর্ঘতার অন্তর্নিহিত মূল্যের ওপর নির্ভরশীল। এটি উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান নির্দেশ করে। জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা গড় আয়ুর নির্দেশক।

২. জ্ঞানের স্তর বা শিক্ষার হার: সাক্ষরতার হার শিক্ষার হার নির্দেশ করে।

৩. জীবনের স্তর বা ক্রয় ক্ষমতা: ক্রয় ক্ষমতা সম্পদের ওপর প্রধান্য নির্দেশ করে। একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের কল্যাণ তার আয়ের মাত্রার ওপর নয়, বরং তার আয় কতখানি কাজে লাগানো হয় তার ওপর নির্ভরশীল।[৪৩০]

জীবনের উৎকর্ষতা

সামাজিক দিকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রকৃত মাথাপিছু আয় ছাড়া জীবনমান ও এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকে উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জীবনের উৎকর্ষতা নির্দেশক যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় সেগুলো যথাক্রমে-

ক. জীবন প্রত্যাশা/গড় আয়ুস্কাল (life expectancy) বৃদ্ধি

খ. শিশু মৃত্যুর (Infant mortality) হার হ্রাস

---

৪২৯. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪৩০. নাসিরউদ্দীন আহমেদ, মোঃ মনজুরুল হক, *‘প্রকল্পের সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও প্রকল্প চক্র’*, *উন্নয়নের অর্থনীতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৬

গ. স্বাক্ষরতার (literacy) হার বৃদ্ধি প্রভৃতি। এই নির্দেশক আবার উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনীতির কিছু উপাদান বা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন:

১. জাতীয় আয়ের কাঠামো

২. বণ্টন

তবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে জীবনের উৎকর্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে।

অন্যান্য নির্দেশকসমূহ

উপর্যুক্ত সামাজিক নির্দেশকসমূহ ছাড়াও বেশ কিছু নির্দেশক সামাজিক উন্নয়নে নির্দেশিত হয়ে থাকে। যেমন:

ক. জনমিতিক নির্দেশিকা: এটি মূলত মোট জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গঠন কাঠামো, বণ্টন, ঘনত্ব, স্থুল জন্ম ও মৃত্যুর হার, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার, বিয়ের গড় বয়স, গর্ভনিরোধক ব্যবহার, গড় আয়ুস্কাল ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত। এসব জনমিতিক নির্দেশকের উন্নতি সামায়িক উন্নয়নের পরিচিতি বহন করে।

খ. মানবীয় মূলধন: শিক্ষিত, কর্মক্ষম, দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল মানবীয় মূলধন হিসেবে উন্নয়নের মাপকাঠি রূপে বিবেচিত।

গ. শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ: শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। সেজন্য এগুলো উন্নয়নের নির্দেশক রূপে গৃহীত হয়।

ঘ. সমাজ ও সংস্কৃতি: সুস্থ, স্থিতিশীল ও সংস্কারমুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য অনুকূল। কাজেই এটি উন্নয়নের একটা পরিমাপক।

ঙ. স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি: স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, সুস্থ ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা ও কর্মক্ষমতা বেশি। জনমিতিক নির্দেশিকাসহ (যেমন: স্থুল জন্ম ও মৃত্যুর হার, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার, বিয়ের গড় বয়স, গর্ভনিরোধক ব্যবহার, গড় আয়ুস্কাল) চিকিৎসক, সেবিকা ও হাসপাতাল শয্যা প্রতি জনসংখ্যা, সুপেয় পানি ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়।

চ. চাহিদা পূরণ: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও মানুষের অনুভূত চাহিদা পূরণে উন্নয়ন নির্ভরশীল। মানুষের চাহিদা পূরণ হলে উন্নয়ন সহজ হয়।

ছ. দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বৈষম্য হ্রাস: এগুলোকে যে কোন দেশের উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়।

জ. রাজনৈতিক পরিবেশ: গণতন্ত্র চর্চা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি উন্নয়নের ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল। কাজেই রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ঝ. লিঙ্গ ব্যবধান: নারী-পুরুষ ব্যবধান উন্নয়ন নির্দেশনায় বিশেষ গুরুত্ববহ। বিশেষ করে নারী সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও অবদান না থাকলে এবং তারা বঞ্চিত ও নির্যাতিত হলে উন্নয়ন পিছিয়ে থাকবে।[৪৩১]

ঞ. পৃথকীকরণ: কে. সি. আলেজান্ডারের মতে: সমাজের উন্নয়ন ঘটলে এর কাঠামোতে জটিলতা দেখা দেয় ও সমজাতীয়তা নষ্ট হয়। তখন একক পরিবার গঠন, শ্রম বিভাগ প্রবর্তন ও বাজার প্রসার ঘটে; যা সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশক।

ট. আধুনিকায়ন: সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, শিক্ষা, কলাকৌশল, জনস্বাস্থ্য, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। উপরোক্ত উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং এগুলো পৃথক বা এককভাবে উন্নয়নের স্তর বা মান নির্দেশনায় চূড়ান্ত পরিমাপক নয়। বরং কোন কোন নির্দেশক আপেক্ষিক। কাজেই নির্দেশকসমূহ সুনিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে সন্দেহাতীতভাবে এগুলোর গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ

ষাটের দশক থেকে অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের নির্দেশক নির্ধারণের চেষ্টা করে আসছেন।

অধ্যাপক E E Hagen তাঁর A Framework for Analysing Economics and Development নিবন্ধে বেশ কিছু পরিমাপকের নির্দেশনা প্রদান করেন। যথা:

১. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি,

২. শিক্ষা,

৩. কর্মসংস্থান,

৪. শিল্প পণ্যের ব্যবহার,

৫. যোগাযোগ ও অপরাপর সেবাসমূহ,

৬. স্থায়ী ভোগ্য পণ্য,

---

৪৩১. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

৭. শহরায়ন,

৮. মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন প্রভৃতি।[৪৩২]

- দার্শনিক D H Niewaroski তাঁর The Level of Living of Nations: Meaning and Measurement নিবন্ধে ১৪টি নির্দেশক এর কথা উল্লেখ করেন।
- জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট UNRISD Gi Contents and Measurement of Social and Economic Development নামক সমীক্ষায় উন্নয়নের ১৮টি মূল নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়।
- Irma Adelman I C T Morris অর্থনৈতিক উপাদানের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের সমন্বয়ে ৪১টি নির্দেশকের একটি তালিকা তুলে ধরেন।
- F H Harbinson, J Maruhnic I J R Rensick মানব উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের নির্দেশক নির্দেশ করেন। এসকল অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণার প্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠেছে।[৪৩৩]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচলিত নির্দেশকসমূহ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচলিত নির্দেশকসমূহ হল:

১. মোট জাতীয় উৎপাদন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়। মাথাপিছু (Gross National Product-GNP) সূচকটি সনাতনী এবং সর্বাধিক শ্রুত ও ব্যবহৃত সূচক। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যে সব চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়ন করে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) পাওয়া যায়। জিডিপির সাথে নিট উপকরণ আয় যোগ দিয়ে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) বের করা হয়। এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ মনে করেন, মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা উন্নয়ন নির্দেশ করে। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বকৃতদের (যেমন গৃহবধু) অবদান গণ্য না হওয়া, উৎপাদনের বাহ্য প্রভাব ও কালো টাকার লেনদেন জিএনপি পরিমাপে না আসা, আয় বণ্টন প্রসঙ্গে কিছু না বলা প্রভৃতি কারণে এ নির্দেশক সর্বদা কার্যকর হয় না।

---

৪৩২. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৪৩৩. প্রাগুক্ত

২. প্রকৃত জাতীয় আয়

কোন দেশের স্থির মূল্যে পরিমাপকৃত দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্যই হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় আয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশনায় শুধু অর্থের মাধ্যমে করা হলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নাও হতে পারে। সেজন্য দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। সে সাথে ক্ষয়-ক্ষতি, খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রকৃত আয় বের করা হয়। নিট জাতীয় আয় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ও গতিশীল হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। তবে এ পদ্ধতি দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চালচিত্র চিহ্নিত করা কঠিন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ বাণিজ্য চক্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক ঘাটতিতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রভৃতির দরুন উন্নয়নের সঠিক স্তর নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

৩. মাথাপিছু আয়

প্রকৃত মাথাপিছু আয় দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। অর্থনীতিবিদ মায়ার এর মতে, দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। জাতীয় আয় ও উন্নয়ন হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হলে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক।

৪. আর্থিক কল্যাণ

বস্তুগত কল্যাণের অব্যাহত উন্নতি হচ্ছে মানব কল্যাণ। মানব কল্যাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এজন্য অনেকে অর্থনৈতিক কল্যাণকে উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করেন। মূল কথা হল, মাথাপিছুপ্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলে বৈষম্য হ্রাস ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থনীতিবিদ ওকান রিচার্ডসনের মতে, দ্রব্যের ও সেবার বর্ধিত প্রবাহে প্রকাশিত বৈষয়িক উন্নতির অব্যাহত ও নিরপেক্ষ সম্প্রসারণকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয় -এ বক্তব্যের আলোকে উন্নয়ন পরিমাপণ আর্থিক কল্যাণ নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ পদ্ধতির বিপক্ষে আপত্তি হল, ধনীদের আয় বৃদ্ধি ও গরিবদের আয় হ্রাস, বণ্টন বৈষম্য, জনসংখ্যানুপাতে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর কম সরবরাহ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিবর্তে বিলাস দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতিতে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্ভব হয় না। এজন্য জনকল্যাণের স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে কল্যাণমূলক অর্থনীতি গড়ে ওঠেছে। অর্থনৈতিক

কল্যাণের সাথে মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সুবিধা বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা, জন্ম ও মৃত্যু হ্রাস, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নির্দেশক মান ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন।

৫. জীবনমান

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা জীবনযাত্রার মানকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এখানে জীবনধারণ বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে বুঝানো হয়। যেমন, মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য, জন্ম ও মৃত্যু হ্রাস, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ। মোটকথা, জীবন নির্বাহের উপকরণসমূহের গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তনই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করবে।

৬. আর্থিক বা উপরি-কাঠামো

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের উন্নতমানের আর্থিক বা ওপরি-কাঠামোর ওপর। উন্নয়নে এ কাঠামো একটা নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। যেমন, ব্যাংক, বীমা, স্টক এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান।

৭. অবকাঠামোগত অবস্থা

কোন দেশের অবকাঠামোগত অবস্থা তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, পূর্ত কর্ম, বন্দর, পোতাশ্রয়, যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্য, নির্মাণ সামগ্রী প্রভৃতি। এগুলোর উন্নত অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে নানাবিধ বাধা থাকতে পারে। অথবা অনুন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। যেমন:

১. উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পুঁজি বা মূলধনের অপর্যাপ্ততা।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা, অপচয় ও সদ্ব্যবহারের অভাব।

৩. ত্রুটিপূর্ণ জনসংখ্যা, জনসংখ্যার আধিক্য, নির্ভরশীলতা, বেকারত্ব, অদক্ষতা প্রভৃতি।

৪. জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, গবেষণা ও কারিগরী দিকের অভাব, অপর্যাপ্ততা ও পশ্চাৎমুখিতা।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বৈততা, কুসংস্কার ও বর্ণভেদ প্রথা প্রভৃতি।

৬. অনুন্নত ধর্মীয় পরিবেশ (গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি)।

৭. দুর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামো।

৮. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা।

৯. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র- উৎপাদন, আয়, সঞ্চয়, মূলধন, বিনিয়োগ ইত্যাদি কম।

১০. ব্যাপক শিল্পায়নের অভাব ও অনুন্নত শিল্প কাঠামো।

১১. বৈদেশিক বাধা, বাণিজ্য বিরোধ ও ঘাটতি, ঋণের বোঝা ও অন্যান্য নির্ভরতা।

১২. দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সাহসী উদ্যোক্তার অভাব।

১৩. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের অভাব ও অপর্যাপ্ততা।

১৪. নিম্ন মাথাপিছু উৎপাদন ও আয়।

১৫. বিবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি প্রভৃতি।[৪৩৪] সুতরাং একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে উপর্যুক্ত বাধাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

---

৪৩৪. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন

ইসলামে উন্নয়ন একটি ব্যাপকার্থবোধক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। আত্মিক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, মৌলিক মানবীয় উন্নয়ন, পরিবারিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ধর্মীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নসহ বস্তুগত ও অবস্তুগত সার্বিক উন্নয়নের বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল। মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছেঃ

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ইসলামে উন্নয়ন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন সূচক

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ইসলামে উন্নয়ন

ইসলামে উন্নয়ন একটি ব্যাপকার্থবোধক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। আত্মিক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, মৌলিক মানবীয় উন্নয়ন, পরিবারিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ধর্মীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নসহ বস্তুগত ও অবস্তুগত সার্বিক উন্নয়নের বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল। মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নকে ইসলামে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। পরকালীন জীবনের কল্যাণের পাশাপাশি মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও উন্নতির বিষয়ও ইসলামে অনুমোদিত, কাঙ্ক্ষিত। উন্নয়ন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।"[৪৩৫] অর্থাৎ মানবজীবনের সার্বিক উন্নয়নের পথ আল্লাহ্ তা'আলা তৈরি করে দেন। উন্নয়ন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

৪৩৫. *আল-কুরআন*, ৬৫ঃ ২

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়াতে তোমার অংশ ভুলে যেও না।”[৪৩৬]

মানব রচিত মতবাদে কেবল বৈষয়িক বা বস্তুগত কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়; আত্মিক, নৈতিক ও মানবিক উৎকর্ষ সেখানে উপেক্ষিত। অথচ আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত বস্তুগত উন্নতি কোন সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই নির্দিষ্ট তথা হালাল-হারাম বা বৈধতার সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যাতে উন্নয়নের পেছনে ছুটতে গিয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, যুল্ম-নিপীড়ন বা অন্যের অধিকার হরণের মত অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যই এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য উভয় জগতের সমন্বিত উন্নয়ন বা কল্যাণ সাধন।[৪৩৭] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“আর তাদের মধ্যে যারা বলে হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর।”[৪৩৮]

ইসলামে উন্নয়ন একটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বিষয়। কারণ– ইসলামের উন্নয়ন দর্শন কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তা হল:

ক. কর্মের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সফলতা অর্জন

কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের উন্নয়ন সাধন করার ব্যাপারে ইসলাম নির্দেশনা পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।”[৪৩৯]

---

৪৩৬. *আল-কুরআন*, ২৮ : ৭৭

৪৩৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪৩৮. *আল-কুরআন*, ২ : ২০১

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, কোন ব্যক্তি যা অর্জন করবে, তা একান্ত তার নিজেরই থাকবে। তা সে নিজেই ভোগ করবে।

খ. তাকদীর বা নির্ধারিত ভাগ্যলিপি

ইসলামী আকীদায় আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন সৃষ্টের সৃষ্টির পূর্বেই তার তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং তার তাকদীরও বণ্টন করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৪৪০]

উপর্যুক্ত আয়াতে প্রমাণিত প্রত্যেকটি জিনিসের উন্নয়নেরও একটা সীমারেখা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

গ. ইবাদত পালনে উন্নয়নের আবশ্যকতা

ইবাদত পালনেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, ইসলামের অনেক ইবাদাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। যেমন– যাকাত, হজ, কুরবানী, জিহাদ, সাদাকাতুল ফিতর, নফল সাদাকা ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ওপর নির্ভরশীল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে তাঁর 'ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون 'আমি জ্বীন ও মানুষকে একমাত্র আমার 'ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেনি।[৪৪১] সুতরাং ইসলামের সকল ইবাদাত পরিপালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ঘ. পৃথিবীর সম্পদ ভোগ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً 'তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি

---

৪৩৯. *আল-কুরআন*, ২ : ১৩৪

৪৪০. *আল-কুরআন*, ৬৫ : ৩

৪৪১. *আল-কুরআন*, ৫১ : ৫৬

করেছেন।’[৪৪২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর তাবারীতে এসেছে, তিনিই তাদেরই নিমিত্তে যমীনে যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বুকে সব কিছুই মানবজাতির জন্য উপকারী ও কল্যাণকর।[৪৪৩]

এ প্রসঙ্গে ইয়াযিদ সাঈদ থেকে তিনি কাতাদা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী

هو الذي خلقَ لكم ما في الأرض جميعًا"، نَعَمْ والله سخر لكم ما في الأرض

‘তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।’ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছু।[৪৪৪] অর্থাৎ পৃথিবীর হালাল বস্তু সব কিছুকে ভোগ করা বৈধ করে দিয়েছেন। এছাড়া উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যমীন বা ভূ-সম্পদ অন্যান্য সম্পদের মতো। এটি ব্যক্তি মালিকানা আলোচিত হবার কোন বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, উৎপাদিত পণ্য ভূমি শস্য থেকে হোক কিংবা অন্য কিছু, সবকিছু মহান আল্লাহ্ তা‘আলার দান।[৪৪৫]

ঙ. জীবনের উন্নয়নে উপার্জনের সাধারণ ঘোষণা

আবার জীবন মান উন্নয়ন কল্পে সম্পদ উপার্জনের সাধারণ ঘোষণাও প্রদান করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার”।[৪৪৬] এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা রিযক বা সম্পদ অর্জনের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

চ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা তার নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলার শিখানো দু‘আ নিম্নরূপ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ

---

৪৪২. *আল-কুরআন*, ২ : ২৯

৪৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইয়াযীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালীব আল-আমলী আবূ জাফর আত-তাবারী, *আল-জামিউ’ল বায়ান ফী তা’বীলিল কুর’আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৬

৪৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৭

৪৪৫. শাইখুল ইসলাম জাস্টিজ মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলামের ভূমিব্যবস্থাপনা* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৪

৪৪৬. *আল-কুরআন*, ৬২ : ১০

حَسَنَةً ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতের কল্যাণ দিন।[৪৪৭] এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

ছ. মু‘মিনের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা

মু‘মিনের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। কারণ, আকাশ যমীনের বরকতের দরজা আল্লাহ্ তা‘আলা মু‘মিনদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

‘আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম।’[৪৪৮]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত আল-কুরআন এমন একটি জীবনের দিকে মানুষকে আহবান করে, যে জীবনে আল্লাহর করুণা এবং বরকতে ভরপুর থাকবে। কারণ, আল-কুরআন একটি পরিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। আল-কুরআনে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। আল-কুরআনে মানবজীবনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক মর্যাদা লাভ ও বস্তুগত এবং আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে যে দিক নির্দেশনা পেশ করেছে, তা পৃথিবীর কোন ধর্মোপদেশ গ্রন্থে নেই।

ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা

আল-কুরআনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল বিভাগ প্রসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা‘আলা সামাজিক সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধুনিক সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে শুভসূচনা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই শুরু করে।

ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলামী শরী‘আহ্র প্রধান উৎস আল-কুরআনে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। নিম্নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার একটি সারণী উপস্থাপন করা হলো:

---

৪৪৭. *আল-কুরআন*, ২ : ২০১

৪৪৮. *আল-কুরআন*, ৭ : ৯৬

ক্রম.	ডবষয়	আল-কুরআনের নির্দেশনা
১	সাধারণ মূলনীতি বিষয়ক	আল-কুরআন, ২: ২০, ২৭৫, ২৭৯, ২৮২; ৪: ২৯, ৩২; ৫: ৮৮, ৯০; ৬: ১৬৬; ৭: ১০, ৩১, ৩২; ৯: ৬০, ১০৩; ১৪: ৩২, ৩৪; ১৬:৭১; ২৮: ৭৭; ৩৪:১৫; ৪৩:৩২; ৫১: ১৯
২	ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক	আল-কুরআন, ২:২৭৬, ২৮২; ৪:২৯, ৩২; ৫:৪; ১৭: ৩৫; ২৪:৩৭, ৬২: ১০; ৭৮:১১; ৮৩: ১,২,৩
৩	ভূমি ও শ্রম বিষয়ক	আল-কুরআন, ৩: ১৬০; ৪:৫৮; ৬: ১৪৩; ১২:৫৫; ২৪: ৩৫; ২৮: ২৬; ৩২:২৭
৪	ঋণ ও জামানত বিষয়ক	আল-কুরআন, ২: ২১৩, ২৭৬, ২৭৮,২৮০, ২৮২
৫	সুদের ব্যবসা ও সুদ বিষয়ক	আল-কুরআন, ২:২৭৫, ২৭৬, ২৭৮-২৮০; ৩: ১৩০-১৩২; ৪: ১৬১; ৩০: ৩৯
৬	রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিষয়ক	আল-কুরআন, ৯: ৬০, ১০৩
৭	খাদ্য ও পানি বিষয়ক (আইনগত ও বেআইনী)	আল-কুরআন, ২: ৫৭, ১৬৮, ১৭৩; ৫: ৩, ৮৭, ৮৮, ৯০; ৭: ৩১, ৩২,১৫৭; ৯: ৬৯; ১৬: ৬৬, ৬৭, ১১৪
৮	যাকাত ও কর বিষয়ক আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ৩২ জায়গায় যাকাত বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।	আল-কুরআন, ২:৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭; ১৪: ৭৭, ১৬২, ৫: ১২, ৫৫, ৭, ১৫৭ অন্যান্য।
৯	ভিক্ষা করা ও খরচ বিষয়ে আল-কুরআনে ৭৩ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।	আল-কুরআন, ২: ২৬৮, ২৭১-২৭৩; ৯: ৬০; ১৭: ২৮; ৭০: ২৪, ২৫; ৯৩: ১০[৪৪৯]

সারণী–৩.৪: আল-কুরআনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

উপর্যুক্ত সারণীতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একনযরে আল-কুরআনের ভূমিকা দেখানো হল।

আল-কুরআনে অর্থনৈতিক জীবন-এর মূলনীতি

আল-কুরআনে ইসলামী অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক কিছু নীতিমালা ও নির্দেশনা ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে মানবজীবনের জন্য অর্থনীতি বিষয়ক যাবতীয় আহ্‌কাম বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আল-কুরআনে বর্ণিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মূলনীতির একটি সারণী উপস্থাপন করা হলো:

৪৪৯. মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনসইটটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৭১-১৭২

ক্রম.	ডবষয়	আল-কুরআনের নির্দেশনা
১	অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ক	আল-কুরআন, ৭:১০; ১১:৮৭; ১২:৯; ১৬:১১৬; ২৪:৩৭
২	জীবনের সত্য ভাষণ এবং এর মধ্যে কোনটি ভাল তার অন্বেখু	আল-কুরআন, ৬:১৪৫; ৭:৩২; ১৬:১১৪, ১১৫; ২৮: ৭৭; ৩১:২০; ৬৭: ১৫
৩	সুখী মাধ্যম	আল-কুরআন, ২:১৬৮; ৩:১৮০; ৫:৮৮; ৬:১৪১; ৭:৩১; ১৭:২৬, ২৭; ২৫:৬৭; ৫৭:২৭
৪	অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার চেতনা	আল-কুরআন, ৪:২৯; ২৮:৫৮; ১০২:১০৩
৫	ব্যক্তিগত সম্পত্তিঃ এর সীমাবদ্ধতা ও উদ্দেশ্য	আল-কুরআন, ৪:৭; ৫:৩৮; ২৪:২৭; ৩৬: ৭১; ৫১:১৯; ৬১:১১
৬	অর্থনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা	আল-কুরআন, ৪: ৫,৬
৭	রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার	আল-কুরআন,৫৯: ৭-১০
৮	অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্রতা	আল-কুরআন, ৬:১৬৫; ১৬:৭১; ৪২:১২
৯	আর্থ-সামাজিক দায়িত্বশীলতা	আল-কুরআন, ৪:৭,৮,৩৬
১০	(যাকাত) কল্যাণকারীর উপযুক্ততা	আল-কুরআন,২:২৪৫;৫:৫৫;৮:২-৪; ৯:১০৩; ৭০: ২৪,২৫; ৭৩:২০;৭৬: ৮,৯; ৯৮:৫
১১	কল্যাণ গ্রহীতার উপযুক্ততা বিষয়ক	আল-কুরআন,৯:৬০
১২	উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক	আল-কুরআন, ৪: ১১,১২,১৭৬
১৩	বে-আইনী অর্থনৈতিক কার্যাবলি	আল-কুরআন, ২: ২৭৫
১৪	ঘুষ এবং প্রতারণা	আল-কুরআন, ২:১৮৮
১৫	বিশ্বাস ভঙ্গ	আল-কুরআন, ২:২৮৩; ৩: ১৬১
১৬	ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা	আল-কুরআন, ৪: ১০
১৭	ওযন ও মাপে কারচুপি	আল-কুরআন, ৮৩:১-৩
১৯	অভদ্রতা, যৌনতা ও পতিতাবৃত্তি	আল-কুরআন, ২৪:১৯,২৩
২০	সুদের ব্যবসা ও সুদ	আল-কুরআন, ২: ২৭৫, ২৭৮-২৮০
২১	মজুদ করা	আল-কুরআন, ৯:৩৪; ১০৪:১-৪[৪৫০]

সারণী- ৩.৫: আল-কুরআনে অর্থনৈতিক জীবন-এর মূলনীতি

উপর্যুক্ত আল-কুরআনে উল্লেখিত অর্থনৈতিক সারণী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৪৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩

ইসলামে সামাজিক উন্নয়নের মূলনীতি

আল-কুরআনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা

আল-কুরআনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। নিম্নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার একটি সারণী উপস্থাপন করা হল:

ক্রম.	ডবষয়	আল-কুরআনের নির্দেশনা
১	জীবনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	আল-কুরআন, ২: ৬০, ২৬৭; ৫: ৩১; ৬: ৩৫; ৭: ১২৮; ৯: ৩৮, ১১৮; ১১: ৪৪, ১৩: ৩১; ১৪:২৬
২	ব্যবসা-বাণিজ্য	২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯
৩	অর্জিত সম্পদে ব্যক্তির যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা	আল-কুরআন, ৪: ২৯
৪	উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুরআন, ৪: ১১-১২
৫	সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ইসলামী শারী'আহ্ এর নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাত ফান্ডে জমা হবে	আল-কুরআন, ৯:৬০
৬	ফসলের উশর প্রদান করা	আল-কুরআন, ৫৯:৭
৭	খারাস আদায় করা	আল-কুরআন, ৫৯: ৭, ৮, ৯, ১০
৮	ফাই আদায় করা	আল-কুরআন, ৫৯: ৭, ৮, ৯, ১০।*ইমাম আবূ ইউসূফের মতে ফাই ও খারাজ একই।
৯	গানিমাত-এর যথাযথ বণ্টন ও ব্যবহার	আল-কুরআন, ৮:১
১০	রাষ্ট্রীয় কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ভাতা ব্যবস্থাপনা	আল-কুরআন, ৯:৬০
১১	সৈনিকদের ভাতা ব্যবস্থাপনা	আল-কুরআন, ৯: ৬০
১২	দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার	আল-কুরআন, ২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯
১৩	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা-বাণিজ্যে	আল-কুরআন, ২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯

সারণী ৩.৬: আল-কুরআনে সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা

উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক সারণীতে উল্লেখিত নীতিমালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আল-কুরআনে নির্দেশিত কেন্দ্রীয় অর্থ কোষের আয়ের উৎস উপস্থাপন করা হল। গবেষণার নির্ধারিত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়নের সূচক

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন সূচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম যে উন্নয়ন সূচক ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম, মতবাদ বা জীবনাদর্শ তা কল্পনাও করতে পারেনি। ইসলামের এ উন্নয়ন সূচক বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। ইসলামের উন্নয়ন সূচকের একটি মডেল নিম্নে পেশ করা হয়েছে। সে মডেলে মানুষের জীবনমানের সূচকের স্তর বিন্যাস করা হয়েছে। যেখানে মদীনা রাষ্ট্রের সকল জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিভেদ করা হয়েছে। তা হল:

ক্রম.	বিবরণ	দলীল
১	মিসকীন	মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে ভিক্ষা করে বেড়ায়।[৪৫১] এখানে মিসকীনের আর্থ-সামাজিক অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
২	ফকীর	ফকীর ঐ দরিদ্র ব্যক্তি যে ঘরে বসে থাকে। সে কারো কাছে হাত পাতে না।[৪৫২] এখানেও ফকীরের আর্থ-সামাজিক অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
৩	পরিস্থিতির স্বীকার ব্যক্তি	কোন ব্যক্তি যতি কোন কারণ বশত হঠাৎ সম্পদহীন হয়ে পড়ে এবং মানবেতর অবস্থায় কালাতিপাত করে, তবে তার প্রতি সহযোহিতা করার নির্দেশনা প্রদান করে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–
৪	সাহিবে নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হওয়া	সাদাকাতুল ফিতর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের দরিদ্র শ্রেণির দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখে। সাদাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদাকাতুল ফিতরে এক সা খেজুর অথবা এক সা যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৫৩] ঈদুল ফিতর দিনের সকালে যদি কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন, তবে তার ওপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। যাকাতের ন্যায় নিসাব একবছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়।

৪৫১. ইমাম আবূ জাফর আত-তাবারী (র.), *জামিউল বায়ান ‘আন তা’বীলি আয়িল কুরআন (তাফসীর তাবারী)*, (মাক্কাতুল মুকাররামাহ্: দারু-আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত-তুরাছ, তা.বি), খ. ১৪, পৃ. ৩০৫

৪৫২. প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৫

৪৫৩. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবিনি, *সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাব: যাকাত, বাব: সাদাকাতুল ফিতর, হাদীস নং ১৮২৫, পৃ. ৫৮৪

৫	সাহিবে নিসাব	যার সম্পদের অংশের ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব তাকে সাহিবে নিসাব বলে।[৪৫৪] কোন ব্যক্তির মালিকানায় যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য পূর্ণ এক বছর থাকে তবে তাকে সাহিবে নিসাব বলে। ইসলামী শরী'আতে সাহিবে নিসাবের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে কুরবানী ওয়াজিব করা হয়েছে।
৬	বায়তুল্লাহ্ যিয়ারাতে পথ খরচে সক্ষম ব্যক্তি	যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতের জন্য পথ খরচ বহন করতে সক্ষম, তার ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। দলীল– 'যে ব্যক্তি আলাহর জন্য বায়তুলাহর হজ্জ করার পথের অবলম্বন রয়েছে তার ওপর হজ ফরয।[৪৫৫]
৭	হাশিমি বংশ ও তাদের গোলাম	বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাশিমী বংশ ও তাদের গোলাম ব্যতীত[৪৫৬] কুরআনে বর্ণিত ৮টি খাতে যাকাত প্রদান করা যাবে। অর্থাৎ হাশিমী বংশ ও তাদের গোলামরাও নবী বংশের সম্মানের কারণে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। এটা একটি সামাজিক অবস্থান।

সারণী- ৩.৭: ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়নের অধিকারীদের স্তরবিন্যাস

উপর্যুক্ত সাত শ্রেণির মানুষ আর্থ-সামাজিকভাবে পৃথক পৃথক সূচকে অবস্থান করেন। ইসলামী শরী'আহ্ রাষ্ট্রের নাগরিকদের শ্রেণিবিন্যাসে যে সূচক বিনির্মাণ করেছে তা বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থে বা কোন সমাজবিজ্ঞানী উল্লেখ করতে পারেনি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এখানে মানবজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পরিবারিক জীবন, সামাকি জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন এমনকি

---

৪৫৪. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ফারকাদ আল-শাইবানী, *আল-কাসাব* (দামিশক: আবদুল হাদী আল-হারসুনী, ১৪০০ হি.), পৃ. ৬৮

৪৫৫. *আল-কুরআন*, ৩ : ৯৭

৪৫৬. বদর উদ্দীন আইনী, *শরহে হিদায়া* (https://al-maktaba.org/book/427/1805), খ. ৩, পৃ. ১৭১

জীবনের যত দিক আর বিভাগ রয়েছে সব ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা। নিম্নে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হল:

ক. ব্যক্তিজীবন-এর উন্নয়ন

ইসলাম ব্যক্তিজীবনের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল-কুরআনে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত'।[৪৫৭]

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তিউ উত্তম যে অধিক মুত্তাকী। এ ঘোষণার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার আত্মিক উন্নতির জন্য অনুশীলন করা ও আত্মগঠন, চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিজীবনের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

খ. পরিবারিক জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে পারিবারিক জীবনের সুন্দর, পবিত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান প্রদান করেছে। আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে যখন মানব সমাজে পারিবারিক জীবন ছিল বিধ্বস্ত সে সময় বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনার আলোকে গড়ে তুলেছিলেন পারিবারিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত। মানবজাতিকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় পারিবারিক জীবনের ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য। আল-কুরআনে এসেছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।

৪৫৭. *আল-কুরআন*, ৪৯ : ১৩

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।'[৪৫৮]

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত, মানবজাতি সূচনা থেকে একটি সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের সাথে আবদ্ধ। আর এ নির্দেশনা শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার জন্য।

গ. সামাজিক জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে সামাজিক জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন মডেলের দৃষ্টান্ত ও দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। মানুষ সামাজিক সৃষ্টি হবার কারণে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজের পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণের সূচারু নির্দেশনা দান করেছে। পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনকে অটুট রাখার নির্দেশনা পেশ করেছে। সমাজের সকল মানুষকে এক পিতামাতার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেছে। সমাজের লোকের সাক্ষ্যেই লোকটির ভাল মন্দের বিবেচনা করা হয়েছে। সমাজের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রতিবেশীর অধিকারের সর্ব প্রকার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। নিকটবর্তী, দূরবর্তী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, জাতি-বিজাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদে অভিন্ন অধিকার সুরক্ষা শরয়ী' আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আল-কুরআন ও সুন্নাতে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পরিবেশন করা হয়েছে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য যে মডেল পেশ করেছে তা বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের গোত্রীয় শাসনের ওপর সর্বগোত্রীয় রাষ্ট্রীয় শাসনের যে ধারণা বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল-কুরআনের নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা অনাদিকাল রাষ্ট্র পরিচালনার মডেল হয়ে থাকবে। আল-কুরআনে একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন মডেল বিনির্মানে যে কর্মসূচি পেশ করেছে তা হল– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ঙ. আন্তর্জাতিক জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে আর্ন্তজাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন ও পারস্পরিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে নীতিমালা উপস্থাপন করেছে, তা বিশ্বের কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। কোনো দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নমাত্রা সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ইসলামে গোটা মানবজাতিকে একটি ইউনিটিতে আনার লক্ষ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে গোটা মানবজাতিকে এক আদম (আ.)-এর সন্তান ঘোষণা করে বলা হয়েছে–

---

৪৫৮. *আল-কুরআন*, ৪ : ১

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।"[৪৫৯]

চ. অর্থনৈতিক জীবন--এর উন্নয়ন

ইসলামে জীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ও সর্বশ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার যাবতীয় বিধিবিধান ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে।

ছ. সাংস্কৃতিক জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের সূচক নির্ধারণে সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন অন্যতম পরিমাপক।

জ. ধর্মীয় জীবন-এর উন্নয়ন

ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় জীবনের অনুশীলন ও ইবাদতসমূহ পরিপালন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ– ধর্মের অনেক ইবাদত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা আবশ্যক।

সুতরাং নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের সূচক নির্ধারণে ধর্মজীবনের অনুশীলন ও ইবাদতসমূহ পরিপালন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অন্যতম পরিমাপক।

ঝ. আধ্যাত্মিক জীবন-এর উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন জরুরী। কারণ আত্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন মানুষ কোনো ধরণের উন্নতির সোপানে পৌঁছুতে পারে না।

এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামে সামগ্রিক উন্নয়নের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যতীত মাকাসিদ-ই শারীআহ্ বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ ও সমাজে, রাষ্ট্রে এমনকি এ পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।

---

৪৫৯. *আল-কুরআন*, ৪ : ১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন

মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ যে শরীআহ প্রণয়ন করেছেন সে শরীআহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়ন করা। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়সহ বিভিন্ন উন্নয়ন অব্যহত রেখেছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামের উন্নয়ন ভাবনা ও ইসলামী ব্যাংক

প্রথম অনুচ্ছেদ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের অবদান অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে উপযোগ দান করেছে। এ অনুচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা ও প্রতিষ্ঠা

ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থবব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক। রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হত বায়তুলমাল কেন্দ্রিক। এজন্য বায়তুলমালকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার হিসেবে গণ্য করা হত। আধুনিক রাষ্ট্রব্যস্থায় ব্যাংকিং নিয়মানুযায়ী বায়তুলমালকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিক অধুনা বিশ্বে আধুনিক ব্যাংকিং ধারার নিয়মানুযায়ী ১৯৬৩ সালে মিশরে সর্বপ্রথম আধুনিক ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়। এরপর সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের এক যুগপৎ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংক

বিষয়ক আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করা ও এবং এর মূলনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হল:

ক. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা: আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।[৪৬০]

খ. সম্পদের সুষম বন্টন: সমাজে সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪৬১]

গ. সুদ উচ্ছেদ করা: মানবতাকে সুদের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করে মুনাফা ভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য।[৪৬২]

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন: দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪৬৩]

ঙ. পুঁজি গঠন: ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য হল, সঞ্চয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।[৪৬৪]

চ. শরী'আহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ: শরী'আহ্‌র নীতিমালা অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সুদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ নিষিদ্ধ সুদের গ্রাস থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে ইসলামী ব্যাংক বদ্ধপরিকর।[৪৬৫]

ছ. ইসলামী শরী'আহ্‌র বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো: ব্যাংকিং খাতে ইসলামী শরী'আহ্‌র বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।[৪৬৬]

---

৪৬০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৪৬১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪৬২. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ১ম সং, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৫

৪৬৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪৬৪. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪৬৫. ইকবাল কবির মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৪৬৬. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ উদ্দেশ্য হল, প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে মুনাফা ভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার বিপরীতে কল্যাণমুখী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অতি অল্প সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি বাংলাদেশের সর্বস্তরের নাগরিকের বিপুল সাড়া ও আগ্রহ থেকে পরবর্তীতে আরো বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো খোলা হয়। নিম্নে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর বিবরণ প্রদত্ত হল:

ক্রম.	**পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক**	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৭
৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৪	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৬	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯
৭	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০১
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩[৪৬৭]
৯	স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	প্রচলিত ব্যাংক হিসেবে ১৯৯৯ সালের ১১ মে প্রতিষ্ঠা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে চালু ২০২০[৪৬৮]

৪৬৭. Annual Report of Islamic Banks of Bangladesh 2019

৪৬৮. Wikipedia, স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড পূর্বনাম: এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড	প্রচলিত ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা ২৫ জুলাই ২০১৩; পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে চালু ১ জানুয়ারি, ২০২১।[৪৬৯]

সারণী- ৩. ৮: বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখাসমূহ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭০]

বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখাসমূহ:

ক্রম.	পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	শাখা
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩৮৪
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৩
৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭২
৪	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০১
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	১৪০
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৩২
৭	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০১
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	১০৪
৯	স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৩৮
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭৪

সারণী- ৩.৯: বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখাসমূহ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭১]

প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে সর্বপ্রথম প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং ধারায় যুক্ত হয়। সর্বপ্রথম প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় পরপর ১৪টি ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংকিং

৪৬৯. wikipedia, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৪৭০. *Developments of Islamic Banking in Bangladesh*, Islamic Banking Wing Research Department Bangladesh Bank, January-March 2022, p. 2

৪৭১. Ibid, p. 2

ধারায় তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ধারার সফলতা নিয়ে আসে। নিম্নে যে সকল প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং ধারা চালু করেছে তার বিবরণ প্রদত্ত হল:

ক্রম.	**ব্যাংকের নাম**	**প্রতিষ্ঠা সাল**
১	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
২	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০১
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৪	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৬	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩
৭	আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪
৮	এইচএসবিসি	২০০৪
৯	দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটিড	২০০৮
১০	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২০০৮
১১	স্টান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯
১২	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০
১৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০
১৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০

সারণী- ১০: প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম[৪৭২]

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সকল প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা চালু করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নে উত্থাপন করা হল:

ক্রম.	**প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং**	**শাখা**

৪৭২. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	১
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২২
৫	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৬
৬	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২
৭	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	১
৮	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১

সারণী- ৩.১১: বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭৩]

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ বাংলাদেশের যে সকল প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা তুলে ধরা হল:

ক্রম.	ব্যাংক	শাখা
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	৫৮
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	**
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৩১
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৭
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৫
৭	স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৪৫
৯	মিডল্যাণ্ড ব্যাংক লিমিটেড	২

৪৭৩. *Developments of Islamic Banking in Bangladesh*, January-March 2022, Ibid, p. 2

১০	এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড	২৩১
১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২
১২	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১
১৩	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫

সারণী-৩.১২: বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭৪]

বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ডিপোজিট ও বিনিয়োগ থেকেও এর আর্থ-সামাজিক ভূমিকা প্রকাশিত হয়। নিম্নের সারণিতে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলো:

[বিলিয়ন টাকা]

ক্রম.	**ইসলামিক ব্যাংকিং সেক্টর সূচক**	**ডিপোজিট [জানুয়ারি-মার্চ-২০২২]**	**বিনিয়োগ [জানুয়ারি-মার্চ-২০২২]**
১	পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখাসমূহ	৩৭৪৩.৫৪	৩৪২০.৯০
২	প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহ	১২৩.৫১	১০৩.৯০
৩	প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ	১২৯.৭৪	৮১.৬৯
	মোট	৩৯৯৬.৭৯	৩৬০৬.৪৯

সারণী-৩.১৩: বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এ ডিপোজিট ও বিনিয়োগ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭৫]

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ব্যাকগুলোর হালনাগাদ জনশক্তির তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম.	**ইসলামিক ব্যাংকিং সেক্টর সূচক**	**জনশক্তি [জানুয়ারি-মার্চ-২০২২]**
১	পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখাসমূহ	৪৬,৭৭৭

৪৭৪. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March 2022, Ibid, p. 2

৪৭৫. Ibid, p. 2

২	প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহ	৪১৮
৩	প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ	৭৩২
	মোট	৪৭৯২৭

সারণি-৩.১৪: বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং-এর জনশক্তি (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২)[৪৭৬]

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি রোল মডেল তৈরি করেছে। মিশরে সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার আলোকে ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকিংব্যবস্থার শুভযাত্রা শুরু হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ও প্রচেষ্ঠায় বিশ্বের অনেক এখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অবিস্মরণীয় অবদান ও সুফল জাতি গর্বের সাথে গ্রহণ করছে। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক এ অনুচ্ছেদে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

ক. ব্যাংকিং সেবায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ

বিগত শতকের আশির দশকের পর থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেবায় ও অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ডিপোজিট-এর বিবরণ হল: ইসলামিক ব্যাংকিং সেক্টরের মোট ডিপোজিট মার্চ-২০২২-এর শেষ পর্যন্ত ৩৯৯৬.৭৯ বিলিয়ন টাকা।[৪৭৭] যা প্রচলিত ব্যাংকসমূহের গড় হিসেবে অনেক বেশী। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামিক ব্যাংকিং অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

খ. মার্কেট শেয়ার

৪৭৬. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March 2022, Ibid, p. 3

৪৭৭. Ibid, 1

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মার্কেট শেয়ারে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।[৪৭৮] ব্যাংকসমূহ শেয়ার বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। নিম্নের সারণিতে তা উল্লেখ করা হলো:

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	সকল ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংকসমূহ (প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোসহ)	মার্কেট শেয়ার %
মোট ডিপোজিট	১৪১৬৬.৮১	৩৯৯৬.৭৯	২৮.২১
মোট বিনিয়োগ	১২৯৮০.৪৫	৩৬০৬.৪৯	২৭.৭৮
রেমিট্যান্স	৪৩৫.১০	১৩৪.৭০	৩০.৯৬
শাখা সংখ্যা	১০৯৪২	২১৫৪	১৯.৬৯
মোট কৃষি ঋণ	৭০.০৭	১৯.০১	২৭.১৩

সারণি-৩.১৫: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকমূহের মার্কেট শেয়ার[৪৭৯]

উপর্যুক্ত রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণে।

গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধু মুনাফার লোভ না করে মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে, "...the banks make financial transactions based on human necessities and embark upon productivity-oriented projects or activities to reduce the incidence of poverty." অর্থাৎ (ইসলামী) ব্যাংকসমূহ মানুষের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে লেনদেন পরিচালনা করে এবং উৎপাদনশীল প্রকল্পে অথবা দারিদ্র্যের হারহ্রাসমূলক কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।[৪৮০]

---

৪৭৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা*, *ইসলামী আইন ও বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪৭৯. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March 2022, Ibid, 5

৪৮০. BB, Bangladesh Bank. 2016. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, Oct-Dec 2016 issue.

ঘ. সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন ও জনগণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় সুদমুক্ত এবং অংশীদারি ভিত্তিক অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়, তাদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সুদি ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বেশি হয়। ইসলাম বৈধ পথে আয়-উপার্জনে যেমন উৎসাহিত করেছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পন্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, অপচয় এবং অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি অধিকতার দ্রুত হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৮১]

ঙ. বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে ভূমিকা

প্রবাসীদের প্রেরিত কষ্টার্জিত অর্থে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। আর রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রবাসীদের আস্থার প্রতীক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২২ সালের জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ১৩৪.৭০ বিলিয়ন টাকা রেমিটেন্স আহরণ করেছে।[৪৮২]

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এজেন্টদের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় সবচেয়ে বেশি সফলতা পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক। দেশে এখন পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যে রেমিট্যান্স এসেছে তার ৫২ শতাংশই এসেছে ২ টি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে।[৪৮৩]

সুতরাং এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখে চলেছে।

---

https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/oct_dec_2016.pdf, p.10

৪৮১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব* (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংকের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংখ্যা, মার্চ ৩১, ২০০৪)

৪৮২. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March 2022, Ibid, 1

৪৮৩. *Daily Bonik Barta*, Jun. 23, 2013; Feb. 11, 2018; Nov. 25, 2020

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক

সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রামীণ উন্নয়নে নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হবে।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

এ পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের মান উন্নয়নে ভূমিকা

দেশের ইসলামিক ব্যাংকিং খাত কৃষির বিভিন্ন খাতে গ্রামীণ ক্রেডিট প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। জানুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত ইসলামিক ব্যাংকিং সেক্টরের বিনিয়োগ ১৯.০১ বিলিয়নে পৌঁছুয়েছে।[৪৮৪] যা দেশের অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

শিক্ষাখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সহায়ক অংশীদার হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করা হল:

ক্রম	ব্যাংকের নাম (বর্ণ ক্রমানুসারে)	ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কর্মসূচি
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	১. এআইবিএল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা ২. এআইবিএল লাইব্রেরি	সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
২	এক্সিম ব্যাংক লি.	এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইবিএইউবি)	সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী ছাত্রদের কর্জে হাসানাহ স্কিম এবং এক্সিম ব্যাংক স্কলারশীপ প্রোগ্রাম
৩	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	-	দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান
৪	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি	

৪৮৪ Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March 2022, Ibid, 8

৫	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১. ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ ২. ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ৩. ইসলামী ব্যাংক রেসিডেন্সিয়াল মাদ্রাসা ৪. ইসলামী ব্যাংক মহিলা মাদ্রাসা, ঢাকা ৫. আল ফুয়াদ একাডেমী, কক্সবাজার ৬. আল ফুয়াদ আদর্শ গার্লস মাদ্রাসা ৭. আল ফুয়াদ রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল ৮. আলো প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯. আন নুর (মক্তব)	বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি, ব্যাংকের এমপ্লয়িদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি, ব্যাংকের মৃত এমপ্লয়িদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ইত্যাদি।
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক স্কুল ও কলেজ	ইনভেস্টমেন্ট স্কিম ফর এডুকেশন, দরিদ্র্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা
৭	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	-	স্কুল ভবন নির্মাণে সহযোগিতা, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুল প্রোগ্রাম স্পনসরিং, শিক্ষকদের বেতন এবং অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ও এমপ্লয়িদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৮ সালে ব্যাংকটির শিক্ষা খাতে ব্যয় ২.৯২ কোটি টাকা	

সারণি-৩.১৬: শিক্ষাখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম[৪৮৫]

চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ

দেশের চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামী ব্যাংকগুলো। দেশে চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমিক ব্যাংকের নাম (বর্ণ ক্রমানুসারে) ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

১. আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার।

২. এক্সিম ব্যাংক লি. এর এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল।

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর

ক. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালসমূহ

খ. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী

৪৮৫. *Annual Report of Ibs*, Ibid, 2019

গ. ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালসমূহ

ঘ. ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

ঙ. ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজি

চ. ইসলামী ব্যাংক হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক

৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনোস্টিক সেন্টার

৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল।[৪৮৬]

এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সিএসআর কর্মসূচির আওতায় চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নে সহায়তার মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা সেবার অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামের উন্নয়ন ভাবনা ও ইসলামী ব্যাংক

ইসলামের উন্নয়ন ভাবনা বিশেষত ইসলামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনাকে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থাপনা আন্তরিকভাবে লালন করে থাকে।

ক. আত্মগঠন

ইসলামে আত্মগঠন ও স্বাবলম্বীকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে সুন্দর চরিত্রকে প্রশংসা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম'।[৪৮৭] ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা.) আরো বলেন, لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ 'কোনো পুণ্যের কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা

---

৪৮৬. *Annual Report of IBs,* 2019

৪৮৭. ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুগীরা আল-জ'ফী আল-বুখারী, মৃ. ২৫৬ হি., *সহীহুল বুখারী* (মিশরঃ আস-সুলতানিয়্যাহ্, ১৩১১ হি.), হাদীস নং ৩৩০৭

তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা হয়। (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)[৪৮৮]

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে আত্মগঠন ও আত্মিক উন্নতি সাধনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইসলামী ব্যাংক তার জনশক্তিকে ইসলামী ব্যাংকের একেক জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিজেদেরকে আত্মিকভাবে বলীয়ানম, দক্ষ ও স্বচ্ছ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

খ. দারিদ্র বিমোচন ও স্বাবলম্বীকরণ

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রোজ্জ্বল। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের সম্পদে বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্রবিমোচনের কর্মসূচি অব্যহত রেখেছে।

গ. বিনিয়োগ গ্রাহকের অনিচ্ছাকৃত অপারগতা বিবেচনা

বিনিয়োগ গ্রাহকের অনিচ্ছাকৃত অপারগতা বিবেচনা করে তার প্রতি ভঅল ব্যবহারের নির্দেশনা আল-কুরআনে প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর"।[৪৮৯]

আল-কুরআনের এই নির্দেশনামা ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য তার তার গ্রাহকদের প্রতি ভাল ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ. সুদমুক্ত ও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

ইসলামে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রতি নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার আশায় তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও তাই বৃদ্ধি পায়"।[৪৯০]

---

৪৮৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ্* (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ৪র্থ সং. তা.বি.), হাদীস নং ২৬২৬

৪৮৯. *আল-কুরআন*, ২ : ১৮০

এ আয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদুভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে যাকাত ও মুনাফা ভিত্তিক ব্যাংকিং প্রচলন করেছে।

ঙ. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকিং

ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। আল-কুরআনে সুদের বিকল্প হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসাকে) হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।[৪৯১]

এ আয়াতে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি চলিু করেছে।

চ. দাতব্য কার্যক্রম

মানবতার সেবায় ও দুস্থদের জন্য ইসলামে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে"।[৪৯২] অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'হে ব্যবসায়ী সমাজ, ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসায়ের সঙ্গে সাদাকাহ্ বা দাতব্য কার্যক্রমকেও যুক্ত কর'।[৪৯৩]

---

৪৯০. *আল-কুরআন*, ৩০ : ৩৯

৪৯১. *আল-কুরআন*, ২: ২৭৫

৪৯২. *আল-কুরআন*, ২: ১৭৭

৪৯৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আততিরমিযি (র.), *জামি আত-তিরমিযি*, (বৈরূত: দারু গারাবিল ইসলামী, ২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ১২১

আল-কুরআন-হাদিসের এই নির্দেশনাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাপক দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমনঃ শিক্ষিত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য, শিক্ষার উন্নয়ন/স্কলারশীপ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তির জন্য সহযোগিতা, উপার্জনে অক্ষমদের আর্থিক সাহায্য, নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিতকরণ, সমকালীন সামাজিক ব্যাধি ও অনাচার প্রতিরোধ, বিগত এক বছরে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সিএসআর খাতে ব্যয় করেছে ২০৩৬.৯৫ মিলিয়ন টাকা।[৪৯৪]

ছ. নারীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মসংস্থান

ইসলামে নারীদের পুনর্বাবসন ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থাও নারীদের জন্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে নারীর মাহরের অর্থ সংরক্ষণে। ইসলামে মাহরের এই অর্থ একান্তভাবেই নারীর, যা দ্বারা সে স্বাবলম্বী হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মোহর স্কীমের আওতায় পুরুষদের জন্য এই ফরয পালনের সুযোগ করে দিয়ে দিয়েছে। এছাড়া দেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ রাখছে বিশেষ অবদান।[৪৯৫] নিম্নে কয়েকটি ব্যাংকের কার্যক্রমের ওপর একটি সারণি তুলে ধরা হলঃ

ক্রম	ব্যাংকের নাম	নারীদের কল্যাণে বিশেষ আমানত প্রকল্প	নারীদের জন্য বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প/উদ্যোগ
১.	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	Marriage Saving Investment Scheme (MSIS)	মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
২.	এক্সিম ব্যাংক লি.	মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প, মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক মুনাফা প্রকল্প, মুদারাবা দেনমোহর/বিবাহ আমানত প্রকল্প,	নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও তাদের বিষয় মনিটরিং এর জন্য প্রধান কার্যালয়ে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' একটি আলাদা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক শাখায় নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড ডেস্ক রয়েছে।
৩.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা গৃহিণী ডিপোজিট স্কিম	নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প
৪.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	মুদারাবা মোহর সেভিংস্ একাউন্ট	Women Entrepreneurs Investment Scheme (WEIS)

৪৯৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা, ইসলামী আইন ও বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৪৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৫.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	Mudaraba Moharana Savings Deposit, Mudaraba Marriage Savings Scheme, Shanchita Special Deposit Scheme, Subarnalata Special Deposit scheme,	তথ্য পাওয়া যায়নি
৬.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ঘরনি	Women Entrepreneur Investment Programme
৭.	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	Mudaraba Muhor Savings Scheme	Bai Murabaha Women Entrepreneur

সারণী- ৩.১৭: ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প[496]

এ পর্যায়ে বলা যায়, উন্নয়ন হল কোন জিনিসের ক্রমউন্নতির ফলাফল। কালে কালে উন্নয়নধারার গতি, প্রকৃতি ও রূপ পরিবর্তন হয়েছে। আর টেকসই উন্নয়ন ব্যতীত সাময়িক উন্নয়ন স্থায়ী ফলাফল প্রদান করতে পারে না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও টেকসই উন্নয়ন ছাড়া স্থায়ী ফলাফল আশা করা যায় না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান অনস্বীকার্য। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকসমূহ অথধূনৈতিক উন্নয়নে শরী'আহ ভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা, পুঁজি গঠন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষতা, ব্যক্তির সাবলম্বিতা, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প, কৃষিসহ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে আত্মগঠন, শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্রামীণ জনপদের পটশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কাজেই দেশের আর্থ-সামাজিক টেকসই উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪৯৬. Annual Report of Ibs, 2019

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত ওয়াক্‌ফের ধরন ও পরিমাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

এ অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা আলোচনা করতে যেয়ে প্রথমত ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্‌ফের ধরন ও পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং প্রসারের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ' এর পরিচয়, এর বৈধতা ও দৃষ্টান্ত, বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের প্রয়োগ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব, এর নীতিমালা ও প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা পর্যালোচনায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের দৃষ্টান্ত, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ, শিক্ষার বিকাশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ, স্বাস্থ্য সেবায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফ, ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ, সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্ফের ধরন ও পরিমাণ

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্ব জুড়ে সাড়া জাগানো ব্যাংকব্যবস্থা। মুসলিম ও অ-মুসলিম সকল দেশই ইসলামী ব্যাংকিং গ্রহণ করছে। কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ ব্যতিরেকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রসারিত হচ্ছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে যেমন ইসলামী ব্যাংকিং পরিধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে মুসলিম সংখ্যালঘু দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং পরিধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী ক্রমেই অগ্রসরহচ্ছে। ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকিং সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক একটি বড় ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য আধুনিক বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। তারই অংশ হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। এ পরিচ্ছেদে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্প্রসারণ এবং এ ব্যাংকব্যবস্থায় প্রচলিত ক্যাশ ওয়াক্ফ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচ্ছেদটিকে নিম্নোক্ত ৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চিত্র

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ‘ক্যাশ ওয়াক্ফ’ এর পরিচয়

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ‘ক্যাশ ওয়াক্ফ’ এর বৈধতা ও দৃষ্টান্ত

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রয়োগ

প্রথম অনুচ্ছেদ: বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চিত্র

ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই। কোনো খলিফা বা মুসলিম অর্থমন্ত্রী এ রকম প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করেননি।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই 'ব্যাংক'-কে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদরা ব্যাপক গবেষণা ও কাজ শুরু করেন। পক্ষান্তরে ব্যাংককে ইসলামী রূপে উপস্থাপন করার ইতিহাস মাত্র ৫০-৬০ বছরের। ৬০০ বছর মুসলিম সমাজ সতর্কতার সঙ্গেই পশ্চিমা ব্যাংক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে এসে ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মতো বাণিজ্যিক রূপ নেয়। ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংকের প্রসার একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। ইতোপূর্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিসরে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকের প্রসার ও বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

বিষয়	বিবরণ
ব্যাপ্তি	বিশ্বের মোট ৭২টি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম রয়েছে।
সংখ্যা	বিশ্বের মোট ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা ৫২৬
মোট সম্পদ	২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার
বৃদ্ধির হার	৪.৩%
বিশ্ব ব্যাংকিংয়ে অবস্থান	৬% এর উপর
ইসলামিক ফাইন্যান্সে অবস্থান	৬৮.২%
সার্ভিসের ধরনের দিক থেকে প্রকার	বাণিজ্যিক ব্যাংক: ৪২৮টি বিনিয়োগকারী: ৫৭টি পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়: ২২টি বিশেষায়িত: ১৯টি

অঞ্চলভেদে ব্যাপ্তি	আরব উপসাগরীয় দেশসমূহ (GCC): ৪৯% মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া (MESA): ২৪% দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (SEA): ২১% আফ্রিকা: ১.৭% অন্যান্য: ৪.৩%

সারণি ৬.১: বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকের প্রসার (২০২০ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)[৪৯৭]

নিম্নের সারণিতে বিশ্বের প্রধান ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ও আয়ের বিবরণি উপস্থাপন করা হলো:

	Name of Bank	**Country**	**Assets**	**Net income**
1	Al Rajhi Bank	Saudi Arabia	97.298	12.943
2	Dubai Islamic Bank	UAE	60.899	8.566
3	Kuwait Finance House	Kuwait	58.515	6.236
4	Malay Islamic bank	Malaysia	54.459	2.534
5	Qatar Islamic Bank	Qatar	42.088	5.334
6	Abu Dhabi Islamic Bank	UAE	34.085	4.826
7	Al-Inma Bank	Saudi Arabia	32.398	5.677
8	Parsian Bank	Iran	31.024	394
9	Masraf Al Rayan	Qatar	26.723	3.647
10	Bank Rakyat	Malaysia	25.846	4.322
11	Al Baraka Banking Group	Bahrain	23.809	1.546
12	CIMB Islamic Bank	Malaysia	23.580	1.333
13	Bank AlBilad	Saudi Arabia	19.629	2.088
14	Bank AlJazira	Saudi Arabia	19.460	2.997
15	Emirates Islamic Bank	UAE	15.894	1.963

৪৯৭. Ali Ismail, The Islamic Financial Services Industry Statistics, qardus, 05/01/2022, Link https://www.qardus.com/news/the-islamic-financial-services-industry-statistics, cited: 18/04/2022.

	Name of Bank	Country	Assets	Net income
16	RHB Islamic Bank	Malaysia	15.867	979
17	Bank Islam Malaysia	Malaysia	15.461	1.276
18	Public Islamic Bank	Malaysia	15.034	1.099
19	Boubyan Bank	Kuwait	14.307	1.593
20	Noor Bank	UAE	13.809	1.636
21	Qatar International Islamic Bank	Qatar	13.805	1.876
22	Barwa Bank	Qatar	12.185	1.854
23	Sharjah Islamic Bank	UAE	12.182	1.467
24	Al Hilal Bank	UAE	11.883	1.495
25	Islami Bank Bangladesh	Bangladesh	11.528	665
26	AmBank Islamic	Malaysia	10.345	864
27	MBSB Bank	Malaysia	10.343	1.285
28	Ithmaar Bank	Bahrain	8.296	226
29	Hong Leong Islamic Bank	Malaysia	7.792	559
30	Bank Islam Brunei Darussalam	Brunei	7.385	869
31	Warba Bank	Kuwait	7.221	892
32	Kuwait International Bank	Kuwait	7.141	900
33	Bank Syariah Mandiri	Indonesia	6.818	557
34	Meezan Bank	Pakistan	6.769	306
35	Ajman Bank	UAE	6.165	666
36	AFFIN Islamic Bank	Malaysia	6.130	444
37	Jordan Islamic Bank	Jordan	5.864	590
38	Bank Muamalat Malaysia	Malaysia	5.607	576
39	Faisal Islamic Bank of Egypt	Egypt	5.383	673
40	HSBC Amanah Malaysia	Malaysia	4.921	441
41	Sina Bank	Iran	4.901	335
42	Al Salam Bank	Bahrain	4.536	807
43	First Security Islami Bank	Bangladesh	4.349	160
44	Export Import Bank of Bangladesh	Bangladesh	4.316	338
45	Kuwait Finance House (Bahrain)	Bahrain	3.991	463
46	Al-Arafah Islami Bank	Bangladesh	3.979	260
47	Bank Muamalat Indonesia	Indonesia	3.968	272
48	OCBC Al-Amin Bank	Malaysia	3.877	356

	Name of Bank	Country	Assets	Net income
49	Al Baraka Bank Egypt	Egypt	3.491	192
50	Bahrain Islamic Bank	Bahrain	3.396	312
51	Islamic International Arab Bank	Jordan	3.043	273
52	Shahjalal Islami Bank	Bangladesh	2.902	178
53	Bank BNI Syariah	Indonesia	2.846	294
54	Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt	Egypt	2.759	175
55	Bank BRIsyariah	Indonesia	2.629	349
56	Al Rayan Bank	United Kingdom	2.505	172
57	Bank Nizwa	Oman	2.266	356
58	Khaleeji Commercial Bank	Bahrain	2.257	268
59	Kuwait Finance House (Malaysia)	Malaysia	2.248	410
60	Al Baraka Islamic Bank	Bahrain	2.180	215
61	Standard Chartered Saadiq	Malaysia	1.901	161
62	Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia)	Malaysia	1.833	175
63	Alizz Islamic Bank	Oman	1.774	202
64	Union Bank	Bangladesh	1.758	94
65	ABC Islamic Bank	Bahrain	1.745	352
66	Dubai Islamic Bank Pakistan	Pakistan	1.666	120
67	Bank Aceh Syariah	Indonesia	1.601	154
68	Safwa Islamic Bank	Jordan	1.581	199
69	Bank Islami Pakistan	Pakistan	1.559	108
70	Palestine Islamic Bank	Palestine	1.104	110
71	Arab Islamic Bank	Palestine	1.062	109
72	Al Baraka Bank (Pakistan)	Pakistan	926	77
73	Qatar First Bank	Qatar	895	275
74	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Indonesia	835	277
75	First Energy Bank	Bahrain	826	540
76	Al Baraka Bank Syria	Syria	769	62
77	Syria International Islamic Bank	Syria	711	53
78	MCB Islamic Bank	Pakistan	682	72
79	Bank Panin Dubai Syariah	Indonesia	608	116

	Name of Bank	Country	Assets	Net income
80	Bank Mega Syariah	Indonesia	509	83
81	Bank BCA Syariah	Indonesia	490	87
82	Albaraka Bank	South Africa	475	50
83	Bank Alkhair	Bahrain	471	76
84	Bank Jabar Banten Syariah	Indonesia	467	59
85	Bank Syariah Bukopin	Indonesia	439	61
86	Elaf Islamic Bank	Iraq	347	215
87	Ibdar Bank	Bahrain	325	218
88	Cham Islamic Bank	Syria	304	48
89	Jaiz Bank	Nigeria	297	36
90	Venture Capital Bank	Bahrain	292	165
91	Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance	Iraq	251	211
92	Maldives Islamic Bank	Maldives	211	22
93	Safa Bank	Palestine	166	67
94	Bank Victoria Syariah	Indonesia	147	20
95	Liquidity Management Centre	Bahrain	129	52
96	Global Banking Corporation	Bahrain	128	119
97	United Capital Bank	Sudan	124	48
98	ICB Islamic Bank	Bangladesh	76	-131
99	Bank Maybank Syariah Indonesia	Indonesia	46	37
100	Citi Islamic Investment Bank	Bahrain	15	14

সারণি ৬.২: সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্বের প্রধান ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের তালিকা[৪৯৮]

উপরের সারণি দুটি থেকে স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমান বিশ্বের মোট ৭২টি দেশে ৫২৬টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার লেনদেনের পরিমাণ ২.৭ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলার। এ সম্পদ বিশ্বের মোট ব্যাংকিং সম্পদের ৬% এর উপরে। প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃদ্ধির হার ৪.৩ এর চেয়েও বেশি। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ১০০ ইসলামী ব্যাংকের ১৬টি মালয়েশিয়ায়, ১৫টি বাহরাইনে, ১৩টি ইন্দোনেশিয়ায়, বাংলাদেশ ১০টি ও সংযুক্ত

৪৯৮. GBO Specialist, Best and largest Islamic banks in the world, posted in money-gate, on September 2, 2022, link: https://money-gate.com/largest-islamic-banks-in-the-world/, citerd on: 15/09/2022

আরব আমিরাতে ৭টি করে, কাতার ও পাকিস্তানে ৫টি করে, কুয়েত ও সৌদি আরবে ৪টি করে, জর্ডান, মিসর, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ৩টি করে, ওমান, ইরাক ও ইরানে ২টি করে এবং ব্রুনাই, মালদ্বিপ, নাইজেরিয়া, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাজ্যে ১টি করে অবস্থিত। এ খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান অবস্থান প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' এর পরিচয়

বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকে প্রচলিত ওয়াক্ফ বলতে মূলত ক্যাশ ওয়াক্ফই উদ্দেশ্য। কেননা ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম আর্থিক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানে স্থাবর সম্পদের ওয়াক্ফ তথা মূলধারার ওয়াক্ফ নিয়ে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না। এ অনুচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত ওয়াক্ফ তথা ক্যাশ ওয়াক্ফের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর সংজ্ঞা

ক্যাশ ওয়াক্ফ পরিভাষাটি ক্যাশ ও ওয়াক্ফ শব্দদয় দ্বারা গঠিত। ক্যাশ ইংরেজি শব্দ যার অর্থ নগদ। এখানে ক্যাশ বলতে নগদ অর্থ বা মুদ্রা বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ওয়াক্ফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, ফিকহের প্রাচীন কিতাবসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হলেও এর কোন গ্রন্থাবদ্ধ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক অনেকেই ক্যাশ ওয়াক্ফের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

ক. মুহাম্মদ লিবা ও মুহাম্মদ ইবরাহীম নুকাশী বলেন,

حبس النقود وتسبيل منفعته المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثماره

'অর্থের মালিকানা আবদ্ধ রেখে বিনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উৎসর্গ করা।'[৪৯৯]

এ সংজ্ঞাটির একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এটি ক্যাশ ওয়াক্ফকে বিনিয়োগের শর্ত যুক্ত করেছে এবং অন্যান্য সব ধরন যেমন করযে হাসান ক্যাশ ওয়াক্ফ বর্হিভূত গণ্য করেছে।

৪৯৯. Libā, Muhammad & Nuqāshī, Muhammad Ibrāhīm. 2009. "Nijām Waqf al-Nuqūd wa Dauruhu Fī Tanamiyyati al-Murāfiq al-Tarbuiyyah wa al-Ta'limiyyah". *Mutamar Qawānīn al-Awqāf wa Idāratihā: Waqāi' wa Tatallua't*. International Islamic University Malaysia, p. 3

খ. ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার একটি উক্তি থেকেও ক্যাশ ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন, وقف الرجل مبلغا من الدراهم والدنانير ويجعله قراضا يعاد ربحها على الموقوف عليه مع بقاء أصل المال عاملا في القراض. 'কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনার বা দিরহাম ওয়াক্‌ফ পূর্বক তা কিরাদ-এ (লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্ব ব্যবসায়) বিনিয়োগ করবে এই শর্তে যে, এর মুনাফা যার জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং মূলধন ব্যবসায়ে অবশিষ্ট থাকবে।[৫০০]

তাঁর এ উক্তিকে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

ক. ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে বিনিয়োগের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

খ. বিনিয়োগের মাত্র একটি ধরনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

গ. ক্যাশ ওয়াক্‌ফের অন্যান্য ধরন উল্লেখ করা হয়নি।

গ. শাওকী আহমদ দিনয়া বলেন,

الوقف النقدي: المقصود بذلك وقف النقود بكل مفرداتها وأنواعها، وهكذا فإن الوقف النقدي هو الوقف الذي يكون الموقوف فيه مالاً نقديًا.

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ দ্বারা উদ্দেশ্য, সব ধরনের ও এককের নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা। একইভাবে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ নগদ সম্পদ হলে তাও ক্যাশ ওয়াক্‌ফ।[৫০১]

এ সংজ্ঞাটি অপূর্ণ। কেননা এতে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের কোন ধরন বা কর্মকৌশলের ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।

ঘ. মুহাম্মদ সালেম আব্দুল্লাহ বাখদার ক্যাশ ওয়াক্‌ফের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন,

حبس مبالغ نقدية للقرض الحسن أو للاستثمار المباح شرعا وصرف الأرباح المتحققة حسب شرط الواقف أو في مجالات خيرية.

'কর্জে হাসানা প্রদান অথবা ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত মোতাবেক বা দাতব্য ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা।[৫০২]

---

৫০০. মাওয়াফী, আহমাদ, *তাইসির আল-ফিকহ আল-জামি' লিল ইখতিয়ারাত লি শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌* (দাম্মাম: দার ইব্‌ন আল-জাওযী, ১৯৯৩), পৃ. ৯০৫

৫০১. দিনইয়া, শাওকী আহমাদ, আল-আওকাফ আল-নাকদী: মাদখাল লি-তাফয়ীল দাওরী আল-ওয়াকফ ফী হাইয়াতিনাহ্‌ আল-মুয়াসিরাহ্‌' (জিদ্দা: মাজমা' আল-ফিকহ আল-ইসলামী, ভলিউম. ১৩, সংখ্যা. ১, দীনিয়া, ২০০১, পৃ. ৫১১

এ সংজ্ঞাটির কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন-

- কর্জে হাসানা প্রদান দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ হিসেবে প্রদান;
  - শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্বারা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ইসলামী শরীয়াতে বৈধ যে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে;
  - নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা দ্বারা যে কোন ধরনের বৈধ মুদ্রা বা মুদ্রায় রুপান্তর যোগ্য সার্টিফিকেট যেমন চেক, শেয়ার ইত্যাদি উদ্দেশ্য;
  - ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত বলতে যদি ওয়াক্‌ফকারী তার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের উপযোগ বা লভ্যাংশ ব্যয়ের কোন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেন বা এ বিষয়ে কোন শর্তারোপ করেন তাকে বুঝানো হয়েছে।
  - দাতব্য ক্ষেত্র দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াক্‌ফকারী যদি কোনরূপ শর্তারোপ না করেন তবে ওয়াক্‌ফ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে জনহিতকর যেকোন ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা যাবে।[৫০৩]

ঙ. মেঘদা ইসমাঈল আবদুল মুহসিন বলেন,

The confinement of an amount of money by a founder(s), (individuals, companies, institutions, corporations or organisations private or public), and the dedication of its usufruct in perpetuity to the welfare of the society.

'প্রতিষ্ঠাতা (দাতা) [ব্যক্তি, কোম্পানি, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা] কর্তক্‌ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে তার উপযোগকে স্থায়ীভাবে সামাজিক কল্যাণে উৎসর্গ করা।'[৫০৪]

৫০২. বাখদার, মুহাম্মদ সেলিম আবদুল্লাহ্‌, তাময়ীল ওয়াকফ আল-নাকদ লিল-মাশরায়া মুতানাহিয়্যাহ্‌ আল-সিগার ফী মুয়াসসাসাত আল-তাময়ীল আল-ইসলামী (আম্মান: জামি'আ আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ্‌ আল-আলামিয়্যাহ্‌), A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of Doctor of Philosophy in Islamic Banks. 2017, পৃ. ৪৭

৫০৩. বাখদার, মুহাম্মদ সেলিম আবদুল্লাহ্‌, *তাময়ীল ওয়াকফ আল-নাকদ লিল-মাশরায়া মুতানাহিয়্যাহ্‌ আল-সিগার ফী মুয়াসসাসাত আল-তাময়ীল আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

চ. Cash Waqf Models for Financing in Education শীর্ষক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে,

Cash waqf is a trust fund established with money to support services to mankind in the name of Allah.

'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বলা হয় এমন তহবীলকে যা আল্লাহর নামে মানব জাতিকে সহায়ক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।'[৫০৫]

ছ. মুহাম্মদ সালেম আব্দুল্লাহ বাখদার ক্যাশ ওয়াক্‌ফের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তার মতে,

'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হলো, কর্জে হাসান প্রদান অথবা ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত মোতাবেক বা দাতব্য ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা।'[৫০৬]

এ সংজ্ঞাটির কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন-

- কর্জে হাসান প্রদান দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ হিসেবে প্রদান;
- শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্বারা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ইসলামী শরীয়াতে বৈধ যে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে;
- নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা দ্বারা যে কোন ধরনের বৈধ মুদ্রা বা মুদ্রায় রূপান্তর যোগ্য সার্টিফিকেট যেমন চেক, শেয়ার ইত্যাদি উদ্দেশ্য;
- ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত বলতে যদি ওয়াক্‌ফকারী তার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের উপযোগ বা লভ্যাংশ ব্যয়ের কোন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেন বা এ বিষয়ে কোন শর্তারোপ করেন তাকে বুঝানো হয়েছে।

---

৫০৪. Magda Ismail Abdel Mohsin, Financing through cash-waqf:a revitalization to finance different needs, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, 2013, p. 305

৫০৫. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Fuadah Johari, Mohd Asyraf Yusof, Cash Waqf Models For Financing In Education, *The 5th Islamic Economic System Conference* (Iecons 2013), (Kuala Lumpur: At: Berjaya Times Square, September 2013), p.

৫০৬. মুহাম্মদ সালিম আব্দুল্লাহ বাখদার, *তামঈল ওয়াক্‌ফ আল-নুকুদ লিমাশারিঈ মুনতাহিয়্যাহ আস-সীগার ফী মুআসসিসাতিত তামঈল আল-ইসলামী (আম্মান: জামিয়াতু উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ*, পিএইচডি থিসিস, ২০১৭), পৃ. ৪৭

- দাতব্য ক্ষেত্র দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াক্ফকারী যদি কোনরূপ শর্তারোপ না করেন তবে ওয়াক্ফ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে জনহিতকর যেকোন ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা যাবে।

অতএব উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে পূর্ণাঙ্গ ধরে বলা যায়, ক্যাশ ওয়াক্ফ হলো, কর্জে হাসান প্রদান অথবা ওয়াক্ফকারীর শর্ত মোতাবেক বা দাতব্য ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ক্যাশ ওয়াক্ফ এর বৈধতা ও দৃষ্টান্ত

ক্যাশ ওয়াক্ফ এর বৈধতা

ক্যাশ ওয়াক্ফ মূলত অস্থাবর সম্পত্তির একটি ধরন। এ কারণে ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধান অবগত হওয়ার জন্য ইসলামী ফিকহে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফের বিধান জানা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়াতে সুস্পষ্ট। স্থাবর সম্পদের মত অস্থাবর সম্পদ যেমন যুদ্ধের ঘোড়া, অস্ত্র, টাকা-পয়সা, মুদ্রা ও নোট ওয়াক্ফ করা বৈধ কিনা তা নিয়ে ফিকহের ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্য:

এক: যেসব অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যায় এবং অবশিষ্ট রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন যুদ্ধাস্ত্র, গোলাম ইত্যাদি। অতএব এ মতের আলোকে যেসব সম্পত্তির অস্তিত্ব রক্ষা করে তার উপকার ভোগ করা যায় না তা ওয়াক্ফ করা যায় না। এটি মালিকী[৫০৭], শাফিয়ী[৫০৮] ও হাম্বলী[৫০৯] মাযহাবের জমহুরের মত।

---

৫০৭. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আদ-দাসূকী, *হাশিয়াহ্ আল-দাসূসী আলা আল-শারহুল কাবীর* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৭৭; আল-খারাশি, তা.বি. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫

৫০৮. আল-শারবিনী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ, মুগনী আল-মুহতাজ (কায়রোঃ আল-হাদীস, ২০০৬ হি.) আল-শারবীনী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২৫

৫০৯. ইব্ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ, আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৫২; ইব্ন কুদামা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, আল-মুগনী (জিদ্দাঃ মাকতাবাহ আল-ওয়াফী, ১৪২১ হি.); খ. ৬/৩৬

দুই: শর্তসাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ওয়াক্ফকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা বৈধ[৫১০]যেমন বিদ্যমান অস্থাবর কোন সম্পত্তি সহকারে ভূমি ওয়াক্ফ করা। এক্ষেত্রে ভূমি মূল ওয়াক্ফ এবং বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি তার অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে। তাঁরা আরও মনে করেন যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়াও ওয়াক্ফ করা বৈধ।[৫১১] এ ব্যাপারে ইব্ন হাযিমও তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন।[৫১২] ইমাম মুহাম্মদ মনে করেন, অস্ত্র ও ঘোড়ার পাশাপাশি মানুষ সচারাচার যেসব বিষয় ব্যবহার করে তাও ওয়াক্ফ করা বৈধ।[৫১৩]

তিন: অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ বৈধ নয়, বরং ওয়াক্ফ স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। এটি ইমাম আবু হানীফার অভিমত[৫১৪]; তাছাড়া ইমাম মালিক[৫১৫] ও আহমাদ[৫১৬] থেকে বর্ণিত একাধিক মতের একটি।

উপর্যুক্ত মতপার্থক্যকে সামনে রেখে ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধানের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামতকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

প্রথমতঃ সামগ্রিকভাবে ক্যাশ ওয়াক্ফ অবৈধ

এটি হানাফী মাযহাবের পূর্বসরী ইমামগণ যেমন আবু হানীফা, আবু ইউসুফ[৫১৭] এবং উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে আল-বারকালী[৫১৮]; মালিকী মাযহাবের ইব্ন হাজিব ও শাস[৫১৯] এর মত।

---

৫১০. ইব্ন আবিদীন, মুহাম্মদ ইব্ন আমিন ইব্ন উমার, রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত: দারু আল-কুতুব, ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬১; ইব্ন আল-হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ, ফাতহুল কাদীর (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ২১৬; আল-মারগিনানী, আলী ইব্ন আবূ বকর, *আল-হিদায়া শারহু বিদায়াত আল-মুবতাদী* (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৭।

৫১১. আল-কাসানী, আবূ বকর মাসউদ ইব্ন আহমাদ, *আল-বাদায়ী আস-সানায়ী ফী তারতিবিশ-শারায়ী* (বৈরূত: দারুল কিত্ত্ব আল-আরাবী), তা.বি), খ. ৬, পৃ. ২২০

৫১২. ইব্ন হাজাম, আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন সাঈদ, কিতাবুল মুহাল্লা বিল আছার, (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তাবি.), খ. ৮, পৃ. ১৪৯

৫১৩. মাহমুদ ইব্ন আহমাদ আল-আইনী, আল- বিকাইয়া শরহি আল-হিদায়া (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তা.বি), খ. ৭, পৃ. ৪৩৭

৫১৪. আল-মারগিনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭; আল-কাসানী, *আল-বাদায়ী আস-সানায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২০।

৫১৫. আল-বাযী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২২

৫১৬. ইব্ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ, *আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী*, খ. ৫, পৃ. ১৫৪

৫১৭. ইব্ন নুজাইম, যাইনুদ্দীন, *আল-বাহরুর রায়িক* (ইন্ডিয়া: যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২১৮

শাফিয়ীগণের মাযহাবী অভিমত[৫২০]; হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত[৫২১] এবং ইব্‌ন হাযিম জাহিরীর বক্তব্য।[৫২২]

ফাতওয়া হিন্দিয়্যায় বলা হয়েছে:

وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالاتلاف، كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة: الدراهم والدنانير وما ليس بحلي.

'যে বস্তু নিঃশেষ করা ব্যতীত তার উপকার ভোগ করা যায় না যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, পাণীয় এগুলো অধিকাংশ আলিমের মতে অবৈধ; এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা উদ্দেশ্য দীনার ও দিরহাম, অলংকার নয়।'[৫২৩]

ইমাম খারাশী বলেন:

أن المثلى كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفه أم لا فيه تردد ... وقال ابن الحاجب وابن شاس لا يجوز وقف ذلك، لأن منفعته في استهلاكه والوقف إنما ينتفع به مع بقاء عينه.

'তুলনাযোগ্য বস্তু খাদ্য হোক বা নগদ অর্থ হোক তা ওয়াক্‌ফ করা যাবে কি না এ প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন হাজিব ও শাস বলেন, বৈধ হবে না, কেননা এগুলো থেকে উপকার পেতে হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, অথচ ওয়াক্‌ফের দাবি হলো এর মূল অস্তিত্ব অবশিষ্ট রেখে তা থেকে উপকার লাভ করা।'[৫২৪]

ইমাম গায্‌যালী শাফিয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াফকৃত বস্তুর শর্ত বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:

---

৫১৮. দিরশুভী, খালিদ যাইনুল আবিদীন, *আল-রাদ্দ 'আলা আবি আল-সাউদ ফী সিহহাতি ওয়াকফ আল-নাকদ: দিরাসাহ্ ওয়া তাহকীক* (দামিশক ইউনিভার্সিটি, অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস, ২০১৩), পৃ. ৩০

৫১৯. আল-হাত্তাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, মাওয়াহিব আল-জালিল লি শারহু মুখতাসার আল-খালীল (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৫), খ. ৬, পৃ. ২২

৫২০. ইব্‌ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী*, খ. ৫, পৃ. ১৫৪

৫২১. আল-মারদায়ী, আলা আল-দ্বীন আবূ আল-হাসান আলী ইব্‌ন সুলাইমান, *আল-ইনসাফ ফী মা'আরিফাতি আল-রাযিহ মিন আল-খিলাফ* (বৈরূত: দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছ-আল-আরাবী, ১৩৭৭ হি.) খ. ৭, পৃ. ১১

৫২২. ইব্‌ন হাজাম, আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ, *কিতাবুল মুহাল্লা বিল আছার* (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তাবি.)

৫২৩. আলমগীর (র.), বাদশাহ্ আবূল মুজাফফর মুহিউদ্দীন, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)* (বৈরূত: দারু ইহ্‌য়ায়িত তুরাছ-আল-আরাবী, ১৪০৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৬২

৫২৪. আল-খারাসানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, *শারহু মুখতাসার আল-খালীল* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৭, পৃ. ৮০

وشرطه أن يكون مملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل... وقولنا مقصودة احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانير.

'এর শর্ত হলো, তা নির্দিষ্ট বস্তু হবে যার মূল মালিকানা অবশিষ্ট রেখে অভীষ্ট উপকার বা উপযোগিতা অর্জিত হবে। অভীষ্ট উপকারিতা বাক্য দ্বারা দীনার দিরহাম ওয়াক্ফ করার বিধানকে পৃথক করা হয়েছে।'[৫২৫]

হাম্বালী মাযহাবের মারদাভী (রহ.) বলেন:

إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والوزن، أو غير ذلك، فإن وقفها للتحلي والوزن، فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وإن وقفها لغير ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب.

'যদি পণ্যের মূল্য (নগদ অর্থ বা স্বর্ণ ও রৌপ্য) ওয়াক্ফ করে তবে তার দুটি অবস্থা হতে পারে, অলংকার ও পরিমাপক হিসেবে ব্যবহারের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। যদি অলংকার ও পরিমাপক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করলে মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাও শুদ্ধ হবে না।'[৫২৬]

দলীল প্রমাণ

উক্ত মত পোষণকারীগণ তাদের মতের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

১. ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত ওয়াক্ফকৃত বস্তুর স্থায়ীত্ব থাকা। কিন্তু নগদ অর্থ থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। উমার বিন খাত্তাব (রা.) যে ওয়াক্ফ করেছিলেন তা ছিল স্থায়ী সম্পদ। অস্ত্র ও ঘোড়া ওয়াক্ফের বিষয়টি সরাসরি নস থেকে প্রতীয়মান বিধায় তা বৈধ। মৌলিকভাবে এগুলো ওয়াক্ফ বৈধ নয়।[৫২৭]

---

৫২৫. আল-গাজালী, মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ, *আল-ওয়াসিত ফী আল-মাযহাব* (কায়রো: দার আল-সালাম, ১৪১৭ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৩৯

৫২৬. আল-মাওয়ারদী, আবূল হাসান, আল-হাওয়াই আল খালীল (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি.), খ. ৭, পৃ. ১১

৫২৭. আল-কাসানী, আবূ বকর মাসউদ ইব্ন আহমাদ, আল-বাদায়ী আস-সানায়ী ফী তারতিবিশ-শারায়ী (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী), তা.বি, খ. ৬, পৃ. ২২০; আল-আইনী, খ. ৬, পৃ. ২২০; আল-জুয়াইনী, আবূল মা'আলি আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসূফ, নিহায়াত আল-মাতদলাব ফী দিরায়াত আল-মাযহাব, এননোতাতিদ: আবদুল আযীম মাহমুদ আল-দীব (জিদ্দা: দার আল-মানহাজ, ২০০৭), খ. ৮, পৃ. ৩৪৮; ইব্ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ, *আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী*, খ. ৭, পৃ. ৪৪১

২. ক্যাশ ওয়াক্‌ফ নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ, ক্যাশ নিঃশেষ করা ছাড়া এ থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না, অথচ ওয়াক্‌ফ বলা হয় মূলবস্তু বজায় রেখে এর উপযোগিতা দান করা। ক্যাশ ওয়াক্‌ফের মধ্যে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় না।[৫২৮]

৩. আলিমগণ ওয়াক্‌ফকে সাদকা জারিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন মৃত্যুর পরেও যার সওয়াব অব্যাহত থাকে। এখানে জারিয়া বা প্রবাহমান দ্বারা উদ্দেশ্য এমন বস্তু দান করা যার মূল ঠিক রেখে উপকার আবর্তিত হবে এবং এ আবর্তনের ফলে দানকারীর হিসাবে পূণ্য যুক্ত হতে থাকবে। কিন্তু ক্যাশ তেমনটি নয়। কেননা মৌলিকত্ব ঠিক রেখে এর ব্যবহার সম্ভব নয়।[৫২৯]

৪. ক্যাশ বা নগদ অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য; আর নস দ্বারা সাব্যস্ত ছাড়া কোন অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা বৈধ নয়।[৫৩০]

৫. মহানবী (সা.), সাহাবী ও সালফ সালিহীনের সময়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ পরিচিত ছিল না। এ কারণে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন,[৫৩১] "নগদ সম্পদ ওয়াক্‌ফের কোন ইতিহাস আমার কিছু জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথীগণ যে ওয়াক্‌ফ করেছেন তার আলোকে ওয়াক্‌ফ মূলত ঘর ও ভূমিতে সীমিত। নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করার বিষয়ে একেবারেই কিছু অবগত নই।"[৫৩২]

দ্বিতীয়তঃ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বৈধ তবে মাকরুহ

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বৈধ, তবে এটি মাকরুহ। এটি মালিকী মাযহাবের একদল ফকীহর মত। যেমন ইব্‌ন রূশদ আল-জাদ্দ বলেন,

بخلاف الدنانير والدراهم إنها ترجع بانقراض المحبس عليه ملكا، لأن الدنانير والدراهم يضمنها المحبس عليه ويكره تحبيشها.

"দীনার ও দিরহামের বিষয়টি ভিন্ন। এতে যার জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয় তার কর্তৃক ঋণগ্রহণের কারণে মালিকানাস্বত্ব ওয়াক্‌ফকারীর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা দীনার ও দিরহাম যার জন্য ওয়াক্‌ফ

---

৫২৮. মাহমুদ ইব্‌ন আহমাদ আল-আইনী, *আল- বিকাইয়া শরহি আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৪১

৫২৯. হুববুল্লাহ, হায়দার, আল-ওয়াকফ আল-নকদী ফী আল-ফিকহ্ আল-ইসলামী: কিরা'আত ইসতিদলালিয়াহ্, মাজাল্লাহ আল-ইজতিহাদ ওয়া অল-তাজদীদ (বৈরূত: মারকাজ আল-বুহুত আল-মুয়াসিরাহ্, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২২৬

৫৩০. শাইখ জাদাহ্, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, মাজমা' আল-আসার শারহু মুলতাকাহ্ আল-আবহার (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৮ খ্রি.) Shaikhī Zādah 1998, 2/579

৫৩১. لاأعرف الوقف في المال،إنما الوقف في الدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي ص ولا أعرف وقف المال بتة

৫৩২. আল-হাসকালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

করা হয় সে জামানাত হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা ওয়াক্ফ করা মাকরুহ।"[৫৩৩] তবে এ মতের পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ সমাজে প্রচলিত থাকলে ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ

কোন সমাজে ক্যাশ ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার রীতি প্রচলিত থাকলে সেখানে ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ। হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ মত পোষণ করেন। তাঁর এ মতই হানাফী মাযহাবের মাযহাবী সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫৩৪]

ইব্ন আবিদীন বলেন, "আমাদের সময়ে রোমান ও অন্যান্য সম্রাজ্যে দীনার ও দিরহাম ওয়াক্ফের যে রীতি আছে তা ইমাম মুহাম্মাদের সমাজে প্রচলিত অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পর্কিত যে বক্তব্যের ভিত্তিতে মাযহাবী সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত।[৫৩৫]

চতুর্থতঃ সাজসজ্জার জন্য দীনার ও দিরহাম ওয়াক্ফ করা বৈধ

এটি শাফিয়ী মাযহাবের একটি অভিমত। আল-মাওয়ারদী বলেন:

> وقف الدراهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام. وأما وقف الحلي فجائز لا يختلف لجواز إجارته، أو إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه."
>
> "দীনার ও দিরহাম নিঃশেষ হয়ে যায় এমন কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়, এ ক্ষেত্রে তা খাদ্যের মত। তবে সাজসজ্জা তথা অলংকারের জন্য হলে তা বৈধ, কেননা এগুলোর ভাড়া আদান প্রদান ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে তা থেকে উপকার গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি।[৫৩৬]

পঞ্চমতঃ ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ

---

৫৩৩. ইব্ন রুশদ আল-যাদ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ, *আল-বায়ান ওয়া আল-তাহসিল* (বৈরূতঃ দারু আল-গারীব আল-ইসলামী, ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৮৮

৫৩৪ আল-মারগিনানী, আলী ইব্ন আবূ বকর, *আল-হিদায়া শারহু বিদায়াত আল-মুবতাদী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭; ইব্ন আবিদীন, মুহাম্মদ ইব্ন আমিন ইব্ন উমার, রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩

৫৩৫. ইব্ন আবিদীন, মুহাম্মদ ইব্ন আমিন ইব্ন উমার, রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত।

৫৩৬. আল--মাওয়ারদী, আবূল হাসান, আল-হাওয়াই আল খালীল (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি.), খ. ৭, পৃ. ৫১৯

এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার ও তার সাথী মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী[৫৩৭], মালিকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য[৫৩৮], শাফিয়ী মাযহাবের একটি[৫৩৯], হাম্বলী মাযহাবের একটি[৫৪০], বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম যুহরী[৫৪১], ইমাম বুখারী প্রমুখের অভিমত। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া[৫৪২] এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যুক্তি প্রমাণ: এ মত পোষণকারীগণ যেসব দলীল পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

১. ওয়াক্ফ ও ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধান একই। ওয়াক্ফ বৈধ হওয়ার যেসব দলীল প্রমাণ রয়েছে তার মধ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফও অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা ক্যাশ ওয়াক্ফ নিষিদ্ধ বা অবৈধ হওয়ার কোন দলীল নেই।

২. নসে বর্ণিত অস্থাবার সম্পত্তি তথা ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রের সাথে ক্যাশকে তুলনা করা যায়। কেননা উভয়ই অস্থাবার সম্পত্তি। তাছাড়া এতে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য তথা দুনিয়ায় উক্ত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া এবং ওয়াক্ফকারীর আখিরাতে পূণ্যের অধিকারী হওয়া অর্জিত হয়।

৩. ক্যাশ নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। কেননা ক্যাশের মৌলিকত্ব হলো মূল্য, স্বয়ং মুদ্রা নয়। ক্যাশ ঋণ প্রদান করলে বা বিনিয়োগ করলে এর মূল্য ও মালিকানা অবিশিষ্ট থাকে নিঃশেষ হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তিনি এ থেকে উপকার অর্জন করতে পারেন।

৪. বর্তমান যুগের ক্যাশ স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি নয়, বরং কাগুজে বা সাধারণ ধাতবের মুদ্রা মাত্র। সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন নিঃশেষ না করে ব্যবহার করা কষ্টকর ছিল সে অবস্থা

---

৫৩৭. আল-তারাবিলাসী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা আল-ইসফাহানী, আহকাম আল-আওকাফ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-রাইদ, ১০৮১ খি.), পৃ. ২৬; শাইখ জাদাহ্, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ, মাজমা' আল-আসার শারহু মুলতাকাহ্ অল-আবহার (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৮০

৫৩৮. আল-যারকানী, আবদুল বাকী ইব্ন ইউসূফ, শারহু আল-যারকানী 'আলা মুখতাসার খালীল (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ২০০২ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩৮

৫৩৯. আন-নাওয়াবী, আবূ যাকারিয়্যাহ্ মুহীউদ্দীন শারফ, রাওদাহ্ আল-তালিবীন ওয়া উমদাত আল-মূফতিয়ী (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩১৫

৫৪০. ইব্ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ, *আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী*, খ. ৫, পৃ. ১৫৬

৫৪১. আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *আল-জামি আস-সহীহ্* (বৈরূত: দারু ইব্ন কাসীর, ২০০২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ৬৮৬

৫৪২. ইব্ন তাইমিয়্যাহ্, তাকিউদ্দীন আবূল আব্বাস আহমাদ ইব্ন আবদুল হালিম আল-হারায়ী, মাজমু'আ আল-ফাতাওয়া, (মাদীনা: কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, ১৯৯৫), খ. ৩১, পৃ. ২৩৪

বর্তমানের কাগুজে মুদ্রায় নেই। বরং এর মূল্যমান ঠিক রেখে তা থেকে উপকার ভোগ করা সম্ভব।[৫৪৩]

অগ্রাধিকার

ক্যাশ ওয়াক্ফের বিধান সম্পর্কে উপরিউক্ত বক্তব্য ও দলীল প্রমাণ পর্যালোচনান্তে বলা যায়, ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ। কেননা-

১. ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ দাবিদারগণের দলীল প্রমাণ শক্তিশালী। তাছাড়া এটি অবৈধ হওয়ার কোন দলীল প্রমাণ নেই।

২. শরীয়াতের আর্থিক লেনদেনের সাধারণ নীতি হলো, কোন লেনদেন শরীয়াতের দলীলের ভিত্তিতে অবৈধ প্রমাণিত না হয় তবে তা বৈধ হিসেবে গণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ওয়াক্ফ বৈধ হিসেবে বিবেচিত।

৩. এমন কোন ফিকহী মাযহাব নেই যে মাযহাবের সকলেই ক্যাশ ওয়াক্ফ অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে। বরং প্রত্যেক মাযহাবের কেউ না কেউ একে বৈধ বলেছেন।

৪. এটি ওয়াক্ফের মূলনীতি তথা 'ওয়াক্ফকৃত বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রেখে তার উপকার বিলানো' এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতিগত দিক থেকে ক্যাশের মৌলিকত্ব হলো মূল্য কেন্দ্রীক বস্তু নয়; ক্যাশ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে অর্থের মূল্য ঠিক রেখে তা থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়।

৫. ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শরীয়াহ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা এর সুফল ভোগ করে সমাজের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তারা করজে হাসান বা ক্ষুদ্র-মাঝারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এ থেকে উপকৃত হয়।

৬. আধুনিক আলিম-ফকীহগণ ও ফিকহ বোর্ডসমূহ ক্যাশ ওয়াক্ফ বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন ও আই সি-এর অধীনস্ত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ১৪২৫ হিজরীর ১৪-১৯ মুহাররম (৬-১১ মার্চ, ২০০৪ সাল) তারিখে ওমানের রাজধানী মাসকাটে অনুষ্ঠিত একাডেমির ১৫তম অধিবেশনের ১৪০ (৬/১৫) নং সিদ্ধান্তে ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর বৈধতা ঘোষণা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

---

৫৪৩. ইব্ন আবিদীন, মুহাম্মদ ইব্ন আমিন ইব্ন উমার, রাদ্দুল মুহতার প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪; ইব্ন আল-হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ, ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২১৯; আল-হাদ্দাদ, আহমাদ ইব্ন আবদুল আযীয, ওয়াক্ফ আল-নকদ ওয়া ইসতিতমারিহা (মাক্কা : দ্বিতীয় ওয়াক্ফ কনফারেন্স, উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ২০০৬); পৃ. ৩৫

وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

"নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা শরয়ীদৃষ্টিতে বৈধ। কারণ ওয়াক্ফ-এর শরয়ী উদ্দেশ্য হলো, "মূলধনকে অক্ষত রাখা ও এ থেকে অর্জিত উপকারকে ব্যাপক করা" এ উদ্দেশ্য ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেননা নগদ অর্থ বা মুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না; বরং তার সমমানের অন্য কোন মুদ্রা তার সমপর্যায়ের গণ্য হয়।"

১৯৯৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত প্রফেসর ড. এম এ মান্নান কর্তৃক রচিত "Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে ক্যাশ ওয়াক্ফ স্বীকৃত। মিশরে অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। ওয়াক্ফ প্রশাসনের ক্ষেত্রে তুরস্কের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। গবেষণায় দেখা যায় তুরস্কে ক্যাশ ওয়াক্ফ আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৫৪৪]

ক্যাশ ওয়াক্ফ এর দৃষ্টান্ত

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। নিম্নে ইসলামের সোনালী যুগে ক্যাশ ওয়াক্ফের কিছু দৃষ্টান্ত আলোচনা করা হলো:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ

মহানবী (সা.) এর যুগে সরাসরি ক্যাশ ওয়াক্ফের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবে ক্যাশ ওয়াক্ফের মূল বিষয় তথা অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ বিষয়ে তাঁর মুখনিসৃত বাণী পাওয়া যায়। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর প্রতি জিহাদের জন্য ঘোড়া ওয়াক্ফ করে কিয়ামতের দিন তার পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।[৫৪৫] এ ছাড়া তিনি খালিদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, "আর খালিদের ব্যাপার হলো, সে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ

---

৫৪৪. Social Islami Bank Ltd. *Cash Waqf*. Dhaka: Social Islami Bank Ltd(SIBL), 2015, p. 17

৫৪৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীয়ার, বাবু মান ইহতাবাসা ফারাসান, হাদীস নং ২৮৫৩

করেছে।"[৫৪৬] এসব হাদীস থেকে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার বৈধতা প্রমাণিত হওয়ায় ক্যাশ ওয়াক্ফের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

সাহাবীগণের যুগ

সাহাবীগণের যুগে সরাসরি ক্যাশ ওয়াক্ফের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন নাফে বলেন, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) বিশ হাজার দিরহাম সমমূল্যের অলংকার কিনে তা খাত্তাব পরিবারের নারীদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৫৪৭]

তাবিয়ীগণের যুগ

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাবিয়ীগণের যুগে তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে সর্বপ্রথম নগদ অর্থ ওয়াক্ফ বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা সংঘটিত হয়। ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ইমাম যুহরী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ওয়াক্ফ করে তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে (এ শর্তে) ব্যবসা করতে দিল এবং সে (তা দ্বারা ব্যবসা করে) এর লভ্যাংশ ফকীর, মিসকীন ও আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে সাদাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দিল। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি এই এক হাজার দিনারের লভ্যাংশ থেকে মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা না করে একটুও খেতে পারে কি? ইমাম যুহরী (রা.) বললেন না; সেটা তার জন্য খাওয়া জায়েয হবে না।[৫৪৮]

এ বক্তব্য থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেউ একজন একহাজার দীনার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে তার গোলামকে ব্যবসায়ের জন্য প্রদান করে অর্থাৎ বিনিয়োগ করে এই শর্তে যে, এর লভ্যাংশ ফকীর, মিসকীন ও আত্মীয়দের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এখানে ইমাম বুখারী 'সাদাকা' শব্দ দ্বারা মূলত ওয়াক্ফকে বুঝিয়েছেন এবং 'সামিত' শব্দ দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য তথা ক্যাশ উদ্দেশ্য নিয়ে এর ওয়াক্ফের বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ফিকহী ইমামগণের যুগ

ইমাম যুহরী পরবর্তী সময়ে ফিকহী গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে এ বিষয়ে ব্যপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। এ প্রসংগে হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার রহ. এর ফাতওয়া সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যতম সতীর্থ আল-আনসারীর দীনার দিরহাম, খাদ্যদ্রব্য, যা পরিমাপ করা হয় তা ওয়াক্ফ করা বৈধ কি না

৫৪৬. আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া ফির রিকাব..., হাদীস নং ১৪৬৮

৫৪৭. ইব্ন কুদামাহ্, আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩৫

৫৪৮. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন: দিরহাম মুদারাবায় (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ) প্রদান করা হবে, অতঃপর যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা সে খাতে এর লভ্যাংশ ব্যয় করা হবে। পক্ষান্তরে যেসব বস্তু ওযন করে পরিমাপ করতে হয় (যেমন শস্য ইত্যাদি) তা বিক্রয় করে তার মূল্য মুদারাবায় বিনিয়োগ করতে হবে।[৫৪৯]

ইমাম যুফারের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে ক্যাশ ওয়াক্ফের বৈধতার পাশাপাশি ওয়াক্ফকৃত ক্যাশ বিনিয়োগের পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে উক্ত অর্থ বিনিয়োগের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুর রহমান ইব্ন কাসিম ঋণের শর্তে ওয়াক্ফকৃত নগদ অর্থের যাকাত গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। এছাড়াও মালিকী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত অনেক বক্তব্য রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয়, ইমাম মালিকের সময় থেকে ক্যাশ ওয়াক্ফ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলে আসছে।[৫৫০]

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে ক্যাশ ওয়াক্ফ সম্পর্কে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর অনুসারীগণের অনেকে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্ফ অবৈধ হলেও এর বৈধতার পক্ষে ইমাম শাফিয়ী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আল-রুআনী [৪১৫-৫০১হি.] ছাড়া অন্য কেউ তাঁর এ বক্তব্য বর্ণনা করেননি।[৫৫১]

ইমাম আহমদ থেকে এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দুধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে আমরা ক্যাশ ওয়াক্ফ অবৈধ হওয়া সম্পর্কিত তাঁর উক্তি উল্লেখ করেছি। তবে ইমাম ইব্ন তাইমিয়া আল-মাইমুনী [মৃ. ২৭৪হি.] বর্ণিত উক্তির ভিত্তিতে দাবি করেছেন, ইমাম আহমদ দীনার ও দিরহাম ওয়াক্ফ করা বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৫৫২]

পরবর্তীতে ফিকহী মাযহাবগুলোতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। কোন মাযহাবেরই ফকীহগণ এর বৈধতার পক্ষে বা বিপক্ষে একমত হতে পারেনি। ফিকহী গ্রন্থাবলি রচনার যুগ থেকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা হলেও এবং এর বৈধতার ব্যাপারে তাঁদের খণ্ডিত মতামত থাকলেও ব্যাপকহারে এর বাস্তব প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।

---

৫৪৯. মুহাম্মদ ইবনে ফোরামুরজ মোল্লা খসরু, *দুরার আল-হুক্কাম* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩৭

৫৫০. ইমাম মালিক বিন আনাস, *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা* (রিয়াদ: আওকাফ মন্ত্রণালয়, ১৩২৪হি.), খ. ১, পৃ. ৩৮০

৫৫১. আল-মাওয়ার্দী, *আল-হাভী আল-কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫১৭

৫৫২. ইবনে তাইমিয়্যাহ, *মাজমু' আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ২৩৪

মরোক্কোয় ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রচলন

ফাতিমী যুগে ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রচলন সম্পর্কে আল্লামা দাসুকী শারহুল কবীরের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাশীয়া বুলাইদীতে রয়েছে, ফেস নগরীতে একহাজার আওকিয়া স্বর্ণমুদ্রা ওয়াক্ফ করা ছিল যা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হতো। মানুষ তার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতো এবং প্রয়োজন শেষে ফেরত দিত।[৫৫৩]

উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াক্ফ

উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। মূলত এ সময় এসে ওয়াক্ফের এ ধরনটি তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল থেকে প্রায়োগিক রূপ পায়। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত উসমানী খিলাফাতের বিভিন্ন এলাকায় এর প্রয়োগ হয়। হানাফী মাযহাবকে পৃষ্ঠপোষকতাকারী এ রাষ্ট্র মূলত পূর্বসূরী হানাফী ইমামগণ বিশেষত ইমাম যুফার এর মতামত গ্রহণ করে ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রচলন করে। উসমানী খিলাফাতের ১৪৬০-১৪৮০ খ্রি. সময়কালের শায়খুল ইসলাম মোল্লা খসরু এ বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন সেখানে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফের বিষয়ে পূর্বসূরী আলিমগণের মতামত ছাড়া ক্যাশ ওয়াক্ফের কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি শায়খুল ইসলাম হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র দুই বছর পর অর্থাৎ ১৪৬২ সাল থেকে ১৪৬৭ পর্যন্ত সময়ে ইস্তাম্বুলে যেসব ওয়াক্ফ অনুমোদন করেন তার মধ্যে অনেক ক্যাশ ওয়াক্ফ ছিল।[৫৫৪]

ক্যাশ ওয়াক্ফ নিয়ে উসমানী সম্রাজ্যে যখন আলোচনা তুঙ্গে তখন শায়খুল ইসলাম আবু সাউদ আফিন্দী [৮৯৮-৯৮২হি.] এর পক্ষে গ্রন্থ লেখেন। সুলতান সুলায়মান রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে শায়খুল ইসলাম আবু সাউদের ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ক ফাতওয়া প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।[৫৫৫]

তবে উসমানী আমলের ক্যাশ ওয়াক্ফের ধরন ইসলামী ফিকহে বর্ণিত পরিচিত 'করজে হাসান' বা বিনিয়োগের মত ছিল না। বরং এক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয় যাকে 'মুআমালাহ শরঈয়্যাহ' বা 'বাইউল মুআমালাহ' বলা হত।[৫৫৬]

এর ধরন সম্পর্কে কলিন এমবার বর্ণনা করেন যে, আবু সাউদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ মুআমালাহ্ শরীয়ায় কীভাবে জায়েয হবে? তিনি এর প্রতিউত্তরে বলেন, ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়ক (যায়েদ) শরয়ী পদ্ধতিতে পণ্য কিনে উমরের কাছে কাছে ১১০০ আকজিতে বিক্রি করবে। পণ্য

৫৫৩. হাশীয়া দাসূকী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৭

৫৫৪. বাখদার, *তামঈল ওয়াক্ফ আল-নুকুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৫৫৫. প্রাগুক্ত

৫৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

উমরকে প্রদান করা হবে এবং সে তা ১০০০ আকজিতে বকরের কাছে বিক্রি করল। পণ্য হস্তগত হওয়ার পর বকর বলল, এ পণ্য যায়েদকে প্রদান কর; তখন ১০০০ অকজি[৫৫৭]তে বাকিতে তত্ত্বাবধায়ককে বন্ধক হিসেবে তা প্রদান করা হয়। এটা বৈধ বিবেচনা করা হবে।[৫৫৮]

উসমানী শাসনামলে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

উসমানী শাসনামলের ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৪৩২ খ্রি. মুসলিহ উদ্দীন এর ১০০০০ আকজি ওয়াক্‌ফই সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্‌ফ। তিনি এ অর্থ ওয়াক্‌ফ করে তা বিনিয়োগ করেন এবং এর মুনাফা থেকে কালীসাহ বড় মসজিদের ৩জন ক্বারীর পিছনে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত করেন।[৫৫৯]

পরবর্তীতে এ আমলে যেসব ক্যাশ ওয়াক্‌ফ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- বলবান শাহ ওয়াক্‌ফ: ১৪৪২খ্রি. সালে তিনি ৩০ হাজার আকজি ওয়াক্‌ফ করেন এবং চারটি দোকান ও একটি গোসলখানা ওয়াক্‌ফ করেন যার আয় উদরানায় তারই প্রতিষ্ঠিত কিছু দীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হত, সেখানে মসজিদ, মাদরাসাও ছিল।[৫৬০]
- সুলতান মুরাদ দ্বিতীয় এর শাসনামলে (১৪২১-১৪৫১খ্রি.) ২০ হাজার আকজির একটি ক্যাশ ওয়াক্‌ফের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৫৬১]
- ইস্তাম্বুলের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্‌ফের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৪৬৪খ্রি. সালে। ইস্তাম্বুলের ক্যাশ ওয়াক্‌ফের অন্যতম দিক হলো এখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীগণও ওয়াক্‌ফ করতেন। খাদীজা বিনতে মাহমুদ পাশা ১৫২৪ খ্রি. এর আগস্ট মাসে দুটি ওয়াক্‌ফ করেন, একটিতে ছিল একতলা দুটি ঘর, কয়েকটি দোকান, কক্ষ, আস্তাবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল ১৬০০০ আকজি। ক্যাশ ওয়াক্‌ফটি ১০% মুরাবাহা চুক্তিতে বিনিয়োগ করা হয়।[৫৬২]

---

৫৫৭. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার (রা.)-এর আমলে প্রচলিত এক ধরণের মুদ্রা।

৫৫৮. কলিন ইমবের, “মিন ওয়াক্‌ফ আল মানকুল লাদা মুহাম্মদ আল-শায়বানী ইলা ওয়াক্‌ফ আল-নুকুদ লাদা আবিল সাউদ আল-আফিন্দী, *মাজাল্লাতু আল-আওকাফ* (কুয়েতঃ পাবলিক অথরিটি ফর আওকাফ, ২০১১), বর্ষ ১১, সংখ্যা ২১, পৃ. ৫৯

৫৫৯. মুহাম্মদ আল-আরনাউট, *“তাতাওউর ওয়াক্‌ফ আল-নুকুদ ফী বিলাদী বালকান”*, *আল-ওয়াক্‌ফ ফীল আলাম আল-ইসলামী বাইনাল মাজী ওয়াল হাজের* (বৈরুতঃ জাদাইন লিন নাসর, সনবিহীন), পৃ. ১৮

৫৬০. Jon E.Mandeville, "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire." International Journal of Middle Eastern Studies Vol. 10, No. 3, 1979.P 290.

৫৬১. প্রাগুক্ত

৫৬২. আল-আরনাউট, *তাতাওউর ওয়াক্‌ফ আল-নুকুদ*, পৃ. ১৯; ফারুক বাইলিজী, *“আওকাফ আল-নিসা ফী মদীনাতে ইস্তাম্বুল”*, *মাজাল্লাতু আল-আওকাফ*, কুয়েতঃ পাবলিক অথরিটি ফর আওকাফ, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৯, ২০১০, পৃ. ১০৯

- নাফিসা বিনতে সেকেন্দার পাশা ১৫৫২ সালে ১০০০০ আকজি ওয়াক্ফ করেন এবং পরবর্তী তা ১০% মুনাফায় অর্থাৎ বার্ষিক ১০০০ আকজিতে বিনিয়োগ করা হয়। এর মধ্য থেকে ৩০ আকজি রমজান মাসে কারাবন্দীদের পানি সরবরাহ করার জন্য নির্ধারিত করা হয়।[৫৬৩]
- ম্যান্ডফলের দেয়া পরিসখ্যান অনুযায়ী ১৫৩১ সালে আংকারার মোট ৯৮টি ওয়াক্ফের ৪৮টিই অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্যাশ ওয়াক্ফ। অন্যদিকে বুরসা নগরীতে ১৫৬১ সালে ক্যাশ ওয়াক্ফ ভিত্তিক আয় ছিল ৩৯৩৭৩৪ আকজি একই সময়ে অন্যান্য ওয়াক্ফের আয় ছিল, ৫৪৭৭৩৪ আকজি।[৫৬৪]
- এভাবে উসমানী শাসনাধীন প্রতিটি এলাকায় ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রয়োগ

উসমানী সম্রাজ্যের পতন ক্যাশ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। এর যাত্রা কিছুটা হলেও স্তমিত হয়ে যায়। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা জোরদার হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। যেমন ১৪১৯ হিজরীতে মক্কায় মাত্র ৮০০০ রিয়াল ক্যাশ ওয়াক্ফ করে গড়ে তোলা হয় "ওয়াক্ফ করযে হাসানা" নামে একটি ক্যাশ ওয়াক্ফ।[৫৬৫] বর্তমান সময়ে এ বিষয়ক গবেষণা, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা চলমান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব চালু করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ প্রবন্ধে বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক ও বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের অনুশীলনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

বাহরাইন

বাহরাইন সেন্ট্রাল ব্যাংক বিভিন্ন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে ২০০৬ সালে প্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ড গঠন করে। যার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

---

৫৬৩ বাইলিজী, আওকাফ আল-নিসা, ১১০

৫৬৪. Mandeville, Jon E. 1979. *"Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire."* International Journal of Middle Eastern Studies Vol. 10, No. 3, P 292

৫৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

- **উদ্দেশ্য:** উক্ত ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ডটির উদ্দেশ্য ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ক গবেষণায় সহযোগিতা, এ বিষয়ক শিক্ষার মান উন্নয়ন, এ সেক্টরে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এ বিষয়ে পারদর্শী ইসলামী স্কলার তৈরি ইত্যাদি।
- **ফান্ডে অংশগ্রহণকারী:** বাহরাইনের প্রথম সারির সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ফান্ড গঠনে ভূমিকা রাখে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নির্ধারিত পরিমাণে অর্থ ওয়াক্ফ করে।
- **ফান্ড বিনিয়োগ ও মুনাফা:** ফান্ড শরীআহ অনুমোদিত ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে অর্থবাজারে বিনিয়োগ করা হয় এবং এ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ফান্ড গঠনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় করা হয়।
- **কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য সফলতা:** প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ফান্ডটি তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং বেশ কিছু সফলতা অর্জন করেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো:
- **ইসলামী ফাইন্যান্সে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী ফাইন্যান্সে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি পূরণের জন্য এ ফান্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ফান্ডের সহযোগিতায় Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) তার বহুল আলোচিত ও নন্দিত Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) ও Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) ফেলোশীপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে থাকে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রামও বাস্তবায়ন করে।
- **কারিকুলাম প্রণয়ন:** ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়নের অংশ হিসেবে ফান্ড বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ব্যাচেলার ইন ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স' প্রোগ্রাম চালু করেছে।
- **গবেষণা ও প্রশিক্ষণ:** এ ফান্ডের সহযোগিতায় ইসলামী ফাইন্যান্স বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার অংশ হিসেবে নিয়মিত এ বিষয়ক সংলাপ, মতবিনিময়, মাসিক কনফারেন্স এবং শরীআহ স্কলারগণের সভার আয়োজন করে থাকে। একইভাবে ফান্ডের মাধ্যমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য রাষ্ট্রের সাথে এ বিষয়ক যৌথ প্রোগ্রামও করা হয়।[৫৬৬]

৫৬৬. Philippe Gaston Furstenberger, Sutan Emir Hidayat and Alfatih Gessan Pananjung HWA, The Role of Waqf in Financing Education:A Case Study of the Waqf Fund of Central Bank of

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান Dompet Dhuafa Replubilka (DDR) ক্যাশ ওয়াক্ফকে একটি আন্দোলনে রূপ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালে সরকারি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটির ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ডের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ফান্ডটির নাম ইন্দোনেশিয়ান ওয়াক্ফ ফান্ড।
- এর উদ্দেশ্য চারটি: স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়ন।
- কার্যক্রম ও সফলতা
- সংস্থাটি সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সংস্থা পশ্চিম জাভার বোগোর এলাকায় Rumah Sehat Terpadu (RST) নামে একটি একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার দরিদ্র রোগীকে ভর্তিসহ সম্পূর্ণ ফ্রী চিকিৎসা দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই তাদের ফ্রী চিকিৎসা দেয়া হয় 'Layanan Kesehatan Cuma Cuma'নামের ক্লিনিকে।
- উউজ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে এ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষা, বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ উদ্দেশ্যে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেসব স্কুলের মধ্যে রয়েছে, Sekolah SMART Ekselensia Indonesia, Umar Usman Business School, Prophetic Entrepreneur Campus ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়ন খাতেও সংস্থাটির কার্যক্রম রয়েছে যাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সম্ভব হয়। যাতে ঐ সব উদ্যোক্তা পরবর্তীতে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও সংস্থাটি জলবায়ূ উদ্বাস্তুদের কল্যাণ, দাওয়াহ কার্যক্রমসহ আরও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।[৫৬৭]

Bahrain, *Journal of Islamic Financial Studies*, 3, No.2, 2017, 92-97; Buerhan Saiti, Adama Dembele and Mehmet Bulut, The Global Cash Waqf: A Tool Against Poverty in Muslim Countries, Qualitative Research in Financial Markets 13(3)2021, 277-294; M. Kabir Hassan, M.Fazlul Karim, M. Sydul Karim, Experiences and Lessons of Cash Waqf in Bangladesh and other Countries, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 14, No. 1, January-March, 2018, 102-123

৫৬৭. Dodik Siswantoro, Haula Rosdiana, Sustainability of Cash Waqf Development in Indonesia: A Quintuple Helix Perspective, *Sains Humanika*, 8:1–2(2016) 111–116; Aam S. Rusydiana, An

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় সাধারণ ও ক্যাশ উভয় ধরনের ওয়াক্ফ চালু রয়েছে। এ দেশের ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা অন্য দেশ থেকে একটু ভিন্ন। সেখানে ওয়াক্ফ ও ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কয়েকটি নীতিমালা ও আইন রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ওয়াক্ফ, যাকাত ও হজ্জ অধিদপ্তর (Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji JAWHAR) এর মূল দায়িত্ব পালন করে। এ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১৩টি রাজ্যের স্টেট ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল (State Islamic Religious Council- SIRC) ট্রাস্টি ও ম্যানেজার হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। তবে রাজ্যসমূহের স্বতন্ত্র আইন থাকায় এসব ফান্ড পরিচালনার আইনে ভিন্নতা রয়েছে। ১৩টির মধ্যে ২টি রাজ্যের স্টেট ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ে সীমাবদ্ধতা প্রদান করে।

- প্রতিটি রাজ্যের কাউন্সিল (SIRC) এর নিজস্ব ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ক প্রজেক্ট রয়েছে। ওয়াক্ফের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সব ধরনের সিদ্ধান্ত এ কাউন্সিলের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হয়।
- মালয়েশিয়ায় শেয়ার ও সিকিউরিটিজ এর মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফের লেনদেন একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। অনেকে শেয়ার ও সিকিউরিটিজকে স্টেট ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিলের কাছে ওয়াক্ফ করে আবার কাউন্সিল অনেক সময় ক্যাশকে শেয়ার ও সিকিউরিটিজে পরিণত করে থাকে।
- ওয়াক্ফ সংগ্রহ, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে মালয়েশিয়ার সর্ববৃহৎ কাউন্সিল (SIRC) হলো সেলাংগর ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল (Majlis Agama Islam Selangor, MAIS)। ২০১১ সালে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার জন্য PerbadananWakaf Selangor (PWS) নামে পৃথক একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে।
- বেসরকারি উদ্যোগে ওয়াক্ফ ব্যবস্থপনার এজেন্ট হিসেবে মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হলো YayasanWaqaf Malaysia (YWM)।

---

analysis of cash waqf development in Indonesia using Interpretive Structural Modeling (ISM), Rusydiana, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2018). vol.4. iss. 1, pp. 1-12; Saiti, Dembele and Bulut, The Global Cash Waqf, 277-294; Hassan, M.Fazlul Karim, M. Sydul Karim, Experiences and Lessons of Cash Waqf, 102-123.

- সেলাংগার ওয়াক্‌ফ কর্পোরেশন এর মূল কার্যক্রম ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ভিত্তিক। এটি প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে কিছু আর্থিক সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে 'Program Sahabat Wakaf Korporat'নামে একটি ক্যাশ ওয়াক্‌ফ স্কিম চালু করে।
- ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ৭০% বিনিয়োগ করা হয় এবং বাকি ৩০% নিম্নোক্ত দাতব্য খাতে ব্যয় করা হয়;
- পতিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন;
- মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী স্কুল ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ভবন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, চিকিৎসা, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- উন্নয়ন প্রকল্প যেমন ব্যবসার জন্য ব্যবসায়িক প্লট, হাউজিং প্রকল্প বা কৃষি;
- 'ভূমিপুত্রা' (জমির মালিক আদি মালয়েশিয়ান) কোটাধারীদের আবাসিক প্লট ক্রয়;
- কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন।[৫৬৮]

তুরস্ক

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ক্ষেত্রে তুরস্কের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। গবেষণায় দেখা যায় তুরস্কে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৫৬৯] উসমানী খেলাফাতের ক্যাশ ওয়াক্‌ফের সোনালী ইতিহাস সমৃদ্ধ তুরস্কে বর্তমানেও ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উসমানী আমলে অধিকাংশ জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড যেমন শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, জনগণের সাধারণ ইউটিলিটি (উপযোগ), ধর্মীয় কার্যক্রম ক্যাশ ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। ফলে সরকার উন্নয়নের জন্য অন্য খাতের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারতো। সে সময়কালের

---

৫৬৮. Mahamood & Mashitoh, *Waqf* in Malaysia: Legal and Administrative Perspective, 2006; Mohsin, 2009; Farhanah Mohd Mokhtar, Emira Mad Sidin, Dzuljastri Abd. Razak, Operation of Cash Waqf in Malaysia and its Limitations, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol-11, No. 4, Octo–Dec, 2015, 100-114; Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, Mohd Fahmi bin Ghazali, Mohd Faisol Ibrahim, Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers, African Journal of Business Management Vol. 5(30), pp. 12155-12163, 30 November, 2011, 12155-12163, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM

৫৬৯. Social Islami Bank Ltd. (SIBL), *Cash Waqf*, Dhaka: Social Islami Bank Ltd, 2015, p. 17

সাথে তুলনা করলে দেখা যায় বর্তমান তুরস্কের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খরচ সরাসরি সরকার বহন করে অথচ তখন ওয়াক্ফ ফান্ড থেকে নির্বাহ করা হতো।

- তুরস্কের ক্যাশ ওয়াক্ফের একটি বিশেষ দিক হলো জনগনকে এ জাতীয় ফান্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। যেমন এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বুরসা শহরের ১০% মানুষ ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ড থেকে কোনো না কোনো সেবা নিয়েছে অথবা এ ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ড বৃহত্তর সমাজ কল্যাণের মধ্য থেকে কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনগত সহায়তা, কারাগার থেকে মুক্তির জন্য আর্থিক সহযোগিতা ইত্যাদি।
- বর্তমান তুরস্ক সরকার সাধারণ ওয়াক্ফ বিশেষ করে ক্যাশ ওয়াক্ফকে জনপ্রিয় ও টেকসই করার জন্য ২০১৫ সালে প্রাচীন ওয়াক্ফ সম্পদকে মূলধন করে ওয়াক্ফ ব্যাংক (Vakif Katilim) প্রতিষ্ঠা করেছে। যা ২০১৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের ৯৯% শেয়ারের মালিক সে দেশের ওয়াক্ফ অধিদপ্তর এবং বাকি ১% শেয়ারের মালিকানা প্রাচীন কিছু ওয়াক্ফ এটেস্টের যেমন বায়জিদ-১ ও বায়জিদ-২ ওয়াক্ফ এটেস্ট, মাহমুদ খান-১ ও মাহমুত ওয়াক্ফ এটেস্ট, মুরাদ পাশা ওয়াক্ফ এটেস্ট। সরকারি মালিকানাধীন অংশিদারিত্বমূলক এ ব্যাংকটির মুনাফা শিক্ষা ও দারিদ্রতা বিমোচনে ব্যয় করা হবে। তৎকালীন উসমানী আমলে প্রচলিত ক্যাশ ওয়াক্ফের ধরনের সাথে সঙ্গতি রেখে এ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রডাক্টের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।[৫৭০]

বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ

বাংলাদেশে সাধারণ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি প্রশাসন থাকলেও ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা বা এর ফান্ড তৈরিতে সরকারি কোনো উদ্যোগ নেই। এ দেশের ক্যাশ ওয়াক্ফ মূলত বেসরকারি উদ্যোগ আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করলে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে সর্বপ্রথম সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব প্রবর্তন করে। বরং এক গবেষণা মতে, শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের ব্যাংকিং ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ

৫৭০. Mücahit Özdemir, Öznur Özdemir, Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank, *International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, Vol:3, Issue:2, July 2017, 74-99; Hassan, M.Fazlul Karim, M. Sydul Karim, Experiences and Lessons of Cash Waqf, 102-123.

ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.।[৫৭১] তারা ১৯৯৭ সালে "ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট" নামে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করে। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম এ মান্নান সর্বপ্রথম তার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ: "Cash Waqf: Enrichment of Family Heritage: Generation to Generation; A new horizon of Development" এর মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তিনি ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। বিশ্বের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা তার এ ধরনের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ক্যাশ ওয়াক্ফকে Multi-dimentional dynamic product হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৫৭২]

পরবর্তীতে এ দেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা বা উইন্ডো ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব চালু করে।

---

৫৭১. Farhah binti Saifuddin, et all. "The Role of Cash Waqf in Poverty Alleviation: Case Of MALAYSIA . Proceeding of *Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4* (KLIBEL4), Vol. 1. 31 May – 1 June 2014, P 277

৫৭২. Social Islami Bank Ltd. *Cash Waqf,* Ibid, p. 17-18

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ

ক্যাশ ওয়াকফ প্রডাক্টটি বাংলাদেশী ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম এ মান্নান এর উদ্ভাবন হওয়ায় বিশ্ব ইসলামী ব্যাংকিং এ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এটির প্রয়োগ হয়। নগদ অর্থ বা ক্যাশ ওয়াকফ করার জন্য একটি ডিপোজিট একাউন্ট খুলে সাদাকাহ ই-জারিয়াহ এর মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ করার সুযোগ পাওয়া যায়। এজন্য ইসলামী ব্যাংক বা কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো সমাজের সকল ধর্মীয় ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব খোলার আহ্বান জানায় যাতে এর মুনাফা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ শীর্ষক এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের নীতিমালা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রয়োগিক চিত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব

উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ক্যাশ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। এর যাত্রা কিছুটা হলেও স্তমিত হয়ে যায়। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা জোরদার হতে থাকে। পূর্বেই এ বিষয়ে ওআইসি অধিভুক্ত ফিক্হ একাডেমির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় বর্তমান সময়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা শুরু হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। যেমন ১৪১৯ হিজরীতে মক্কায় মাত্র ৮০০০ রিয়াল ক্যাশ ওয়াক্ফ করে গড়ে তোলা হয় "ওয়াক্ফ করযে হাসান" নামে একটি ক্যাশ

ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৫৭৩] বর্তমান সময়ে এ বিষয়ক গবেষণা, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা চলমান রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব চালু করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু হয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন সংযোজন

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এসআইবিএল) পরিবার ব্যবস্থাকে সুসংহত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এক ত্রিমুখী ব্যাংকিং মডেল। আনুষ্ঠানিক (Formal), অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal) ও স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) এ তিনটি খাতের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যাতিক্রমধর্মী কার্যক্রম সংগঠিত করছে। ব্যাংকের স্বেচ্ছামূলক খাতে পুঁজিবাজার এর কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবেই এসআইবিএল ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করে।

অবশ্য পরবর্তীতে দেশ-বিদেশের অনেক ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করে। দ্বিতীয় ব্যাংক হিসাবে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি." ২০০৪ সালের পহেলা জুলাই ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০০৮ সালে ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০০৯ সালে ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট চালু করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ২২টি প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক ও কয়েকটি প্রচলিত ধারার ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের মাধ্যমে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন নামে চালু রয়েছে। যেমন ১০টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকের ৭টি ব্যাংকই ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব পরিচালনা করে। ব্যাংকগুলো ও তাদের ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের শিরোনাম হলো:

ক্রম	ব্যাংকের নাম	ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের নাম
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ	মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট (MWCD)
২	আল-আরাফাহইসলামী ব্যাংক	মুদারাবা টার্ম ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট
৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক	ক্যাশ ওয়াক্ফ ফান্ড
৪	এক্সিম ব্যাংক	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	ক্যাশ ওয়াক্ফ

৫৭৩. বাখদার, *তামঈল ওয়াক্ফ আল-নুকুদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম
৭	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক	মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট (MWCDA)

সারণি: ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের নাম

অন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক "স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড" এ ওয়াক্ফ হিসাব চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রচলিত ধারার যেসব ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করেছে সেগুলো হলো:

১. এবি ব্যাংক লি.

২. প্রাইম ব্যাংক লি.

৩. ব্যাংক এশিয়া লি.

৪. ট্রাস্ট ব্যাংক লি.

উপরোক্ত ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু রয়েছে। ক্যাশ ওয়াকফের প্রতি সাধারণ দানশীল মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফভিত্তিক বিভিন্ন প্রডাক্ট

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফ ভিত্তিক কয়েকটি প্রডাক্ট রয়েছে। ব্যাংকের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংক্রান্ত প্রডাক্টগুলো হলো:

Cash Waqf Deposit Scheme

Cash Waqf Savings Scheme

Al-Wasiah Bill Waqf

Cash Waqf Mudaraba Monthly Profit Deposit Scheme

এ প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে আল-ওয়াসিয়াহ বিল ওয়াকফ হিসাবটি একেবারেই নতুন ধারণা হওয়ায় নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

আল-ওয়াসিয়াহ বিল ওয়াকফ (নগদ) হিসাব

অতি সম্প্রতি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (SIBL) দেশে প্রথমবারের মতো আল-ওয়াসিয়াহ বিল ওয়াকফ (ক্যাশ) অ্যাকাউন্ট চালু করেছে। এটি একটি বিশেষ ধরনের নগদ/ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট।

একাউন্টটি ইহকাল ও পরকালে ওয়াকিফের কল্যাণের জন্য শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রূপায়ন করা হয়েছে।

৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী যেকোনো ব্যক্তি ৫০০,০০০/= (পাঁচ লাখ টাকা) এবং তার বেশি জমা দিয়ে 'আল-ওয়াসিয়াহ বিল ক্যাশ ওয়াক্ফ অ্যাকাউন্ট' খুলতে পারেন। হিসাবধারী তার জীবিকার জন্য তার জীবনকালে হিসাবের মুনাফা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোগ করবে এবং তার মৃত্যুর পর অর্জিত লাভ ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

এটিও নগদ ওয়াকফের মতো চিরস্থায়ী দান। কিন্তু অনিবার্য বা জরুরী কারণে ওয়াকিফ পুরো টাকা বা তার কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারে। ওয়াকিফ (অ্যাকাউন্টধারী) তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ নগদ ওয়াকফ হিসাবে ওয়াসিয়াত করতে পারেন কিন্তু যদি তিনি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি করতে চান তবে তাকে তার বংশধরদের কাছ থেকে লিখিত সম্মতি নিতে হবে।[৫৭৪]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব-এর নীতিমালা

বাংলাদেশে সাধারণ ওয়াক্ফ ব্যাবস্থা বহুকাল থেকে চালু থাকলেও নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা বা ক্যাশ ওয়াক্ফ করার প্রচলন সাম্প্রতিককালে। বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন নামে ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট চালু করেছে। এ প্রেক্ষিতে গত ১৩ জুন, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং জগতের সর্বপ্রথম ও শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির ১৭২ তম অধিবেশনে 'নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা ও ইসলামী ব্যাংকের 'মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট' হিসাব পরিচালনার শরয়ী নীতিমালা কী?' তা জানতে বিষয়টি সভার কার্যবিবরণীতে রাখা হয়। কমিটির সদস্যগণ এ প্রশ্নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,

সিদ্ধান্ত: সব স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা যেতে পারে। তবে প্রস্তাবিত ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে:

---

৫৭৪. এসআইবিএল, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১, পৃ. ৯৩

ক. মুদারাবা 'ওয়াক্‌ফ ক্যাশ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট' খোলা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তহবিল যেহেতু মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় সেহেতু লাভ-লোকসানের হিসাবও এ নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ তহবিল বা মূলধন অক্ষত (intact) না-ও থাকতে পারে। কারণ লোকসান হলে তা মূলধন থেকেই কর্তন করা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মূলধন অক্ষত থাকা শরী'আহসম্মত নয়।

খ. প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফি-এর পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উত্থাপিত হলে কিংবা অন্য যেকোনো যৌক্তিক কারণে ওয়াক্‌ফ তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর করতে হলে ওয়াকিফ অথবা তার উত্তরাধিকারের জন্য সে সুযোগ থাকবে। তবে ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যস্থাপনার দাবি যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য শরী'আহ কাউন্সিলে প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ. ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিটি (independent committee) গঠন করা যেতে পারে, যে কমিটি ব্যাংকের ওয়াক্‌ফ ক্যাশ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামী শরী'আহ এবং দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তি হবেন এ কমিটির চেয়ারম্যান। এ ছাড়া ইসলামী শরী'আহ ও দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী আরো দুজন, ওয়াকিফদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন ও ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে একজনসহ কমপক্ষে চারজন সদস্য এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কমিটির দায়িত্ব

- ওয়াক্‌ফ হিসাব খোলা, পরিচালনা, হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়, ব্যয়, হিসাব বন্ধ, স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান।
- ওয়াকিফের সুস্পষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে ওয়াক্‌ফ হিসাবের যেকোন সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান প্রদান।
- ওয়াকিফ ও ব্যাংকের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।
- ওয়াক্‌ফ ক্যাশ হিসাবের বিষয়ে এ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. সাধারণভাবে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের মূল জমা একটি শাশ্বত ও চিরন্তন দানরূপে গ্রহণ করা হবে। তবে ঐ হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয় বা লাভ ব্যবহার বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন/স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে উল্লিখিত কমিটি ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ঙ. যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে ব্যাংক যেকোনো ওয়াক্‌ফ ক্যাশ হিসাব খুলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে- এরূপ শর্ত আইনের দৃষ্টিতে বৈধ, কারণ, কাউকে কোনো চুক্তিতে তার অসম্মতিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা যায় না। তবে আগেই খোলা হিসাব কোনো কারণে বন্ধ করা জরুরি হলে সংশ্লিষ্ট হিসাব বন্ধ করার পর ওয়াক্‌ফ তহবিলের ব্যবহার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে থাকতে হবে। এর পরও কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চ. যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হবে তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াক্‌ফের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে 'ওয়াক্‌ফ হিসাব' খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনা হিসাব খোলার পত্রে উল্লেখ থাকবে। এতদসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে বা বিতর্ক দেখা দিলে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।[৫৭৫]

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফের প্রায়োগিক চিত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের ৭টি ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব পরিচালনা করছে এবং ১টি ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডোধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের কয়েকটিতে এ হিসাব চালু রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এর প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফ-এর প্রবাহচিত্র

১০টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকের যে ৭টি ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক অতি সম্প্রতি এ হিসাব পরিচালনা শুরু করায় এ সম্পর্কিত প্রায়োগিক তথ্য এখনও অপ্রতুল। ফলে নিম্নে বাকি ৬টি ব্যাংকের বিগত ৫ বছর তথা ২০১৭-২০২১ এর আর্থিক বিবরণি অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্‌ফ একাউন্টে সঞ্চয়ের প্রবাহচিত্র তুলে ধরা হলোঃ

---

৫৭৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *শরীআহ সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, সম্পাদনায় আবু বকর মুহাম্মদ রফিক আহমদ (ঢাকাঃ আইবিবিএল, ২০১৫), পৃ. ৬২

ক্রম	ব্যাংকের নাম	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
০১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ	৯০.৪২	১১৩.১৩	১৩৩.১২	১৪৩.৭০	১৬৭.৪৭
০২.	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক	২৭.৭৯	৩১.৭০	৩৪.২৭	৩৭.৭০	৩৮.২৩
০৩.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক	২.৫৫	২.৮২	৩.৩২	৭.০৮	৭.৩০
০৪.	এক্সিম ব্যাংক	৩.৭৩	৩.৯৭	৪.১১	৫.২১	৭.০৫
০৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	০.৪১	০.৪৫	০.৫১	১.০৬	১.৮২
০৬	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	০.০৯	০.১০	০.১১	০.১১	০.১৫

সারণি: পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্টের সঞ্চয়ের প্রবাহচিত্র (কোটি টাকায়)[৫৭৬]

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করে অত্যন্ত সফলভাবে এ প্রকল্পের সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছর ব্যাংকটির স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ এর শেষে ক্যাশ ওয়াক্ফের স্থিতি দাঁড়িয়েছে একশত সাতষট্টি কোটির বেশি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকটিতেও ক্যাশ ওয়াক্ফের পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালের শেষে যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোটির বেশি। আল-আরফাহ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ২০২১ সালের শেষে এ খাতে এর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এক্সিম ব্যাংক একই সময়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা স্থিতি নিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সংগ্রহের ক্ষেত্রে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। এরপরের অবস্থানে রয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ২০২১ সালের শেষে ব্যাংকটি স্থিতি করেছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।

উপরের সারণিটি নিম্নোক্ত চিত্রে প্রকাশ করা যায়:

৫৭৬. ব্যাংকসমূহের ২০১৭-২০২১ বার্ষিক প্রতিবেদন

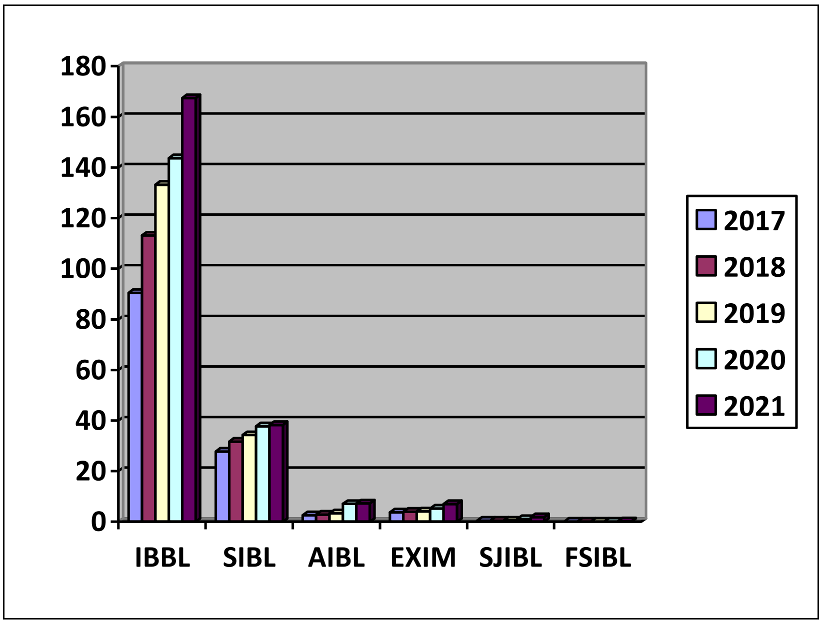

চিত্র: ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রবাহ (SIBL; IBBL; EXIM; SJIBL; AIBL; FSIBL)

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহর অন্যতম একটি বিধান ওয়াক্ফ-এর আহকামের আওতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় আমানত সংগ্রহের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি নতুন অভীষ্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। মুসলিম বিশ্বে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ'র বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান রয়েছে। এমন অনেক অতি প্রওয়োজনীয় সেবা রয়েছে যা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি, অথচ ওয়াক্‌ফ'র মাধ্যমে কম খরচে নাগরিকদের কাছে সে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যবস্থা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

প্রথম অনুচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষার বিকাশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: স্বাস্থ্য সেবায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

প্রথম অনুচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

ক্যাশ (নগদ) ওয়াক্‌ফ-এর অবদান

মুসলিম বিশ্বে ওয়াক্‌ফ বিশেষ করে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ'র বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান রয়েছে। এমন অনেক অতি প্রয়োজনীয় সেবা রয়েছে যা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি, অথচ ওয়াক্‌ফ'র মাধ্যমে কম খরচে নাগরিকদের কাছে সে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এমন একটি পরহিত বা দান, যাতে সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিরাই কেবল অংশ নিতে পারেন তেমনটি নয়, কম আয়ের মানুষ, এমনকি অস্বচ্ছল ব্যক্তিরাও তাতে অংশ নিতে পারেন। ফলে অধিকাংশ লোক

ক্যাশ ওয়াক্ফতে অংশ নিয়ে একটি একক তহবিল গঠন হবার ফলে এটি দিয়ে সমাজসেবা বা সামাজিক উন্নয়ন যতটা দ্রুত ও কার্যকরভাবে করা যায়, সাধারণ ওয়াক্ফতে তা সম্ভব হয় না। ক্যাশ ওয়াক্ফের ফলে দেশের সরকারের তার নাগরিকদের সেবার জন্য যে খরচ হবার কথা, তা অনেকটা কম হয় এবং সরকার অন্য খাতে তার বাজেট বরাদ্দের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্যাশ ওয়াক্ফ যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বে সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। আধুনিক যুগেও ওয়াক্ফ'র অবদান এতটুকু কমেনি, বরং তার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।[৫৭৭]

বাংলাদেশে সাধারণ ওয়াক্ফ চালু থাকলেও ক্যশ ওয়াক্ফের বিষয়টি এখানে তেমন পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর পর থেকে ক্যাশ ওয়াক্ফ'র বিষয়টি সামনে আসে।[৫৭৮]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও ওয়াক্ফ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানব জীবনের জন্য দরকারী যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ই ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচলনা ব্যতিরেকে কি ব্যক্তি জীবন, কি সামষ্টিক জীবন এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সচল রাখা সম্ভব নয়। জীবন পরিচালনার পরতে পরতে অর্থনৈতিক ও অর্থব্যবস্থাপনার বিষয়টি সবাইকে ভাবতে হচ্ছে। আর এ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ইসলাম প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।[৫৭৯]

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছে যাকাত, মিরাস, বিভিন্ন ধরনের কর, ফাই, খারাজ ও ওয়াক্ফ ইত্যাদি। মুসলিম সমাজ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অন্যতম বিধান এ ওয়াক্ফব্যবস্থা। ইসলামের এ বিধানটি সমাজসেবা ও জনকল্যাণের অন্যতম হাতিয়ার। ওয়াক্ফ এমন একটি স্থায়ী ব্যবস্থা যার কল্যাণ ওয়াক্ফকারী মৃত্যুর পরেও অনন্তকাল পর্যন্ত লাভ করতে

---

৫৭৭. ইকবাল কবীর মোহন, *ওয়াকফ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সোপান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫৭৮. প্রাগুক্ত

৫৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

পারে। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল ও সওয়াবের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন একমাত্র ওয়াক্‌ফের সওয়াব তার জন্য খোলা থাকে।[৫৮০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে– আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তা হলো: (১) অব্যহত দান (সাদাকায়ে জারিয়াহ্) (২) উপকারী ইলম (৩) এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে।’[৫৮১]

এ হাদীস অনুযায়ী মানুষের মৃত্যুর পর যে তিনটি আমলের সাওয়াব সে লাভ করতে থাকে তার অন্যতম একটি হল সাদাকায়ে জারিয়া। আর সাদাকায়ে জারিয়া এক সময় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল ধনিক শ্রেণির লোকেরা এটা করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওয়াক্‌ফ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের কে কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ বিষয়ক সাদাকায়ে জারিয়ার সাওয়াব লাভ করতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

দারিদ্র বিমোচনে ক্যাশ ওয়াকফের অবদান অনন্য। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তহবিল থেকে গরিব, অসহায়, গৃহহীন মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, শারীরিকভাবে অক্ষম, ভিক্ষুক এবং অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর পুনর্বাসন এবং শহরের দরিদ্র মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায়।[৫৮২]

দুস্থ জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবের অর্থ সাধারণত নিম্নোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করে থাকে। তবে ওয়াকিফ ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করার এখতিয়ার রাখেন। খাতসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

---

৫৮০. ইকবাল কবীর মোহন, *ওয়াক্‌ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সোপান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৫৮১. আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী, সহীহ্ মুসলিম (তারকিয়া: দারু-তাব‘আতুল আমিরাহ্, ১৪৩৩ হি.), খ. ৫, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ১৬৩১

৫৮২. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

- দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সুবিধা বঞ্চিত লোকদের পুনর্বাসন।
- রাস্তার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন।
- অসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন।
- নগর বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।[৫৮৩]

দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে। যে কোন বিত্তশালী ইচ্ছে করলে ব্যাংকের সহায়তায় সীমিত আকারে হলেও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নিতে পারেন। বস্তিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।[৫৮৪]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষার বিকাশে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন

ইয়াতিম ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থধা করা এবং তাদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা, দক্ষ মানুষ তৈরীর জন্য শিক্ষার মান উন্নয়ন, শারীরিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাধ্য মতো বৃত্তির ব্যবস্থা করা, দুর্গম ও অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা।[৫৮৫]

শিক্ষা বৃত্তি

স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের জন্যও ক্যাশ ওয়াক্‌ফ স্কীম চালু করা যায়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যায়। যেমন কেউ যদি প্রতি বছর কয়েক জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করতে চায়, সে ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে অর্থ প্রদান করলে এ মহতী উদ্যোগ বেশী দিন স্থায়ী নাও হতে পারে। নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও সময়ের অভাব তো আছেই। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যদি ক্যাশ ওয়াক্‌ফে জমা রেখে কেউ এ

---

৫৮৩. Account Opening Form, Mudaraba Cash Waqf Account, Shahjalal Islami Bank Limited (Dhaka: Corporate Head Office, Shahjalal Islami Bank Tower, Gulshan, Dhaka-1212), p. 6

৫৮৪. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), পৃ. ১৬৫

৫৮৫. ইকবাল কবীর মোহন, *ওয়াক্‌ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সোপান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

কাজ করতে চায় তাহলে মূল অর্থ অক্ষত রেখে এর অর্জিত আয় দ্বারাই বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অনন্তকাল ধরে অব্যাহত রাখা যায়। এতে করে ব্যক্তি ও সমাজের উপকার হবে অনেক বেশী।[৫৮৬]

শিক্ষা ও কৃষ্টি

- ইয়াতিমদের শিক্ষা অর্থাৎ বইপত্র, কাগজ-কলম এবং কাপড়-চোপড় বিনা মূল্যে সরবরাহ করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন কল্পে যথার্থ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- গৃহে অবস্থানকারী শিশুদের জন্য অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা প্রদান (যেমন-মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচি, শিশু পাঠ)।
- শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলার সুবিধা।
- ইসলামী কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিল্পকলার উন্নয়ন।
- ইসলামী শরীয়ার আলোকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা।
- বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অসহায় শিশুদের শিক্ষার সহায়তা করণ।
- সাধারণ কারিগরী শিক্ষার সহায়তা দান।
- দুর্গম এবং অবহেলিত এলাকায় শিক্ষার সহায়তা করণ।
- বিশেষ কোন এলাকার মাদরাসা, স্কুল, কলেজে অর্থায়ন করা।
- উপযুক্ত নির্ভরশীল পোষ্যদের শিক্ষিত করে তোলা।
- মাতা এবং পোষ্যদের স্মৃতি স্মরণার্থে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।
- শিক্ষা চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা।[৫৮৭]

শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

ক্যাশ ওয়াকফের মুনাফা হতে শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। যেমন:

ক) মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, প্রাইমারী স্কুল ও ইয়াতিমখানায় আর্থিক সাহায্য প্রদান।

---

৫৮৬. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), পৃ. ১৬৫

৫৮৭. Account Opening Form, Mudaraba Cash Waqf Account, Shahjalal Islami Bank Limited (Dhaka: Corporate Head Office, Shahjalal Islami Bank Tower, Gulshan, Dhaka-1212), p. 6

খ) প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান। এক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা যায়, তম্মধ্যে স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন, রাজশাহী, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন, ঢাকা, সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজ্ড (সিআরপি) সাভার, ঢাকা অন্যতম। এ ছাড়াও

* নও মুসলিম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা।

* জার্নালিজম ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন।

* ক্যাম্পাস সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ঢাকা।

* বাংলার পাঠশালা: বস্তিবাসী শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার একটি কার্যক্রম

* সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা এবং

* বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের আহবানে নৌ-দূর্ঘটনায় নিহত পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিনা মুনাফায় 'করযে-হাসানা' প্রদান।

এতদ্ব্যতীত বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম, বাংলাদেশ আর্মি রিলিফ ফান্ড, প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল, এবং প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করা যায়। কাজেই দেশের দারিদ্রসীমার নিচের জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্যাশ ওয়াক্‌ফ অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।[৫৮৮]

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবায় ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ'র আয় থেকে গ্রাম ও শহরের বস্তি বা দরিদ্রপল্লীর মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, যেসব মানুষ দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত এবং অর্থের অভাবে অসুখ-বিসুখে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে অপারগ তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বস্তি, স্কুল, মসজিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা, গরীবদের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা পরিচালনা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গবেষণায় অনুদানের ব্যবস্থা করা।[৫৮৯]

স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী

- গ্রাম্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা।

---

৫৮৮. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), পৃ. ১৬৫

৫৮৯. ইকবাল কবীর মোহন, *ওয়াক্‌ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সোপান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

- গৃহস্থালী, স্কুল, মসজিদ, বস্তি ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ।
- বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র কর্মসূচী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকরণ।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গবেষণা এবং বিশেষ কোন রোগের গবেষণা করা।[৫৯০]

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবায় ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রম হল:

১. গ্রামীণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

২. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ।

৩. হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন চিকিৎসা কর্মসূচি পরিচালনা বিশেষ করে গরীবদের জন্য।

৪. নির্দিষ্ট কোন রোগের গবেষণায় অনুদান।[৫৯১]

একইভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র। ওয়াকিফের ওযাক্ফকৃত অর্থে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে কোন বাধা নেই।[৫৯২]

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্ফ

ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্ফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক সময় ওয়াক্ফ বিধান শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণির লোকেরা পরিপালন করতে পারত। এ জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, ঈদগাহ্, সামাজিক কবরস্থান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাতে তাদের একক অবদান ছিল। দরিদ্রশ্রেণির লোকেরা ওয়াক্ফের মত শরঈ বিধান পরিপালন থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু হওয়ায় একজন সাধারণ দিনমজুরও ক্যাশ ওয়াকফের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় করে ওয়াকফের মত সাদাকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে সমাজ সেবা, মানব সেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার গড়ে তোলা সহজ হচ্ছে। এজন্য ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াকফ

---

৫৯০. ইসলমী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ফরম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, হেড অফিস, ঢাকা, দ্র.।

৫৯১. Account Opening Form, Mudaraba Cash Waqf Account, Shahjalal Islami Bank Limited Ibid, p. 6

৫৯২. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), পৃ. ১৬৫

প্রকল্প চালু হবার পর খুব কম সময়ে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন ওয়াকিফ তার ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর অর্থ দিয়ে তার এলাকায় মসজিদ নিমার্ণ করতে পারেন। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ক্যাশ ওয়াকফ করতে পারেন। তা থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারাই ইমাম মুয়াজ্জিনের সম্মানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মসজিটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশমূলক কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হতে পারে ক্যাশ ওয়াকফের মাধ্যমে।[৫৯৩]

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্ফ

সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার গৃহীত ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' প্রকল্প আমানত সংগ্রহ, প্রবৃদ্ধি ও এর মুনাফা হতে আর্ত-মানবতার সেবায় অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প গ্রাহক মহলের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্ফের নিম্নোক্ত কার্যক্রম ও সেবা হতে পারে:

সামাজিক উন্নয়ন সেবা

- ঝগড়া ও কলহ (গ্রাম্য মামলা-মোকদ্দমা) নিরসন।
- দুঃস্থ মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা প্রদান।
- দরিদ্র মেয়েদের যৌতুকবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা।
- গ্রাম অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপণ।
- নও মুসলিমদের পূনর্বাসন করা।
- শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সহায়তাকরণ এবং তাদের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ।
- জুয়া এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন-চুরি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
- জনসাধারণের উপযোগী সেবাসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন।
- আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।
- আয় এবং আয় বহির্ভুত প্রকল্পের বিশেষ করে কবরস্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।

---

৫৯৩. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

●আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের বিশেষ করে ঈদগাহ্সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।[৫৯৪]

সামাজিক আনুসঙ্গিক সেবা কার্যক্রম

দরিদ্র, অনাথ ও অসহায় মেয়েদের যৌতুকবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানেরর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপন করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা, জুয়া, মাদকাসক্তি ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, আয়-বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান ইত্যাদির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।[৫৯৫]

ক্যাশ ওয়াক্ফের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারণা

ইসলামে ক্যাশ ওয়াক্ফ অনুমোদিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন যুগে এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ক্যাশ ওয়াক্ফের মূল বিষয় তথা অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর প্রতি জিহাদের জন্য ঘোড়া ওয়াক্ফ করে কিয়ামতের দিন তার পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওযন করা হবে।"[৫৯৬] তবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাবিয়ীগণের যুগে তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে সর্বপ্রথম নগদ অর্থ ওয়াক্ফ বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা সংঘটিত হয়। ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ইমাম যুহরী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ওয়াক্ফ করে তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে (এ শর্তে) ব্যবসা করতে দিল এবং সে (তা দ্বারা ব্যবসা করে) এর লভ্যাংশ ফকীর, মিসকীন ও আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে সাদাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দিল। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি এ এক হাজার দিনারের লভ্যাংশ থেকে মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা না করে একটুও খেতে পাবে কি? ইমাম যুহরী (রা.) বললেন না; সেটা তার জন্য খাওয়া জায়েয হবে না।[৫৯৭] এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের সোনালী যুগে ক্যাশ ওয়াক্ফের নিরবচ্ছিন্ন প্রমাণ রয়েছে। ফিকহী মাযহাবসমূহ উদ্ভাবনের যুগের ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ফাতিমী যুগে মরোক্কোর ফেস নগরীতে একহাজার আওকিয়া স্বর্ণমুদ্রা ওয়াক্ফ করার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে যা ঋণ হিসাবে প্রদান করা

---

৫৯৪. SIBL 2015; IBBL 2018; EXIM 2018, AIBL 2018

৫৯৫. ইকবাল কবীর মোহন (সম্পা.), *ওয়াক্ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সোপান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

৫৯৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীয়ার, বাবু মান ইহতাবাসা ফারাসান, হাদীস নং ২৮৫৩

৫৯৭. প্রাগুক্ত

হতো। মানুষ তার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতো এবং প্রয়োজন শেষে ফেরত দিত।[৫৯৮] উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। মূলত এ সময় এসে ওয়াক্ফের এ ধরনটি তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল থেকে প্রায়োগিক রূপ পায়। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত উসমানী খিলাফাতের বিভিন্ন এলাকায় এর প্রয়োগ হয়। উসমানী খেলাফাতের শায়খুল ইসলাম আবু সাউদ আফিন্দী [৮৯৮-৯৮২হি.] এর পক্ষে গ্রন্থ লেখেন। সুলতান সুলায়মান রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে শায়খুল ইসলাম আবু সাউদের ক্যাশ ওয়াক্ফ বিষয়ক ফাতওয়া প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।[৫৯৯]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুশীলীত ক্যাশ ওয়াক্ফের পর্যালোচনার ভিত্তিতে এর যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপঃ

উদ্দেশ্যঃ ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিটের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। বৈশ্বিক ক্যাশ ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকের এ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল ও প্রচারপত্র পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলোঃ

১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা;
২. সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তির সমন্বয় সাধন করা;
৩. সংগৃহীত সামাজিক সঞ্চয়কে সামাজিক পুঁজিতে রূপান্তর করা;
৪. সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
৫. ক্যাশ ওয়াক্ফ তৈরির সহযোগী হিসেবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা;
৬. ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সঞ্চয়সমূহ একত্রিত করা এই উদ্দেশ্যে যে, মৃত পিতা-মাতা, সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত রাখা; এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা;
৭. সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ সাধন করা;
৮. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে ধনী শ্রেণীর মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করা;
৯. ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের সুযোগ তৈরি করা।

---

৫৯৮. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-দুসূকী, *হাশীয়া দাসূকী আলা আশ-শারহিল কাবীর* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, সনবিহীন), খ. ৪, পৃ. ৭৭

৫৯৯. বাখদার, *তামঈল ওয়াক্ফ আল-নুকুদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১০. ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ক গবেষণায় সহযোগিতা, এ বিষয়ক শিক্ষার মান উন্নয়ন, এ সেক্টরে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এ বিষয়ে পারদর্শী ইসলামী স্কলার তৈরি;

১১. স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়ন

১২. পতিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন;

১৩. মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী স্কুল ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ভবন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১৪. সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, চিকিৎসা, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা;

১৫. উন্নয়ন প্রকল্প যেমন ব্যবসার জন্য ব্যবসায়িক প্লট, হাউজিং প্রকল্প বা কৃষি;

১৬. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন

পদ্ধতি: বিভিন্ন দেশের ক্যাশ ওয়াক্‌ফের অনুশীলন থেকে এর যেসব পদ্ধতি প্রতীয়মান হয় তা হলো:

১. ব্যাংক একাউন্ট, যেমন বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যাংকের মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ একাউন্ট;

২. এককালীন ফাণ্ড;

৩. সিকিউরিটিজ, যেমন মালয়েশিয়া রিলিজিয়ার্স কাউন্সিলের অনুশীলন;

৪. ক্যাশ ওয়াক্‌ফভিত্তিক সুকূক, যেমন ইন্দোনেশিয়ার ক্যাশ ওয়াক্‌ফ লিংক্‌ড সুকূক (CWLS);

৫. শেয়ার, তুরস্কের 'ওয়াক্‌ফ ব্যাংক' খ্যাত Vakif Katilim এর শেয়ারের একটি অংশ কিছু ওয়াক্‌ফ এস্টেট এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াকফের আরো কিছু উদ্দেশ্য

ব্যাংকসমূহে প্রবর্তিত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিটের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকের এ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল ও প্রচারপত্র পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা;

৩. সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তির সমন্বয় সাধন করা;

৪. সংগৃহীত সামাজিক সঞ্চয়কে সামাজিক পুঁজিতে রূপান্তর করা;

৫. সামাজিক পুঁজিবাজার গঠনে সহযোগিতা করা;

৬. সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;

৭. সামাজিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধনীশ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৮. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণের সমন্বয়কে উৎসাহ প্রদান;

৯. ক্যাশ ওয়াক্ফ তৈরির সহযোগী হিসেবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা;

১০. ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সঞ্চয়সমূহ একত্রিত করা এই উদ্দেশ্যে যে, মৃত পিতা-মাতা, সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত রাখা; এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা;

১১. সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ সাধন করা;

১২. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে ধনী শ্রেণীর মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করা;

১৩. ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের সুযোগ তৈরী করা।[৬০০]

সামাজিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও বিনিয়োগ

প্রত্যেক বিত্তশালী ও প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তি চায় সমাজের কল্যাণে মূল্যবান অবদান রাখতে। এসআইবিএল এর ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট স্কীম এ ক্ষেত্রে বিত্তদশারীদের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ওয়াকিফের ওয়াককৃত অর্থের লভ্যাংশ দ্বারা তিনি মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন।[৬০১]

যৌতুক বিহীন বিয়ের ক্ষেত্রে অনুদান

যৌতক বিহীন বিয়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। হঠাৎ কাউকে অর্থ দান না করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট কিনে এর আয় দ্বারাই প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক যৌতক বিহীন বিয়েতে অবদান রাখা যায়। অর্থাৎ সাময়িক দানের অর্থ দ্বারাই ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করলে সমাজের মানুষ এর ফল ভোগ করবে যুগ যুগ ধরে। সাময়িক যে দান তা হয় ক্ষণস্থায়ী ও অপরিকল্পিত। কিন্তু ক্যাশ ওয়াক্ফ এর দান হবে পরিকল্পিত ও শাশ্বত। ফলে অনন্তকাল ধরে সুবিধা পাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠী।[৬০২]

এ পর্যায়ে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম একটি সমায়োপযোগী পদক্ষেপ। এ ক্যাশ ওয়াকফের মাধ্যমে এক দিকে যেমন ধর্মপ্রাণ মুসলিম উম্মাহ্ ওয়াকফের ন্যায় সাদাকায়ে জারিয়া পরিপালন করার সুযোগ পাচ্ছে, অপর দিকে তেমনি দেশের

---

৬০০. SIBL 2015; IBBL 2018; EXIM 2018, AIBL 2018

৬০১. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ, *মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৬০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। যেহেতু ইসলামে দান-সাদাকার অন্যতম প্রকার হলো ওয়াক্ফ। আর ওয়াক্ফের আধুনিক একটি জনপ্রিয় ধারা হচ্ছে ক্যাশ ওয়াক্ফ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশেও কিছু বেসরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফ অ্যাকাউন্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংকই বিভিন্ন নামে ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছে। সাধারণভাবে ওয়াক্ফের ধারণাই মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত না থাকায় আধুনিক ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর প্রচলন জনপ্রিয়তা পেতে একটু সময় লাগছে। তবুও এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর তৎপরতা আরো বাড়াতে পারলে এ খাতে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে সে জন্য জনসাধারণের মাঝে ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর ধারণা আরো সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে সম্পদশালী মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ক্যাশ ওয়াক্ফ এখনো বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত না হওয়ায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও বেসরকারী খাতের উদ্যোগের ব্যবস্থা হলে ক্যাশ ওয়াক্ফ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞগণ আশা করছেন।

উপসংহার

আল-হামদুলিল্লাহ্! শুকরিয়া আল্লাহ্ তা'আলার যার একান্ত অনুগ্রহে **ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াক্ফ জনকল্যাণে সম্পদ দান করা প্রাসঙ্গিক ইসলামী শরী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামী অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম একটি কার্যক্রম। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালায় ইসলামী শরী'আহর গণ্ডীতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকিব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় প্রকল্প চালু করে। এরপর ২০০৪ সালের ১ লা জুলাই শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে। এরপর ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং প্রচলিত ধারার এবি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' হিসাব চালু করে। 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত সুষ্টি করেছে। অতি অল্প সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংযোজিত শরী'আহ্ সম্মত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' কার্যক্রমটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখে চলেছে তা যথাযথ মূল্যায়িত হলে, আরো বৃহত্তর পরিসরে এ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা অত্যন্ত

প্রাসঙ্গিক। যেহেতু ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অসংখ্য হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে সুনির্দিদিষ্ট কার্যপরিকল্পনার আলোকে পিএইচ.ডি. গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতির আলোকে গবেষণাকর্মটি রচিত ও প্রণীত হয়েছে। সে আলোকে এ গবেষণাকর্মের প্রারম্ভিকায় একটি ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের -

প্রথম অধ্যায়ে– ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাংক এর পরিচয়; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যাংকিং ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে– বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে– ইসলামে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামে ওয়াক্ফের ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের শরঈ' বিধান চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক; তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্ফের ধরন ও পরিমাণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ

ওয়াক্ফ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ফলাফল

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে গবেষণাকর্মের ফলাফল নিম্নরূপ:

১. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. ইসলামী ব্যাংকের জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

৪. ওয়াক্ফ-এর সংজ্ঞা, ধরন, প্রকৃতি, প্রকারভেদসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৫. বাংলাদেশের ওয়াক্ফ আইন ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. ইসলামী শরী'আহ্ আইনে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও আহকামসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

৭. ওয়াক্ফ কার্যক্রমের প্রায়োগিক ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৮. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' প্রকল্প সংযোজন প্রাসঙ্গিক বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৯. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ-ওয়াকফের ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০. বিশেষত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'-এর ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে গবেষণাকর্মের ফলাফলের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো:

১. ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপকারিতা সম্পর্কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট এর অনুপম পরিচিতি উপস্থাপন করা।

২. ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বপ্রকার পরিচিতি সম্পর্কিত প্রচারপত্র বিতরণ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনও নানামুখ আলোচনা সভার আয়োজন করা।

৩. ইসলামী ব্যাংকের জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সব ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা।

৪. ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও উপকারিতা সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরা।

৫. বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সংরক্ষণকল্পে ওয়াক্ফ আইনকে আরো সমৃদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও যুগোপযোগী করা।

৬. ইসলামী শরী'আহ্ আইনে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও আহকামসমূহ মুসলিম সমাজে চর্চা করা। এজন্য ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে জনগণকে বুঝানো। এজন্য ইমাম/খতিবদের (আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য) আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে আসতে হবে।

৭. বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সংরক্ষণে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' প্রকল্প সম্পর্কে গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ-ওয়াকফের ভূমিকা সর্বসাধারণের মাঝে উপস্থাপন করতে হবে। বিশেষত ইসলামী ব্যাংসমূহের শাখার তত্ত্বাবধানে ইসলাম প্রিয় ধনী শ্রেণিকে এ কাজে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

১০. বিশেষত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ভূমিকা অবদান ক্রমশ বৃদ্ধির জন্য ক্যাশ ওয়াকফের প্রতি গ্রাহক সমাজকে বিশেষত ইসলামপ্রিয় ধনিক শ্রেণিকে উৎসাহিত করা।

১১. ওয়াক্ফ বিষয়টি শিক্ষা কারিকুলামে সিলেবাসভুক্ত করা।

১২. সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট (VIP/CIP) ব্যবসায়ীদের এ কাজে উৎসাহিত করা য়েতে পারে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের পথচলায় ও তাঁর দ্বীনের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

আল-হাদ্দাদ, আহমাদ ইব্ন আবদুল আযীয	:	ওয়াক্‌ফ আল-নকদ ওয়া ইসতিতমারিহা, (দ্বিতীয় ওয়াক্‌ফ কনফারেন্স, উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ২০০৬)
আল-হাত্তাব, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ	:	মাওয়াহিব আল-জালিল লি শারহু মুখতাসার আল-খালীল (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৫)
আল-হাল্লাল, আবূ বকর ইব্ন আহমাদ	:	আল-উকাফ ওয়া ̣অল-তারাজ্জুল মিন আল-জামি লি-মাসায়িল আল-ইমাম আহমাদ (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৪)
আল-ইমরানী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবি আল-খায়ের	:	আল-বায়ান ফী মাযহাবি আল-ইমাম আল-শাফী' (জিদ্দাঃ দার-আল-মানহাজ, ২০০০)
আল-জুয়াইনী, আবূল মা'আলি আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসূফ	:	নিহায়াত আল-মাতদলাব ফী দিরায়াত আল-মাযহাব, এননোতাতিদঃ আবদুল আযীম মাহমুদ আল-দীব (জিদ্দাঃ দার আল-মানহাজ, ২০০৭)।
আল-কাসানী, আবূ বকর মাসউদ ইব্ন আহমাদ	:	আল-বাদায়ী আস-সানায়ী ফী তারতিবিশ-শারায়ী (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী), তা.বি,
আল-খারাসানী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্	:	শারহু মুখতাসার আল-খালীল (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)
আল-মারদায়ী, আলা আল-দ্বীন আবূ আল-হাসান আলী ইব্ন সুলাইমান	:	আল-ইনসাফ ফী মা'আরিফাতি আল-রাযিহ মিন আল-খিলাফ) বৈরূতঃ দারু ইহ্য়ায়িত তুরাছ-আল-আরাবী, ১৩৭৭ হি.)
আল-মারগিনানী, আলী ইব্ন আবূ বকর	:	আল-হিদায়া শারহু বিদায়াত আল-মুবতাদী (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০ হি.)

আল--মাওয়ারদী, আবূল হাসান : আল-হাওয়াই আল খালীল (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি.)

আন-নাওয়াবী, আবূ যাকারিয়্যাহ্ মুহীউদ্দীন শারফ : রাওদাহ্ আল-তালিবীন ওয়া উমদাত আল-মূফতিয়ী (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.)

আল-রুয়ানী, আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন ইসমাঈল : বাহরুল মাহতাব (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ২০০৯ খ্রি.)

আল-সারাখসী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ : আল-মাবসূত (বৈরূতঃ দারু আল-নাওয়াদির, ২০১৩ খ্রি.)

আল-শাফিয়ী', মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস : আল-উম্ম (কায়রোঃ আল-মাকতাবাহ্ আল-কাইয়্যিমা, ১৪০৯ হি.)

আল-শারবিনী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ : মুগনী আল-মুহতাজ (কায়রোঃ আল-হাদীস, ২০০৬ হি.)

আল-তাহাবী, আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, শারহু মা'আনিল আসার : (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪২২ হি.)

আল-তারাবিলাসী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা আল-ইসফাহানী : আহকাম আল-আওকাফ (বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-রাইদ, ১০৮১খি.)

আল-জাবিদী, আল-মুরতাদা আল-হুসাইনী : তাজ আল-আরুস মিন জাওয়াহির আল-কামুস (কুয়েতঃ গভর্ণমেন্ট প্রেস, ১৩৮৫ হি.)

আল-যারকানী, আবদুল বাকী ইব্ন ইউসূফ : শারহু আল-যারকানী 'আলা মুখতাসার খালীল (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ২০০২ হি.)

আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ : *আস-সহীহ্*, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ৪র্থ সং. তা.বি.)

আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আততিরমিযি (র.) : *জামি আত-তিরমিযি*, (বৈরূতঃ দারু গারাবিল ইসলামী, ২০০৪ খ্রি.)

আল-মারগিনান, ইমাম বুরহানুদ্দীন : *আল-হিদায়াহ* (বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল

আরাবী, তাবি)

আলী হায়দার আফিন্দী : *দুরাব আল-হুক্কাম শরহে মাজাল্লাতিল আহ্কাম* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি.)

আবুল মুজাফফার মহিউদ্দীন আলমগীর : *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী* (দেওবন্দঃ যাকারিয়া লাইব্রেরী, তাবি.)

আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্বঃ প্রয়োগ পদ্ধতি* (ঢাকাঃ আল-আমীন প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০০৮)

আল-কুবাইসী, মুহাম্মদ উবাইদ : *আহকামে ওয়াক্ফ ফিস শরী'আতীল ইসলামিয়া* (বাগদাদঃ ১৯৭৭)

আশ-শাইখ নিযাম ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল : *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্‌দিয়াহ্ ফী মাজহাবিল ইমামিল আ'জাম আবি হানিফা আন-নু'মান* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুদামা আল-মিকদাসী : *আল-মুগনী*, রিয়াদঃ রিয়াদ লাইব্রেরী, বন্টনেঃ রিয়াসাত ইদারাত আল-বহুস আল-'ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়া আল-দাওয়াহ্ ওয়া আল-ইরশাদ, ১৪২১ হি.)

আবূ যাহরা : মুহাযারাত ফিল ওয়াক্ফ (কায়রো দারুল ফিক্‌র আল-আরবি, ১৯৭৬)

আলাউদ্দীন আল-কাসানী : *বাদায়ী'উস-সানায়ী' ফী তারতীব আশ-শারায়ী'* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ তাবি.)

আল-বুখারী, ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুগীরা আল-জ'ফী, মৃ. ২৫৬ হি. : *সহীহুল বুখারী*, (মিশরঃ আস-সুলতানিয়্যাহ্, ১৩১১ হি.)

আল-আইনী, মাহমুদ ইব্‌ন আহমাদ : আল-বিকাইয়া শরহি আল-হিদায়া (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তা.বি)

আল-বাহুতী, মানসূর ইব্‌ন ইউনূস : শারহু মুনতাহা আল-ইরাদাত (বৈরূতঃ আলিম আল-কুতুব, ১৯৯৩)

সুলাইমান ইব্‌ন খালফ আল-বাযী : আল-মুনতাকা শারহু আল-মুয়াত্তা (কায়রোঃ মাকতাবা

আস-সায়াদাহ্, ১৩৩২ হি.)

আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : *আল-জামি আস-সহীহ্* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাসীর, ২০০২)

আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : *আল-জামি আস-সহীহ্* ১ম খণ্ড, (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ২০০৩

আয্-যারক্বা, মুস্তফা : *আহ্কামুল আওকাফ*, (সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭)

আয-যারকা মোস্তফা : *আহকামুল আওকাফ*, (মাতবায়াহ্ জামে'আহ্ সূরিয়াহ্, বৈরুত, ১৯৪৭)

আন নব্বী, মুহিউদ্দিন : *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১)

আল-বায়হাকী : *সূনানে কোবরা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.)

আন-নাসায়ী, আহমাদ : *আস-সুনান আল-কুবরা*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ্, ১৯৯১ খ্রি.)

আবু বকর, বোরহান উদ্দিন ইব্ন : *কিতাবুল ইস্ তি'আফে ফি আহকামিল আওকাফ*, (মিসরঃ হিন্দী প্রকাশনী, ১৯০২)

আল-খাস্সাফী, আবু বকর : *আহকামুল ওয়াক্ফ*, (মিসরঃ মাতবায়ে দিওয়ানুল আওকাফ, ১৯০৪)

আশরাফ আলী খান, ড. মো. ও আলাউদ্দিন, ড. মো. : *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, জুন ২০০৫)

আলী, মো. ছদর : *ব্যাংকিং* (ট্রেনিং প্রবন্ধ) (ঢাকাঃ অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংকলন, তা.বি.)

আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*

আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক পটভূমি*, (জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯)

আল-মাকরীযী : *কিতাবুল খিতাত*

আবুবকর, বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন	:	*আল হিদায়া*, ২য় খণ্ড (অনু: আবু তাহের মিছবাহ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০)
আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ	:	*ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)
আত-তাবারী (র.), ইমাম আবূ জাফর	:	*জামিউল বায়ান 'আন তা'বীলি আয়িল কুরআন (তাফসীর তাবারী)* (মাক্কাতুল মুকাররামাহ্: দারু-আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত-তুরাছ, তা.বি), খণ্ড-১৪
আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ফারকাদ আল-শাইবানী,	:	*আল-কাসাব* (দামিশক: আবদুল হাদী আল-হারসুনী, ১৪০০ হি.)
আইনী, বদর উদ্দীন	:	*শরহে হিদায়া*, (https://al-maktaba.org /book/427/1805)
আল-দারদীর, আবূল বারাকাত আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ,	:	আল-শারহু আস-সাগীর আলা আগরাব আল-মাসালিক ইলা আল-মাযহাব আল-ইমাম মালিক (আবূধাবী: মিনিস্ট্রি অব আওকাফ ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, ১৯৮৯)
আহমেদ, নাসিরউদ্দীন মোঃ মনজুরুল হক	:	*'প্রকল্পের সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও প্রকল্প চক্র', উন্নয়নের অর্থনীতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.)
আদ-দাসূকী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ	:	হাশিয়াহ্ আল-দাসূসী আলা আল-শারহুল কাবীর (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.)
আল-গাজালী, মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ,	:	আল-ওয়াসিত ফী আল-মাযহাব (কায়রো: দার আল-সালাম, ১৪১৭ হি.)
আমিনুল ইসলাম, এস.	:	*উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ১ম সং, ২০০৪ খ্রি.)
আল-ব্যুরে, মুহাম্মদ	:	*প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনসইটটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০ খ্রি.)
ইব্ন আবদুল বার আবূ উমার, আল-কাফি	:	(বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৪০৭ হি.)

ইব্‌ন আবিদীন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমিন ইব্‌ন উমার : রাদ্দুল মুহতার (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব, ১৯৮৪ খ্রি.)

ইব্‌ন আল-হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ : শারহু ফাতহুল কাদীর (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্‌, ১৪১৫ হি.)

ইব্‌ন ফারিস, আবুল হাসান আহমাদ : *মু'জাম মাকাইস আল-লুগাত* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.)

ইব্‌ন হাজাম, আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ : কিতাবুল মুহাল্লা বিল আছার (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্‌, তাবি.)

ইব্‌ন মানজুর, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররম, : লিসান আল-আরাব (বৈরূতঃ দারুস-সাদির, ১৯৫৬ খ্রি.)

ইব্‌ন মুফলীন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ, : আল-মুবদী ফী শারহু আল-মুকনী (বৈরূতঃ দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্‌, ১৯৯৭ খ্রি.)

ইব্‌ন নুজাইম, যাইনুদ্দীন : আল-বাহরুর রায়িক (ইন্ডিয়াঃ যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০২ খ্রি.)।

ইব্‌ন কুদামা, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ : আল-মুগনী (জিদ্দাঃ মাকতাবাহ আল-ওয়াফী, ১৪২১ হি.)

ইব্‌ন কুদামা, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ : আল-মুগনী (কায়রোঃ মাকতাবাহ আল-কাহিরা, ১৯৬৮ খ্রি.)

ইব্‌ন রুশদ আল-যাদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ : আল-বায়ান ওয়া আল-তাহসিল (বৈরূতঃ দারু আল-গারীব আল-ইসলামী, ১৯৮৮ খ্রি.)

ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌, তাকিউদ্দীন আবূল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম আল-হারায়ী : মাজমু' আল-ফাতাওয়া, মাদীনাঃ কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, ১৯৯৫)

ইব্‌নুল আবেদীন : *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররিল মুখতার*, ৩য় খণ্ড (কোয়েটাঃ আল মাক্‌তাবা আল মাজিদিয়া, ১৩৯৯ হি)

ইভান, মোঃ রায়হানুল ইকবাল : '*টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশ*', (ঢাকাঃ ঢাকা ট্রিবিউন, জুন ২, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন,

জুন, ২, ফেব্রুয়ারি ১৬. ২০২০)

ইসলাম, রিজওয়ানুল : *উন্নয়নের অর্থনীতি* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১ম সং, ২০১০ খ্রি.)

উবায়দুল হক, মাওলানা ও অন্যান্য [সম্পাদিত], : *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১)

এ.আর.খান, ড. : *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: এস এস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৯)

এ. মান্নান, প্রফেসর ড. এম. : *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪)

ওবায়দুল্লাহ, আল্লামা : *শারহুল বিকায়া* (দেওবন্দ: মাকতাবাতে রহমানিয়া, তা.বি.) *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)

কল‘আজি, মুহাম্মদ রাওয়াছ এবং কুনাইবী, মুহাম্মদ সাদিক : মু’জাম লুগাত আল-ফুকাহা (বৈরূত: দার আল-নাফায়িস, ১৯৮৮)

কুতুব উদ্দিন, মোহাম্মদ : *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮

কামরুজ্জামান, : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

কুবাইসী, ড. মুহাম্মদ উবায়দুল : *আহকামুল ওয়াক্‌ফ ফি শারি‘আতিরল ইসলামিয়্যাহ্* (বাগদাদ: ইরশাদ প্রকাশনী, ১৯৭৭)

কিসমতী, জুলফিকার আহমদ : *চিন্তাধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০5)

খালেকুজ্জামান, মোহাম্মদ : *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স-২000)

গোলাম আব্দুল হক, মুহাম্মদ : *আহ্‌কামে ওয়াক্‌ফ* (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, তাহ্‌কীকে ইসলামী, ১৯৯৯)

গওছুল আলম : *মুসলিম আইন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯)

চৌধুরী, আলীমুজ্জামান : *বালাদেশে মুসলিম আইন* (ঢাকা: অবণী প্রকাশনী,

১৯৯১)

জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ : *আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ২০১৯)

তাকী উসমানী, শাইখুল ইসলাম জাস্টিজ মুফতী মুহাম্মদ : *ইসলামের ভূমিব্যবস্থাপনা* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫ খ্রি.)

দিরশুভী, খালিদ যাইনুল আবিদীন : আল-রাদ্দ 'আলা আবি আল-সাউদ ফী সিহহাতি ওয়াকফ আল-নাকদ: দিরাসাহ্ ওয়া তাহকীক (দামিশক ইউনিভার্সিটি, অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস, ২০১৩)

দিনইয়া, শাওকী আহমাদ : আল-আওকাফ আল-নাকদী: মাদখাল লি-তাফয়ীল দাওরী আল-ওয়াকফ ফী হাইয়াতিনাহ্ আল-মুয়াসিরাহ্'. জার্ণাল- মাজমা' আল-ফিকহ আল-ইসলামী, ভলিউম. ১৩, সংখ্যা. ১

নাসায়ী, ইমাম আহ্মাদ, : *আস-সুনান* (বৈরূত: মুয়সসাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২১ হি.)

নিযাম, আশ-শাইখ ও হিন্দুস্তানের 'উলামার একটি দল : *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ্* (বৈরূত: দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি.)

নিজাম উদ্দিন, মো: : *বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ১৯৯৪, সিনিয়র ষ্টাফ প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থাপিত সেমিনার পেপার)

নূরুল ইসলাম, মোঃ : *সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা* (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.)

ফজলুল হক, এ. কে. এম. : *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ,

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ২০১৪)

ফারাহ্‌, মুহাম্মদ আবুল : *মানব কল্যাণে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ* [WAQF SYSTEM FOR HUMAN WELFARE FROM THE PERSPECTIVE OF BANGLADESH] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪ খ্রি.)

ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ : আল-মু‘জাম আল-ওয়াফী (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.)

ফেরদৌস ইসলাম, মোঃ : *টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন: ইসলামী নির্দেশনা*, *ইসলামী আইন ও বিচার* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার), বর্ষ: ১৬, সংখ্যা ৬১, জানুয়ারি-মার্চ: ২০২০

বাখদার, মুহাম্মদ সেলিম আবদুল্লাহ্‌ : তাময়ীল ওয়াকফ আল-নাকদ লিল-মাশরায়া মুতানাহিয়্যাহ্‌ আল-সিগার ফী মুয়াসসাসাত আল-তাময়ীল আল-ইসলামী (আম্মানঃ জামি‘আ আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ্‌ আল-আলামিয়্যাহ্‌) A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of Doctor of Philosophy in Islamic Banks. 2017

বাইলিজী, ফারুক : আওকাফ আন-নিসা ফী মাদিনাহ্‌ ইসতামবুল ফী আল-নিসফ আল-আওয়াল মিনাল কারন আল-সাদিস ‘আশহর, মাজাল্লাহ আল-আওকাফ (কুয়েতঃ পাবলিক অথোরিটি ফর ওয়াক্‌ফ, ভলিউম ১০, সংখ্যা ১৯, ২০১০)

মাওয়াফী, আহমাদ : তাইসির আল-ফিকহ আল-জামি’ লিল ইখতিয়ারাত লি

	শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্ (দাম্মামঃ দার ইব্‌ন আল-জাওযী, ১৯৯৩)
মালিক, ইমাম মালিক বিন আনাস	: আল-মুদাওয়ানাহ্ আল-কুবরা (রিয়াদঃ ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, কে এসএ, ১৩২৪ হি.)
মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান	: *ওয়াক্‌ফ বিষয়ক আইন* (ঢাকাঃ নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৯. ওয়াক্‌ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা- ১০০০; ওয়েবসাইটঃ www. waqf.gov.bd.
মুনীরুল হক, মুহাম্মদ	: AAOIFI পরিচিতি, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর বুলেটিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫
মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী	: সহীহ্ মুসলিম (তারকিয়াঃ দারু তাব'আতুল আমিরাহ্, ১৪৩৩ হি.)
মুস্তাফা, ইবরাহীম ও অন্যান্য	: আল-মু'জামুল ওয়াসিত (কায়রোঃ আল-লুগাহ্ আল-আরাবিয়্যাহ্, ২০০৪)
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ওয়ালীউদ্দিন	: *মিশকাতুল মাসাবিহ* (দিল্লীঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরি, তা.বি.)
মোল্লা খসরু, মুহাম্মদ ইব্‌ন (ফুরামুরজ) ইব্‌ন আল দরার	: আল-হুক্কাম ফী শারহু গুরার আল-আহকাম, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাসিল আরাবী, তা.বি.)
মোহন, ইকবাল কবীর	: *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকাঃ প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.)
মোহন, ইকবাল কবীর	: *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকাঃ জেরিন পাবলিশার্স, ২০১০)
মোহন, ইকবাল কবীর	: *ওয়াক্‌ফ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের সাপোন,* (গুডওয়ার্ক্ প্রকাশনী বাংলাবাজার ঢাকা)
মোস্তফা, গোলাম	: *বিশ্বনবী* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০০)
রহমান, এস এম মাহফুজুর	: *ব্যবসায় শব্দকোষ* (ঢাকাঃ এ ওয়াই পাবলিকেশন্স,

আগস্ট ২০০০)

শরীফ হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো)

শফিকুর রহমান, আ.ফ.ম. ও আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ : *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস-২০০৩)

শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সাহল আল-সারাখসী : *আল মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৮)

শামসুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সাহল আল-সারাখসী : *আল-মাবসূত* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২০১৩)

শামছুর রহমান, গাজী : *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য ২০২০* (খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা)

শফী, মুফতী মুহাম্মদ : *কুরআন কারীম*, সংক্ষিপ্ত তাফসির, অনুবাদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, (মদিনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি:)

শহীদুল আলম, মোহাম্মদ, গৌর সৃন্দর বণিক : '*অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ঃ পটভূমি বিবর্তন ও গতিশীলতা*', *উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.)

শরীফ হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব* (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংকের ২১ তম প্রতিতষ্ঠা বাষিকী সংখ্যা, মার্চ ৩১, ২০০৪)

শাইখ জাদাহ্, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ : মাজমা' আল-আসার শারহু মুলতাকাহ্ অল-আবহার (বৈরূত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৮ খ্রি.)

সাইয়্যিদ আমীর আলী : *আইনুল হিদায়া* (লাহোর: কানূনী কুতুবখানা, তা.বি.)

সাকলায়েন, গোলাম : *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত : *বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ (ঢাকা : ২০০৩)।*

সেলিম, মিয়া মুহম্মদ : *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.)

সেন, অমর্ত্য : *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৭ খ্রি.)

সম্পাদনা পরিষদ : *ওয়াক্ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৭)

সম্পাদনা পরিষদ : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০)

সম্পাদনা পরিষদ : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০)

সম্পাদক মণ্ডলী : *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭)

সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬)

সম্পাদিত, লেখকমণ্ডলী : *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.)

হক, ইমদাদুল : ফুরফুরার পীর মওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (১৮৫৮-১৯৩৯ খ্রি.) : ধর্ম ও সমাজচিন্তা, *দি কুরআনিক স্টাডিজ*, জুন-২০২০, ভলিউম-৭, নং ১, সংখ্যা-১ (কুষ্টিয়া: আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বদ্যালয়, কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, ২০২০)

হাফিজ উদ্দিন, মোঃ ও অন্যান্য : আধুনিক ব্যাংকিং নীতি ও পদ্ধতু

হাসান ইমাম, মুহাম্মদ সম্পা. : *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৯ খ্রি.)

হাসান, এ. : ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২ (ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ১৯৯৯)

হাসান রাজা : *আহকামুল আওকাফ*, (বাগদাদ: মাতবায়া আল-কাইয়ুল আহলিয়া, ১৯৩৮)

হাবিবুর রহমান, শাহ মুহাম্মদ : *ইসলামী অর্থনীতি:নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: স্কয়ার পাবলিকেশন্স-১৯৯৬)

হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা*, *ইসলামী আইন ও বিচার*, ঢাকা

হুববুল্লাহ, হায়দার : আল-ওয়াক্ফ আল-নক্দী ফী আল-ফিক্হ আল-ইসলামী: কিরা‘আত ইসতিদলালিয়াহ্, মাজাল্লাহ আল-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাজদীদ (বৈরূত: মারকাজ আল-বুহুত আল-মুয়াসিরাহ্, ২০১১ খ্রি.)

: *আল-মিসবাহুন নূরী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.)

: *আল বাহরুর রাইক*, ৫ম খণ্ড

: দার আল-কুতনী

Ahmad, Md. Mokhter : *Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation,* Centre for University Requirement Courses (CENURC) International Islamic University Chittagong Dhaka Campus, Dhaka, Bangladesh

Alexander, K. C. : ‘*Dimensions and Indicators of Development’, Journal of Rural Development*, Vol. 12 (3), NIRD (Hydrabad: 1993 AD.)

Ashraful Islam, Md & Hossain, Syed Masud : *“Banking in Bangladesh: A Historical Perspective”*,vol. XXII, No.2, Dec.2001 "About Us-About Us"| www.sbi.co.in| সংগ্রহের তারিখ 10-11-2020

Askari, Prof. Hasan : Bengal Past & Present, Vol- LXVII, Serial no. 130, 1948

Azharul Islam, Muhammad : *Awqf Experience of Bangladesh in south Asia* (Country paper), New Delhi)

Bhatia, B.S. : Studies in Human Resource & Sustianable Development (New Delhi: Deep and Deep Publication 1997), P.A

Bergier, Jean-François : *From the fifteenth century in Italy to the sixteenth century in Germany: a new banking concept* (Los Angeles: Yale University, 1979) Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, *The Dawn of modern banking* (New Haven: Yale University Press, 1979)

Black, C. E. : *The Dynamics of Modernization*, New York, 1966

Dudley, Seers : *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development (New Delhi, 1969)

Imber, Colin. : "Min Waqf al-Manqūl Lada Muhammad al-Shaibanī ila Waqf al-Nuqūd Lada Abī al-Sa'ūd al-Afindī", *Majallah al-Awqāf*. Kuwait: Public Authority for Awqāf. Vol. 11, Issue 21. 2011

Ismail Gazi, G. H. Damant : *Journal of Asiatic Society of Bengal*,

Shah		1876, XLIII
জে. ফিন্ডলিং এন্ড এফ. থ্যাকারে	:	The History of China (ওয়েস্টপোর্ট: গ্রিনউড প্রেস, ২০০১)
Jamal, Nasir	:	*The Islamic law and personal low*, (London: 1986)
Homer, Sidney & Sylla, Richard	:	*A History of Interest Rates* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1991)
K C Alexander	:	`Dimensions and Indicators of Development', Vol. 12 (3), *Journal of Rural Development*, NIRD, (Hydrabad, 1993)
Kahf, Monzer	:	'*Waqf and its sociopolitical aspects'* (1992) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com
kahf, Monzer	:	*Financing the Development of Awqaf property, The American Journal of Islamic Social Science*, Vol- 6 No- 4 U.S.A, 1999
Kahf, Monzer	:	*Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty: A Case for ZakahAwqaf-Based Institutional Setting of Micro-Finance*
Kahf, Monzer	:	'Waqf and its sociopolitical aspects' (1992) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the

		Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com
Kamal A, Lokesh G, Bala S	:	*Islamic Banking: A Practical Perspectives* (Malaysia: Selangor Pearson, 2008)
Fazlul Karim, Muhammad	:	*PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE*, (International Islamic University Malaysia (IIUM), Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia)
Gibb, H.A.R and I. H. Kramers	:	*Shorter Encyclopaedia of Islam*, South Asian Publication. Karachi: (1981)
	:	*A History of Money: From Ancient Times to the Present Day* (Cardiff: University of Wales Press, 1994)
Hassan Homoud, Sami	:	*Islamic banking* (London: Arabian Information, 1985)
Huart, Clement	:	*Ancient Persia and Iranian Civilization* (London: Routledge; 1st edition, 2013)
Hussain, Ghulam,	:	*Seiyere-Mutakherin*.
Hul Hunter, W. W.		*The Indian Mussalmans*, Bangladesh Edition, 1975
Huq, M. Azizul (Edited)	:	*Readings in Islamic Banking*, BIBA, Vol-1, 1983, & 1984
Kamali, Dr. Hashem	:	*Islamic law in Malaysia, Issues and developments* (Kuala Lumpur: Islamia

Publishers, 2000)

Libā, Muhammad & Nuqāshī, Muhammad Ibrāhīm. : Nijām Waqf al-Nuqūd wa Dauruhu Fī Tanamiyyati al-Murāfiq al-Tarbuiyyah wa al-Ta‘limiyyah”. *Mutamar Qawānīn al-Awqāf wa Idāratihā:Waqāi‘ wa Tatallua‘t*. International Islamic University Malaysia. 2009

লেইবার, এ. ই. : Eastern Business Practices and Medieval European Commerce (লন্ডনঃ ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ কমিটি, ভলিউম-২১, ১৯৬৮)

Mallik, A. R. : *Br. Policy & the Muslims in Bengali* Mandeville, Jon E. "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire." International Journal of Middle Eastern Studies, 1979

Meier, Gerald M. : *Leading Issues in Economic Development* (New Delhi: Oxford University Press, 1990, AD.)

Midgley, James : *Social development* (London: Sage publications, 1995)

মিসকিমিন, এ.এইচ. : *The Economy of Early Renaissance Europe 1300- 1460* (নিউজার্সিঃ প্রেন্টিস হল, ইঙ্গেলউডস ক্লিফস, ১৯৬৯)

M. Ali and A. A Sarkar : *Islamic Banking: Principles and Methodology, Thoughts on economics*, Vol-5, No-3 & 4, July-December, 1995,

		Dhaka, Islamic Economics Research Bureau.
Mohammad Hosny, Dr. Moustafa	:	*The Role of the Religious Board, Encyclopadia of Islamic Banking and Insurance*, IIBL, London, U.K.
Orsingher, Roger	:	*Banks of the World* (London: Macmillan, 1967)
Paiva, J F K	:	*'A Concept of Social Development', Social Service Review* (The University of Chicago, Vol. 51, No.2, 1977)
Sadeq, Abdul Hasan (MD)	:	*'Waqf, perpetual charity and poverty alleviation'* (2002) 29 (1/2) International Journal of Social Economics.
Rabbath	:	Rabbath, L'evolution politique de al Syrie sous mandat, paris 1928
Raissouni, Ahmed	:	*Islamic waqf Endowment Scope and Implications, ISESCO* (Rabat, Morocco: 2001)
Ruver, R.D.	:	"New Interpretation of the History of Banking" in *Journal of World Historyt* (Hawai: University of Hawai Press, Vol. II, 1954)
R.S. Sayers	:	Modern Banking
Rahman, Md. Mahfuzur BM Habibur Rahman edited	:	*Islamic Financial System and selected Islamic Economic Issues,* Dhaka: Welfare Publications, 2012
Shekhar and Shekhar	:	Banking Theory and Practice.

Saifuddin, Farhah binti et all. : "The Role Of Cash Waqf In Poverty Alleviation: Case Of MALAYSIA . Proceeding of *Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4* (KLIBEL4), Vol. 1. 31 May – 1 June 2014, Pp 272-289. United Nations Reasearch Institute for Social Development (UNRISD), *Contents and Measurement of Socio-Economic Development* (New York, 1972)

Scutt, GP sysmes, : *The History of the Bank of Bengal*, 1994

Seers, Dudley : *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969

Siddiqui, Zilhur Rahman (Edited) : *Bangla Academy English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy Press, 31st Reprint, 2008)

White, Andrew, : *The Role of the Islamic Waqf in Strengthening South Asian Civil Society: Pakistan as Case Study*, International Journal of Civil Society Law, Volume IV, Issue 2, April 2006

White, Horace, : Money and Banking: Illustrated by American history (Boston: Ginn & Company, 2nd edition, 1902)

ব্যাংক রিপোর্ট/প্রতিবেদন/সাময়িকী

: বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা, ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা ৭,

জানুয়ারী ২০১০

বার্ষিক রিপোর্ট (২০২০), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর, ২০০০)

সম্পাদকীয়, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন, অগাষ্ট ২০০৬

এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০০৩ (ঢাকা: আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩)

এ্যানুয়াল রিপার্ট, ২০২০, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত, *ইসলামিক ফাইন্যান্স* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট (জুন, ২০২০)

ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০

সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, বার্ষিক ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম রিপোর্ট-২০২০

ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক (জুলাই-সেপ্টেম্বার-২০২১)

AIBL, Al-Arafah Islami Bank Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: AIBL.

AIBL, Al-Arafah Islami Bank Limited.2018 Cash waqf account form. Dhaka: AIBL.

Annual Report of Islamic Banks of Bangladesh 2019

Annual Report of Ibs, 2019

Adam, *second report*

EXIM, Export Import Bank of Bangladesh Limited. 2018. Mudaraba Cash Waqf Deposit Brochure. Dhaka: Exim Bank.

FSIBL, First Security Islami Bank Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: FSIBL.

EXIM, Export Import Bank of Bangladesh Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: Exim Bank.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited. 2015. Shariah Supervisory Committee ar Siddhantabali, edited by: Abu Bakr Rafiq et al. Dhaka: IBBL.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: IBBL.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited.2018. Cash waqf account form. Dhaka: IBBL.

SIBL, Social Islami Bank Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: SIBL.

SIBL, Social Islami Bank Ltd. 2015. *Cash Waqf*. Dhaka: Social Islami Bank Ltd.

SJIBL, ShahJalal Islami Bank Limited. Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhaka: SJIBL.

বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট, *Developments of*

Islamic Banking in Bangladesh, (ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংক, জুন, ২০২০)

Bangladesh Bank, *Guidelines For Conducting Islamic Banking 2009,* Bangladesh Bank, Dhaka

Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Islamic Banking Wing Research Department Bangladesh Bank, January-March 2022

অন্যান্য : International Union for conservation of nature (IUCN).

Daily Bonik Barta, Jun. 23, 2013; Feb. 11, 2018; Nov. 25, 2020

Bank Tejarat, *Tejarat* (Tehran: The Internal Publication of Bank Tejarat, Issue 8, Winter 1998)

23 November1894, *PCJ on Appeals from India*, 572; ILR 22 Cal. 619,68

Report on the census of waqf Estates – 1986

Duff, *The charitable foundation of Byzantium in cambridge bgal essays*, 1926

The Indian statute, *Mussalman Wakf Validating Act* of 1913 defined a wakf as:“... a permanent dedication by a person professing the Mussalman faith

of any property for any purpose recognized by the Mussalman law as religious, pious or charitable.” (Fyzee, A., *Outlines of Muhammadan Law*, 4th Ed. (Delhi, Oxford University Press, 1974)

IBTRA: Islami Bank Training and Research Academy, Dhaka, Mohammadpur, 132/2A, Block: B, Babar Road.

Text Book on Islamic Banking, Islamic Economics Research Bureau 2003

Ten new members for the IFSB (Report), Islamic Business and Finance, issue 42, May 2009

Contents and Measurement of Socio-Economic Development (Geneva: UNRISD, 1972)

আইন/গেজেট/পরিপত্র

বাংলাদেশে গেজেট, (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বাংলাদেশে সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা)

এক নজরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ২০১১, (৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ২০১১)

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত, ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) (ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৩)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০, (ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

	অক্টোবর ২০২০)
পত্রিকা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও. ঢাকা)।
	সম্পাদকীয়, *ইসলামিক ফাইন্যান্স* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ষষ্ঠ সংখ্যা, মে ২০১০)
	এম কামালউদ্দিন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই, ২০০৪

Online:

http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HTM

http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HT(MV.)

http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf managementisla(mv.)html

http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf managementisla(mv.)html

Office of the Bangladesh Waqf Administrator, 4, New Eskaton Road Dhaka–1000, Citizen Chapter: www. waqf.gov.bd

"Financial System"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

‘All Branch’, Jamuna bank, Collected: 08/02/2021, https://jamunabankbd.com/front/allbranch

ওয়েবসাইট http//:www.gcibfi.org

BB, Bangladesh Bank. 2016. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, Oct-Dec 2016 issue. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/oct _dec _2016.pdf,

"About BB"। bb.org.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০/১১/২০২০

IIFA, International Islamic Fiqh Academy. 2004. Session 15. Decree 140 (6/15). http://www.iifa-aifi.org/2157.html. Retrieved on: 16/05/2018

Sd-Commission.org.uk. *Sustainable Development Commission*, (2020. Accessed Feb. 16, 2020.https://cut.ly/ZrVV17E).